SERIES No. 109. দারোগার দপ্তর ১০৯ সংখ্যা।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দশম বর্ষ।] সন ১৩০৮ সাল। [বৈশাখ।

এই বৈশাখ মাস হইতে দারোগার দপ্তরের দশম বৎসর আরম্ভ হইল। গত নয় বৎসরের মধ্যে কত সাময়িক পত্র ও কতই বা মাসিক পত্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া গেল; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ও গ্রাহকগণের অনুকম্পায় দারোগার দপ্তর সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। গ্রাহক বৃদ্ধিতে ইহা দিন দিন পুষ্টই হইতেছে। দারোগার দপ্তর ক্রমেই শিক্ষিত-শ্রেণীর আদরের পাত্র হইয়া পড়িতেছে ও ইহা পাঠ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলেই মোহিত হইতেছেন। ইহাতে মিষ্ট, সুললিত, সরল ও চমকপ্রদ গল্প-লহরী প্রিয় বাবুর লেখনী হইতে এরূপ ভাষায় লিখিত হইতেছে যে, পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, ইহার পাঠ শেষ করিতে হয়। এরূপ পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক, কৌতূহল-পূর্ণ, চমকপ্রদ ও ঘটনা-বৈচিত্র্যময়, সমাজের নিখুঁত ফটো আর কি আছে? আমরা জানি, যে গ্রামে, যে পল্লীতে, একখানি দারোগার দপ্তর যায়, শত শত পাঠক তাহা পাঠের নিমিত্ত লালায়িত হন। ইহার নিমিত্তই পথিমধ্যে দারোগার দপ্তর এত চুরি হয়, বলিয়াই গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগকে অনেক কথা শুনিতে হয়। দারোগার দপ্তরে জাল, জুয়াচুরি, খুন, ডাকাইতি,

চুরি প্রভৃতি রকমওয়ারি ফৌজদারি অপরাধের বিষয় সকল লিখিত হয় বটে, ও অনেকের গুহ্য কথা সময় সময় ইহাতে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু কোন মধুর রসাত্মক উপন্যাস ইহা অপেক্ষা মিষ্ট নহে। ইহা আমরা কেন—সমস্ত সংবাদ-পত্রে ও সাহিত্য-সমাজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

গত বৎসর আমি সাধ্যমতে পাঠকগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াও যে সম্যক্রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। এই নিমিত্ত সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দপ্তরের দুই এক সংখ্যা বাহির হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, কিন্তু সে বিলম্বের নিমিত্ত পাঠকগণের অসন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাঁহাদিগের একটু বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, দারোগার দপ্তর কিরূপ ভাবে ও কাহার দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে;—কারণ এই দপ্তরে প্রিয় বাবু ব্যতীত অপর কাহার এক ছত্র লিখিবার অধিকার নাই। প্রিয় বাবু সরকারি কার্য্যের বিষম গুরুভার স্কন্ধে লইয়া সেই কার্য্য সমাপনান্তর পুনরায় এই দপ্তর নিয়মিত রূপে যে লিখিতে সমর্থ হন, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহার উপর এই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল নানা কারণে আমাদিগের সময় সময় যে সকল সামান্য ত্রুটী হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমরা যে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা-প্রার্থী, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

মিস্ মেরি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই মহানগরী কলিকাতার ভিতর বাস না করে, এরূপ জাতিই নাই। এই নগরী বঙ্গদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই এখানে আছেন ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আমাদিগের অনুসন্ধান-উপযোগী কোন না কোনরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাবলীর অনেক বিবরণ সময় সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু অপরাপর জাতীয় ঘটনাবলী অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীগণের অন্তর্ভূত আর একটী ঘটনা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাদিগের মধ্যেও সময় সময় যে কিরূপ ভয়ানক পাপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাঠকগণ এই স্থানে দেখিতে পাইবেন।

বৃদ্ধ জুবেয়ার আর নাই। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এই কথা অতি প্রত্যুষে সহরের মধ্যে—বিশেষ ইংরাজ অধিবাসিগণের মধ্যে দেখিতে দেখিতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কেহ কহিল, সরদি-গরমিতে তিনি মরিয়াছেন; কেহ কহিল, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন; কেহ বলিতে লাগিল, তিনি হত হইয়াছেন। এইরূপ যাহার মনে যাহা আসিয়া উদয় হইতে লাগিল, তিনি তাহাই অপরকে কহিতে লাগিলেন। যাঁহাদের বিশ্বাস, সংবাদপত্রে সমস্তই প্রকৃত কথা বাহির হয়, প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহারা সংবাদপত্র-বাহকের আশায় বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়মিত সময়ে সেই দিবসের সংবাদপত্র তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। বিশেষ কৌতূহলের সহিত তাঁহারা আপনাপন সংবাদপত্র দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দেখিলেন, জুবেয়ার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশিত হয় নাই।

জুবেয়ারের মৃত্যু-সংবাদ লোক-মুখে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা কিন্তু এই সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। রাত্রি শেষ হইবার দুই এক ঘণ্টা বাকী থাকিতেই টেলিফোনযোগে এই সংবাদ আসিয়া আমাদিগের নিকট উপনীত হয়। সংবাদ পাইবামাত্র আমরাও গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হই।

আমরা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কিরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, জুবেয়ার কে, তিনি কোথায় অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহার একটু পরিচয় পাঠকগণকে অগ্রেই অবগত করান আবশ্যক।

জুবেয়ারের জন্মস্থান কোথায়, তাহা আমরা সেই সময় অবগত নহি। কিন্তু গত ২০ বৎসর হইতে তিনি ইংরাজ-

মহলে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে ইউরোপ দেশবাসী বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহাকে কোনরূপ কর্ম্মকার্য্য করিতে আমরা দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার যে বিস্তর অর্থ আছে, তাহা কিন্তু সকলেই কহিত।

তিনি যে বাড়ীতে বাস করিতেন, উহা একটী দ্বিতলগৃহ। দ্বিতলের উপর তাঁহার ও তাঁহার কন্যা মেরির শয়ন ঘর। তদ্ব্যতীত, বসিবার উপযোগী আর একটী বৃহৎ ঘর ছিল। এ ঘর সদাসর্ব্বদা খোলা থাকিত সত্য, কিন্তু বৃদ্ধ জুবেয়ার প্রায়ই সেইস্থানে বসিতেন না। মেরিই প্রায় সর্ব্বদা সেইস্থানে উপবেশন করিতেন। নিম্নতলে একটী প্রশস্ত ও সুদৃশ্য লাইব্রেরী ছিল। বৃদ্ধ জুবেয়ার সদা সর্ব্বদা সেইস্থানেই বসিতেন। তাঁহার আরাম ও বিরামের স্থল সেই লাইব্রেরী। আহারের সময় ঐ ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরে গমন করিতেন বটে, কিন্তু দিবসের অধিকাংশ সময় সেই লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে অতিবাহিত করিতেন। অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নীচে আসিতেন। সেই বাড়ীর সংলগ্ন বাগানের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া লাইব্রেরীর মধ্যে গমন করিতেন। স্নান, আহার, বিশ্রাম প্রভৃতি সমস্তই সেইস্থানে সমাপন করিয়া রাত্রি ১১টার কম শয়ন করিবার মানসে তিনি আর উপরে গমন করিতেন না। ইহাই তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। মেরি প্রায় সর্ব্বদাই উপরে থাকিতেন। কেবল আহারের সময় পিতার সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেন, ও কখন কখন চকিতের ন্যায় এক এক বার কোন না কোন কার্য্যের ভান করিয়া লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেন,

ও দেখিতে দেখিতে সেইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইতেন। জুবেয়ারের গাড়ি-ঘোড়া যাহা ছিল, তাহা জুবেয়ার প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না। মেরির ইচ্ছানুযায়ী উহা ব্যবহৃত হইত।

জুবেয়ার কোথা হইতে আসিয়া যে কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানিতেন না। কিন্তু যখন তিনি এইস্থানে আগমন করেন, তখন কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মেরি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। ক্রমে ইহাও এইস্থানে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যে, জুবেয়ারের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি মেরির মাতার সহিত পরিণয়-সূত্রে পুনরায় আবদ্ধ হন। সেই সময় মেরির বয়ঃক্রম ২ বৎসর। মেরির মাতা কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিতে থাকিতেই তিনি জুবেয়ারের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন, ও পরিশেষে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করেন, এই কথা এইস্থানে রাষ্ট্র হয়। মেরি সেই ইংরাজের ঔরসজাতা কন্যা। যে সময় জুবেয়ার মেরির মাতার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, সেই সময় জুবেয়ারের বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কম ছিল না। রাষ্ট্র, বিবাহের ৪।৫ বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সেই হিসাবে জুবেয়ারের বয়ঃক্রম এখন প্রায় অশীতি বৎসর। মেরির বয়ঃক্রম ২৭ বৎসরের কম নহে। কিন্তু মেরি এখনও অবিবাহিতা। কেন যে তিনি এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, তাহা মেরিই বলিতে পারেন। বোধ হয়, জুবেয়ারও বলিতে পারিতেন। কলিকাতায় আসিবার ৪।৫ বৎসর পরেই মেরির মাতার মৃত্যু হয়, সেই সময় হইতে মেরি ও জুবেয়ার সেই বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা জুবেয়ারের বাড়ীতে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলাম, একটী ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ জুবেয়ার পড়িয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে। লাইব্রেরীর এক পার্শ্বে একটী ছোট ঘর আছে। ঐ ঘরের পার্শ্বে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। লাইব্রেরী হইতে উপরে উঠিতে হইলে, বা উপর হইতে লাইব্রেরীতে গমন করিতে হইলে, ঐ ঘরের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। ঐ ঘরের মধ্যেই জুবেয়ারের মৃতদেহ পতিত আছে। মৃতদেহটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহার কোনস্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। কেবলমাত্র জিহ্বা ও মুখের মধ্যে স্থানে স্থানে যেন একটু কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা সেইস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই একজন ইংরাজ ডাক্তার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জুবেয়ারের মৃতদেহ দেখিতে পাইবার পর মেরিই তাহাকে ডাকান। আমরা ঐ মৃতদেহটী উত্তমরূপে দর্শন করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সাহেব বিশেষরূপে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। জুবেয়ারের মৃত্যুর কারণ, কি অনুমান হয়, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহেন, তাঁহার অনুমান হয়, বিষপানে ইনি

ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আরও কহিলেন, মহা-বিষ প্রুসিক এসিডই তাঁহার উদরস্থ হইয়া ইহজগৎ হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছে।

ডাক্তার সাহেবের কথা শুনিয়া আমাদিগেরও বেশ অনুমান হইল, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কোন না কোন প্রবল বিষই যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ। সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই স্থানটী আমরা একবার উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। যে ঘরে তাঁহার মৃত দেহ পড়িয়াছিল, সেই ঘরে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। লাই-ব্রেরীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, টেবিলের উপর একটী বোতলে কিয়ৎপরিমাণে মদ্য রহিয়াছে ও তাহার সন্নিকটে একটী গ্লাসও আছে। গ্লাসটী হস্তে লইয়া দেখিলাম, উহা হইতে সুরার গন্ধ নির্গত হইতেছে। অনুমানে বুঝিতে পারি-লাম, ঐ বোতল হইতে সুরা ঐ গ্লাসে ঢালিয়া তাহা কেহ পান করিয়াছে।

বৃদ্ধ জুবেয়ারের একটি পরিচারক তাঁহার আদেশ প্রতি-পালন করিবার মানসে প্রায় সর্ব্বদাই লাইব্রেরীর বাহিরে অপেক্ষা করিত। কোন কার্য্যের আবশ্যক হইলে জুবেয়ার যেমন তাহাকে ডাকিতেন, অমনি সে লাইব্রেরীর মধ্যে গমন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিত। কিন্তু তাহাকে না ডাকিলে বা বিশেষ কোনরূপ প্রয়োজন না হইলে, তাহার সেই লাইব্রেরীর ভিতর গমন করিবার আদেশ ছিল না। পরি-চারকও সেই আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিত।

বৃদ্ধের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য দুইজন পরিচারক নিযুক্ত ছিল। পর্য্যায়ক্রমে একজন না একজন লাইব্রেরীর বাহিরে উপস্থিত থাকিত। উহারা দুই জনই মুসলমান, ও বহু দিবস হইতে দুই জনই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতে ছিল। তাহারাই যদি বৃদ্ধের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে, এই ভাবিয়া আমরা তাহাদিগের উভয়কেই ডাকাইলাম। উহাদিগের নিকট হইতে সেই সময় এইমাত্র অবগত হইতে পারিলাম যে, বৃদ্ধ কোনস্থানে গমন করিতেন না, সদা সর্ব্বদা নিজের বাড়ীতেই থাকিতেন। অতিশয় প্রত্যুষে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নীচে আসিতেন। বাগানের মধ্যে কিয়ৎ-ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া লাইব্রেরীর মধ্যে গমন করিতেন। সমস্ত দিবসের মধ্যে তিনি আর উপরে উঠিতেন না। লাইব্রেরীর সংলগ্ন স্নানের ঘরেই স্নান করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি ঘরের মধ্যে একটীতে বস্ত্রাদি পরিধান ও অপরটীতে আহারাদি করিতেন। দিবাভাগে বিশ্রামও করিতেন লাইব্রেরীর ভিতর। রাত্রি ১১টার পর তিনি শয়ন করিবার মানসে উপরে উঠিতেন। যে সময়ে তিনি শয়ন করিবার মানসে উপরে উঠিতেন, সেই সময় পরিচারকগণের মধ্যে কেহই সেইস্থানে থাকিত না। রাত্রি দশটার সময় পরিচারক মাত্রেই আপনাপন স্থানে গমন করিত। ইহা বৃদ্ধের আদেশই ছিল। শয়ন করিবার অব্য-বহিত পূর্ব্বেই বৃদ্ধ অতি অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতেন। পরিচারকগণ রাত্রি ১০টার সময় যখন সেইস্থান হইতে আপনা-পন স্থানে গমন করিত, সেই সময় মদিরা সহিত একটী বোতল ও একটী গ্লাস লাইব্রেরী-ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া

তাহারা চলিয়া যাইত। বৃদ্ধ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইচ্ছামত ঐ মদিরা নিজ হস্তে গ্লাসে ঢালিয়া লইয়া পান করিতেন, ও উপরে গিয়া শয়ন করিতেন। ইহা তাঁহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

পরিচারকগণের নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন মনে করিয়া, তাহাদিগের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কাল কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এই স্থানে উপস্থিত ছিলে?"

পরিচারক। আমি প্রত্যূষ ছয়টা হইতে দশটা এবং সন্ধ্যা ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলাম।

আমি। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তি লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল?

পরিচারক। মিস্ মেরি ভিন্ন আর কাহাকেও এই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি নাই।

আমি। তিনি কোন্ সময়ে এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন?

পরিচারক। সন্ধ্যার পর যখন আহারের সময় হয়, সেই সময় ইনি আসিয়া আহারাদি করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর আরও দুই একবার তিনি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

আমি। শেষে দুই বার যখন তিনি সেই ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, সেই সময় সেই গৃহের মধ্যে বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বা কথপোকথন হইয়াছিল কি?

পরিচারক। তাহা তো আমি ঠিক বলিতে পারি না; কারণ আমি সেই গৃহের ভিতরে ছিলাম না, বাহিরে বসিয়াছিলাম। কিন্তু

প্রথমবার যখন তিনি আসিয়াছিলেন, তখন বোধ হয়, সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কারণ আমার বোধ হইতেছে, সেই সময় উভয়েরই কথোপকথনের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। শেষ কালের কথা কিন্তু আমি বলিতে পারি না। মিস্ বাবা সেই বার ভিতরে গমন করিয়া, অগ্রেই পুনরায় বাহির হইয়া আসেন, ঘরের মধ্যে তাঁহার দুই মিনিটেরও বিলম্ব হয় নাই।

আমি। যখন ইনি শেষ বার সেই ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন রাত্রি কত?

পরিচারক। তখন রাত্রি ১০টা। মিস্ বাবাও ঘর হইতে বহির্গত হইয়া উপরে উঠিলেন, আমিও সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপন বাসাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

আমি। যখন তুমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান কর, সেই সময় বৃদ্ধ কোথায় ছিলেন এবং কি করিতেছিলেন?

পরিচারক। তিনি ঠিক কোথায় ছিলেন এবং কি করিতে-ছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি ভিতরেই ছিলেন।

আমি। কেন, তুমি গমন করিবার সময় তাঁহাকে বলিয়া যাও না?

পরিচারক। গমন করিবার সময় আমাদিগকে বলিয়া যাইতে হয় না; আমাদিগের উপর আদেশ আছে, রাত্রি দশটা বাজিলেই আমরা চলিয়া যাই।

আমি। সুরার বোতল আর গেলাস টেবিলের উপর কে রাখিয়া গিয়াছিল?

পরিচারক। উহা খানসামার কার্য্য। সন্ধ্যার পরে আহারাদি করাইয়া যখন খানসামা বাহিরে যায়, সেই সময় সে-ই উহা টেবিলের উপর রাখিয়া যায়। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে একটী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লাইব্রেরী ঘরের টেবিলের উপর সুরার বোতল আর গ্লাস দেখিয়া, এবং পরিশেষে পরিচারকের নিকট হইতে ইহার বৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইবার পর হইতেই, আমার হৃদয়ে কেমন একরূপ অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। কেমন অল্প অল্প মনে হইতে লাগিল, আমি যেন ইহার কিছু অবগত আছি; কিন্তু কি যে অবগত আছি, তাহা হঠাৎ মনে আসিল না। লাইব্রেরী ঘর, সুরার বোতল, সুরার গ্লাসের কথা যেন আমার স্পষ্ট মনে হইতে লাগিল। এই সকল সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি কোন কথা শুনিয়াছি, কি এইরূপ ঘটনা-সম্বলিত অপর কোন মোকদ্দমার আমি ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাও ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু ইহা আমার বেশ মনে পড়িতে লাগিল, ঠিক এইরূপ ঘটনা আমার অন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অনেক সময় আমার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, এখন যেটী ভাবিয়াছি, তাহার বহু বৎসর পরে ঠিক তাহা ঘটিয়াছে।

আবার অদ্য স্বপ্নে কোন একটী বিষয় দেখিলাম, সেই স্বপ্নের বিষয় ক্রমে আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল; কিন্তু বহু দিবস বা বহু বৎসর পরে সেই ঘটনা আমি সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ অবস্থা আমার সম্মুখেই ঘটিয়াছে। সেই ঘটনা ঘটিবার পরে, উহা আমার যেন বিদিত আছে বলিয়া অনুমান হইতে থাকে; কিন্তু কি কারণে আমি বিদিত, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই সময় কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না. তবে অল্পে অল্পে স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটনা বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া, পুনরায় আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ঘটনা যে আমার একটী ঘটিয়াছে, তাহা নহে, অনেক ঘটিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে যাহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, বহু বৎসর পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এ কথা আমি অনেককে বলিয়াছি, অনেকের সহিত এই সম্বন্ধে আমি অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছি; কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারি নাই।

লাইব্রেরী, সুরার বোতল, আর সুরার গ্লাসের কথা শুনিয়া আমার এ কথা মনে হইল, স্বপ্নে হয় ত এইরূপ অবস্থা কখনও দেখিয়াছিলাম, বা বহু পূর্ব্বে ঠিক এইরূপ অবস্থার কোনরূপ মোকদ্দমা আমি অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, এখন তাহারই আভাষ হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, এই মোকদ্দমার অপরাপর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিলাম না। এই ঘটনা যে পুরাতন ঘটনা, কেবল তাহাই আমার মনে

জাগরূক হইতে লাগিল। সেই চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন করিব না ভাবিলেও মন কিন্তু তাহাতে সম্মত হইল না, কেবল সেই চিন্তা আনিয়া আপনার অন্তরে প্রবেশ করাইতে লাগিল।

এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই, ক্রমে অল্পে অল্পে আমার স্মৃতির দ্বার উন্মোচিত হইতে লাগিল। কিরূপ অবস্থায় লাইব্রেরী, সুরার বোতল এবং সুরার গ্লাসের কথা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম, ক্রমে তাহা স্পষ্ট রূপে আমার হৃদয়ে আসিয়া উপনীত হইল। তখন আমার বেশ মনে হইল, কেবল মাত্র দুই এক দিন হইবে, কোন একটী অপরাধীর অনুসন্ধান উপলক্ষে, রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় আমি গড়ের মাঠের এক স্থানে অন্ধকারে আপন শরীর আবৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। আমি যে স্থানে বসিয়াছিলাম, তাহার একটু দূরে এক খানি বেঞ্চ রক্ষিত ছিল। দেখিলাম, একটী সাহেব আর একটী মেম সেই অন্ধকারের ভিতর পদচারণ করিতে করিতে আসিয়া, সেই বেঞ্চের উপর আমাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন করিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু সেই স্থানে উপবেশন করিবার পর সাহেব কহিলেন "আমি কিরূপে জানিব-যে, বৃদ্ধ উপরে গিয়া শয়ন করিয়াছেন।"

উত্তরে মেম সাহেব কহিলেন, "রাত্রি ১১টার পর বৃদ্ধ আর লাইব্রেরীতে থাকেন না, প্রায় ১১টার সময় প্রত্যহই তিনি উপরে গিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। তবে কোন কোন দিন রাত্রি অধিক হয় বটে, কিন্তু সেরূপ অতি অল্প দিনই হইয়া থাকে।"

সাহেব। আমি যে সময় গমন করিব, সেই সময় যদি তিনি লাইব্রেরীতে থাকেন, তাহা হইলে কি হইবে?

মেম। তিনি রাত্রিকালে উত্তমরূপ দেখিতে পান না, নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে যদি আপনি রাত্রিকালে তাঁহার সম্মুখেও গমন করেন, তাহা হইলেও তিনি দেখিতে পান না যে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শ্রবণশক্তি অতিশয় প্রবল, সামান্য একটু শব্দ হইলেই তাহা তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আপনি বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, নিঃশব্দে লাইব্রেরীর ভিতর গমন করিবেন। লাইব্রেরীর দরজা কখন বন্ধ হয় না, রাত্রি দিনই খোলা থাকে। আপনি উহার ভিতর গমন করিলেই, যদি বৃদ্ধ সেই স্থানে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। আর যদি তাঁহাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, তিনি উপরে গিয়া শয়ন করিয়াছেন। তথাপি তিনি উপরে গিয়াছেন কি না, তাহা স্থির নিশ্চিত করিবার যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলেও তাহার এক উপায় আছে, তাহাও আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি। লাইব্রেরীর ভিতর টেবিলের উপর সুরাসমেত একটী বোতল এবং একটী গেলাস দেখিতে পাইবেন। সেই গেলাসের আঘ্রাণ লইলে যদি তাহা হইতে সুরার গন্ধ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে জানিবেন যে, বৃদ্ধ উপরে গমন করিয়াছেন। আর যদি সুরার গন্ধ না পান, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, তিনি নিশ্চয় কোন না কোন স্থানে আছেন। উপরে যান নাই।

সাহেব। ইহার কারণ?

মেম। কারণ আর কিছুই নহে,—ইহাই তাঁহার নিয়ম যে, উপরে উঠিবার সময় তিনি সেই বোতল হইতে নিজ হস্তে সেই গ্লাসে মদ্য ঢালিয়া লন এবং উহা পান করিয়াই উপরে উঠেন। সুতরাং গ্লাসে মদের গন্ধ পাইলেই বুঝিবেন যে, তিনি উহা পান করিয়াছেন এবং উপরে গিয়াছেন।

সাহেব। কোন্ সময় তিনি পুনরায় নীচে আগমন করেন?

মেম। তাহার পরদিবস প্রাতঃ পাঁচটার পূর্ব্বে তিনি উপর হইতে আর নামেন না।

সাহেব। আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিব কিরূপে? দ্বারবান দরজা খুলিয়া দিবে কেন?

মেম। তাহার নিমিত্ত আপনাকে ভাবিতে হইবে না; যে পর্য্যন্ত আপনি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত দ্বারবান দরজা বন্ধ করিবে না। আমি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।

সাহেব। এই ত হইল রাত্রির বন্দোবস্ত, কিন্তু দিবা ভাগের বন্দোবস্ত কি?

মেম। দিনমানের নিমিত্ত আর নূতন করিয়া কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে না, আপনি প্রকাশ্য ভাবে যেরূপে গমন করিয়া থাকেন, সেই রূপেই গমন করিবেন। তাহাতে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইবে না, বা কেহই আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিবে না।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর, উভয়েই সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্রমে সেই অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থা আমার মনে উদিত হওয়ায়, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। সেই সাহেব আর মেমের সহিত কি এই ঘটনার কোনরূপ সংস্রব আছে? তাহাদিগের মধ্যে যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে দেখিতেছি। বৃদ্ধ, লাইব্রেরী, মদের বোতল, গ্লাস, মদ্যপান করিয়া রাত্রি এগারটার সময় উপরে যাওয়া, প্রাতঃ পাঁচটার সময় নীচেয় আসা প্রভৃতি সকল কথাই তো এই ঘটনার সহিত মিলিতেছে। সেই সাহেব ও মেমের সহিত যদি এই ঘটনার সংস্রব থাকে, তাহা হইলে এখন কিরূপে অবগত হইতে পারিব যে, সেই সাহেব ও মেমসাহেব কে? সেই অন্ধকার রজনীর মধ্যে আমি ত তাহাদিগকে উত্তমরূপে দেখি নাই যে, তাহা-দিগকে দেখিলে পুনরায় চিনিতে পারিব। মিস্ মেরির সহিত সেই মেম সাহেবের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও এবং কথাবার্ত্তা কতকটা সেইরূপ হইলেও যখন আমি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারি নাই, তখন আমি কিরূপে বলি যে, সেই মেম সাহেবই মেরি। মেরিকে এই কথাই বা এখন কিরূপে জিজ্ঞাসা করি? আর জিজ্ঞাসা করিলেই বা তিনি সেই সকল কথা স্বীকার করিবেন কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুরার বোতল ও গ্লাস, সরকারি রাসায়নিক-পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত হইল। মৃতদেহও ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা হইবার পরে উহার পাকস্থলীও সেই স্থানে প্রেরিত হইল। রাসায়নিক পরীক্ষক, পরীক্ষা করিয়া পাকস্থলীতে এবং সুরার গ্লাসে প্রুসিক এসিডের চিহ্ন পাইলেন; কিন্তু সুরার বোতলে কোনরূপ বিষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। রাসায়নিক পরীক্ষকের পরীক্ষার ফল অবগত হইবার পর সকলেই অবগত হইতে পারিলেন যে, প্রুসিক এসিড পানই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ। আর ইহাও সকলের অনুমান হইল যে, বোতল হইতে গ্লাসে সুরা ঢালিবার পর গ্লাসের মধ্যেই সুরার সহিত সেই মহাবিষের সংমিশ্রণ হয়। এই অবস্থা দৃষ্টে অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে এখন দুইটী প্রধান চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রথম চিন্তা—বৃদ্ধ হত হইয়াছেন কি না, যদি হতই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কে তাঁহাকে হত্যা করিল এবং কেনই বা তাঁহাকে হত্যা করিল, গ্লাসে সুরার সহিত কে এই মহাবিষ সংমিলিত করিতে সমর্থ হইল। যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে বৃদ্ধ বোতল হইতে সুরা নিজ হস্তে গ্লাসে ঢালিয়াই পান করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় সেই সময়ের মধ্যে গ্লাসে সুরার সহিত সহসা বিষ মিশ্রিত করিতে কে সমর্থ হন? তবে হইতে পারে, পূর্ব্ব হইতেই শূন্য গ্লাসে যদি কেহ সেই বিষ রাখিয়া দিয়া থাকে,

এবং সুরা ঢালিবার সময় বৃদ্ধ যদি তাহা দেখিতে না পাইয়া তাহাতেই সুরা ঢালিয়া পান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হইতে পারে।

দ্বিতীয় চিন্তা, বৃদ্ধ সুরার সহিত বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন নাই ত? যদি তিনি আত্মহত্যাই করিবেন, তাহা হইলে আহারাদির পর শয়ন করিতে যাইবার সময়ে আত্মহত্যা করিবেন কেন? আর কি দুঃখেই বা তিনি আত্মহত্যা করিবেন? তাহার ত এরূপ কোন দুঃখ এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না, যাহার নিমিত্ত তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন। আর আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রুসিক এসিড কোথা হইতে এবং কিসে করিয়াই আনিলেন? যদি তিনি আত্মহত্যা করিতেন, তাহা হইলে যে পাত্রে তিনি প্রুসিক এসিড সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, বা যাহা হইতে তিনি উহা গ্লাসে ঢালিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই এই স্থানে পাওয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় তিনি যে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে অনুমান করা যাইতে পারে? যাহা হউক, লাইব্রেরী ঘরটী একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; কারণ যদি তিনি আত্মহত্যাই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষের পাত্র তাহার মধ্যে কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত যদি তিনি কোন পত্রাদিও লিখিয়া গিয়া থাকেন, তাহাও কোন না কোন স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা।

লাইব্রেরীর মধ্যে একপার্শ্বে একখানি টেবিল ছিল। কোন রূপ লেখাপড়া করিতে হইলে তিনি সেইস্থানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন ও লেখাপড়া করিবার কাগজপত্র ঐ টেবিলের

একটী দেরাজের মধ্যে বন্ধ থাকিত। দেরাজের চাবি বৃদ্ধ তাঁহার পরিহিত কোটের পকেটেই সর্ব্বদা রাখিয়া দিতেন। বৃদ্ধ যে কোট পরিয়া লোকান্তর গমন করেন, সেই কোটের মধ্যে একগুচ্ছ চাবি ছিল। টেবিলের সংলগ্ন যে কয়েকটী দেরাজ আছে, তাহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; এবং ঐ সমস্ত চাবি ও অপর আর কয়েকটী চাবি লইয়াই সেই চাবিগুচ্ছ।

লাইব্রেরীর ভিতর অন্য স্থানে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে ঐ টেবিলের দেরাজের মধ্যে আমরা প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একটী দেরাজের মধ্যে কতকগুলি কাগজ ছিল, ঐ কাগজগুলির মধ্যে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে দেখিতে একখানি পত্র ও একখানি উইলের খসড়া একত্র প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পত্র ও উইলের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের যে বিশেষ কোনরূপ সংস্রব আছে, তাহা প্রথমে আমরা কিছু অনুমান করিতে সমর্থ হই না; কারণ সেই সময় আমাদিগের বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল, যদি তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি সেইস্থানে পাইবার সম্ভাবনা। তাই আমরা সেই সময় সেইরূপ কোন-পত্রাদি যদি পাওয়া যায়, তাহারই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। উইল বা অপর কোন কাগজপত্রে সেই সময় হস্তক্ষেপ করার বিশেষ কোন প্রয়োজন উপলব্ধি হয় নাই।

টেবিলের ভিতর যে কয়েকটী দেরাজ ছিল, এক এক করিয়া তাহার সমস্তগুলিই আমাদিগের দেখা হইল, কিন্তু যে দ্রব্যের নিমিত্ত আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তাহার কিছুই আমরা প্রাপ্ত হইলাম না। টেবিলের দেরাজগুলির অনুসন্ধান

হইয়া গেলে সেই লাইব্রেরীর অপরাপর স্থানেরও অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আমাদিগের অভীপ্সিত দ্রব্য কিছুই পাওয়া গেল না।

আমরা যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এ পর্য্যন্ত মেরিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কারণ মেরি ইউরোপীয় জাতি, তাহাতে আর তিনি এখনও মিস্ আছেন, অর্থাৎ এখন পর্য্যন্ত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। সুতরাং আমাদিগের অর্থাৎ এদেশীয় কালা বাঙ্গালী-দিগের কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার ছিল না। যে সকল ইংরাজকর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, মেরিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা না করা তাঁহাদিগের কার্য্য, সে সম্বন্ধে আমাদিগের কোনরূপ কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং আমরা তাঁহার নিকট কোন কথার নিমিত্ত অগ্রগামী হইলাম না। কিন্তু কোন কোন কথা মেরিকে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত দুই একজন ইংরাজকর্ম্মচারীকে অনু-রোধ করিলাম। তাঁহারাও প্রথম প্রথম আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিয়া মেরিকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার মানসে অগ্রগামী হইলেন। মেরিকে তাঁহারা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, এই সংবাদ মেরির পরিচারককে দিয়া মেরির নিকট প্রেরণ করিলে তিনি উপর হইতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, "একজন কর্ম্মচারীকে উপরে আসিতে কহ।" এই সংবাদ পাইয়া একজন ইংরাজকর্ম্মচারী আস্তে আস্তে উপরে উঠিলেন। যে ঘরে মেরি বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে সহসা প্রবিষ্ট হইতে সাহসী না হইয়া সেই ঘরের সম্মুখে একটি দরজার সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। মেরি

ঘরের মধ্য হইতে এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে ঘরের ভিতরে আসিতে কহিলে, তিনি আপন মস্তক হইতে টুপি উন্মুক্ত করিয়া দূর হইতে সেলাম করিয়া, বিশেষ আদব কায়দার সহিত সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেরি তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলায়, তিনি যেন আপনাকে বিশেষ কৃতার্থ মনে করিলেন এবং সেই চেয়ারের একটীমাত্র কোণ অবলম্বন করিয়া এরূপ ভাবে উপবেশন করিলেন যে, তাঁহার দেহের ভর যেন তাঁহার দেহেই রহিয়া গেল, চেয়ার যেন তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না।

সেইস্থানে বসিয়া সেই খুনী মোকদ্দমার অনুসন্ধান-কারী ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত একজন বয়স্থা মিসের খুনীর অনুসন্ধান সম্বন্ধে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল, তাহা পাঠকগণ জানিতে চাহেন কি?

ইং কর্ম্মচারী। জুবেয়ার আপনার পিতা?

মিস্ মেরি। হাঁ।

ইং কর্ম্ম। আপনার কি বিবেচনা হয়,—জুবেয়ারকে কেহ হত্যা করিয়াছে, কি তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন?

মিস্। কেহ হত্যা করিয়াছে বলিয়া আমার অনুমান হয় না। আমি ভিন্ন যাঁহার আর কেহ নাই, অথচ যিনি সংসারের সহিত একরূপ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে হত্যা করিবার যে কাহারও স্বার্থ আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। বোধ হয়, তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন।

ইং কর্ম্ম। আত্মহত্যার কারণ?

মিস্। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমেই তাঁহার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছিল, আরও কিছু দিবস বাঁচিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইতে হইত, এই ভাবিয়া শরীরে একটু বল থাকিতে থাকিতেই, পরাধীন হইতে না হইতেই তিনি ইহলোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, আমার এইরূপ অনুমান হয়।

ইং কর্ম্ম। তিনি বিষ পাইলেন কোথা হইতে?

মিস্। যাঁহার অর্থের অভাব নাই, পরিচারকের অভাব নাই, যাহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবার যখন কাহার ক্ষমতা নাই, তখন তাঁহার পক্ষে সামান্য বিষের সংগ্রহ করা অসম্ভব কিসে?

ইং কর্ম্ম। কোন পরিচারক যে তাঁহাকে বিষ আনিয়া দিয়াছে, তাহা ত কেহ স্বীকার করে না।

মিস্। উহারা এদেশীয় লোক, একে সামান্য কারণে মিথ্যা কথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না; তাহার উপর যখন দেখিতেছে, সেই বিষপান করিয়া বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছেন, তখন নিজহস্তে করিয়া বিষ আনিয়া দিয়াছে, এ কথা উহারা কখনই স্বীকার করিবে না।

ইং কর্ম্ম। যদি তাহারা কোন কথা স্বীকার না করে, তাহা হইলে আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারিব যে, তিনি কোথা হইতে বিষ সংগ্রহ করিলেন?

মিস্। তিনি নিজেও আনিতে পারেন। তাঁহার কোন স্থানে গমনাগমন করিবার কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না, অর্থেরও অভাব ছিল না।

ইং কর্ম্ম। কাল যে তিনি কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা ত কোন পরিচারক বলে না।

মিস্। তিনি যে কালই উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? ইতি পূর্ব্বে তিনি ঐ বিষ সংগ্রহ করিয়া অনায়াসেই আপনার নিকট রাখিতে পারেন।

ইং কর্ম্ম। তাহা হইলে আপনার বিবেচনায় বৃদ্ধ কি আত্ম-হত্যা করিয়াছেন?

মিস্। আমার তাহাই অনুমান হয়।

ইং কর্ম্ম। আপনার অপর আর কোনরূপ সন্দেহ হয় না?

মিস্। আমার আর কোনরূপ সন্দেহ নাই।

ইং কর্ম্ম। বৃদ্ধের আর আছে কে?

মিস্। আর কেহই নাই। আমিই কেবল তাঁহার একমাত্র কন্যা আছি।

মিস্ মেরিকে এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই, তিনি সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে আস্তে নীচে আসিলেন। বলা বাহুল্য, মিসের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণের সময় তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ভুলিলেন না। নীচে আসিয়া তিনি আমাদিগের নিকট আগমন করিলেন, ও কহিলেন যে, মিস্ মেরির নিকট হইতে তিনি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৃদ্ধ জুবেয়ারকে কেহ হত্যা করে নাই, তিনি আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার অতিশয় বার্দ্ধক্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজকর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমরা তাঁহাকে কহিলাম, "আপনি ইহা কিরূপে অবগত

হইতে পারিলেন, ও তাহার প্রমাণই বা কি?" উত্তরে তিনি কহিলেন, "যে কথা একজন বিলাতীয় মিসের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাতে কি আর কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে? আপনারা মনে কেন যাহাই ভাবুন না, ও যতই কেন অনুসন্ধান করুন না, আপনারা ঠিক জানিবেন যে, বৃদ্ধ আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজকর্ম্মচারীর কথা আমরা শ্রবণ করিলাম বটে, কিন্তু সেই কথার উপর আমরা আর কোনরূপেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কারণ, রমণীর যে পিতা ভিন্ন জগতে আর কেহই নাই; যাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে একেবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে হইবে, যাঁহার অবর্ত্তমানে সংসারের সমস্ত ভার যাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হইবে, তাঁহার মৃত্যুতে মিসের কোনরূপ দুঃখ হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইল না। বিশেষ বৃদ্ধ জুবেয়ার আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অনুসন্ধানকারী পুলিস-কর্ম্মচারীগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অথচ পুলিস-কর্ম্মচারীগণ কিরূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এক-

বারও নীচে আসিলেন না। আমরা কি করিতেছি; না করিতেছি, উপরে বসিয়াই কেবল তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

মিসের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার উপর আমাদের কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। একবার মনে হইল, মেরি অবিবাহিতা রমণী; কোন দুষ্টমতি প্রণয়ীর সহিত তিনি কি কোনরূপ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন? এবং প্রণয়ীর নিমিত্ত তাঁহার কি বিশেষ কোনরূপ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে? সেই সমস্ত অর্থ বৃদ্ধ প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায়, প্রণয়ীর পরামর্শে তিনি কি বৃদ্ধের সমস্ত অর্থ হস্তগত করিবার মনেসে এই ভয়ানক কার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন? সামান্য অর্থের আকাঙ্ক্ষায় স্নেহময়ী কন্যা তাহার পূজনীয় পিতাকে এইরূপে হত্যা করিতে বা হত্যার সহায়তা করিতে যে অনায়াসেই প্রস্তুত হইবে, তাহাই বা সহজে বিশ্বাস করি কি প্রকারে? তবে প্রণয়ে মুগ্ধ হইলে সেই প্রণয়ীর সন্তোষ সাধন করিবার মানসে, না হইতে পারে, এমন কোন কার্য্যই নাই।

আমরা মনে-মনে এইরূপ ভাবিতেছি, সেই সময় বৃদ্ধের দেরাজের মধ্যে যে একখানি উইলের ও একখানি পত্রের খসড়া দেখিতে পাইয়াছিলাম, হঠাৎ তাহা মনে আসিল। উহাতে কি লেখা আছে, তাহা জানিবার মানসে পুনরায় সেই দেরাজ খুলিয়া উহা বাহির করিলাম, ও বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা পাঠ করিলাম। পত্রখানি পড়িয়া জানিতে পারিলাম, উহা এই কলিকাতা মহানগরীর জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ উকিলকে লিখিতেছেন। ঐ পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।—

"আপনার সহিত আমার সে দিবস যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনার বেশ মনে আছে। আপনার সেই কথা অনুযায়ী আমি একখানি উইলের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছি। উহাতে আমার সমস্ত বিষয় কিরূপে ও কাহাকে কাহাকে প্রদান করিতে চাহি, কেবলমাত্র তাহারই মোটামুটি লেখা আছে। ইহা দেখিলেই আপনি আমার মনের ভাব অবগত হইতে পারিবেন, ও সেইরূপ একখানি উইল দস্তুর মত লেখা পড়া করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আমার যেরূপ বয়ঃক্রম হইয়াছে ও শরীরের অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইতেছে, তাহাতে আমি যে অধিক দিন বাঁচিব, তাহা বোধ হয় না। এরূপ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য, আমার বিষয়াদি যাহা আছে, তাহার একটী বন্দোবস্ত করিয়া যাই। এই নিমিত্ত আমি উইল করিতে চাই। যত শীঘ্র পারেন, আমার কার্য্য শেষ করিয়া দিবেন। উইল লিখিবার সময় আর কোন বিষয় জানিবার যদি আপনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমার সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইবেন। আমি সমস্ত দিবসের মধ্যে প্রায়ই বাহিরে যাই না, সর্ব্বদাই আপন বাড়ীতে উপস্থিত থাকি। এই উইলের বিষয় এখন যেন কেহ কোনরূপে অবগত হইতে না পারেন, ইহা যেন বিশেষরূপ গোপন থাকে। আমার ইচ্ছা আছে, উইল প্রস্তুত হইলে আমি উহা রেজেষ্টারী করিয়া রাখিব, এবং আসল উইলও আপনাদিগের আফিসে থাকিবে। আমার মৃত্যুর পর উইলের মর্ম্মানুসারে আমার উত্তরাধিকারীগণকে আপনারা সংবাদ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবেন।"

পত্রখানি পাঠ করিবার পর উইলের খসড়া নকলখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম, উহার অর্থ এইরূপ।—

১। আমার যে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে ও যাহার তালিকা এই উইলের মধ্যেই প্রদর্শিত হইল, তাহা আমি নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, আমার মৃত্যুর পর হইতে এই উইলের লিখিত মর্ম্ম অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমার জীবিতকালে এই উইলের কোনরূপ স্বত্ব আমলে আসিবে না।

২। আমার বিষয় সম্পত্তি সকল বিভাগ করিয়া দিবার পূর্ব্বেই, আমার নিজের বৃত্তান্ত কিয়ৎ পরিমাণে এই উইলের মধ্যে থাকা কর্ত্তব্য। কারণ, আমি পরলোক গমন করিলে, আমার সমস্ত বিবরণই অপরিজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। আমার জন্মস্থান ইয়ুরোপের কোন এক অংশে। শৈশবেই আমার পিতা মাতা পরলোক গমন করেন। আমি সাধারণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করি। যখন আমার বয়ক্রম ১৫।১৬ বৎসর সেই সময় আমি সৈনিক বিভাগে সামান্য পদাতিক রূপে প্রবেশ করি এবং সৈন্য দলের সহিত ক্রমে আমি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হই। আমি সামান্য পদাতিক সৈন্য হইলেও ৩।৪ বৎসরের অধিক আমাকে সেই কার্য্য করিতে হয় না। সামান্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত আমি ক্রমে আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট পরিচিত হইয়া পড়ি, এবং পরিশেষে সীমান্ত প্রদেশীয় একটী যুদ্ধে বিশেষ কৌশল প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের প্রধান সেনাপতির জীবন রক্ষা করিতে আমি সমর্থ হই। এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রধান সেনাপতি আমার উপর বিশেষ-

রূপ সন্তুষ্ট হন; এবং সেই যুদ্ধ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রকাশ কালীন, তিনি তাহাতে আমার বিশেষরূপ বীরত্বের কথা বিবৃত করিয়া, পরিশেষে ইহাতে লিখিয়া দেন যে, "এই যুদ্ধে যদি জুবেয়ার না থাকিতেন, বা তিনি আমাকে যেরূপ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিতেন, তাহা হইলে আমার জীবন ত রক্ষা পাইতই না; অধিকন্তু সেই যুদ্ধে জয় লাভ না হইয়া সকলকে শত্রুহস্তে পড়িতে হইত।" সেনাপতি আমার বিষয়ে এইরূপে বিলাতীয় কর্ম্মচারী বা মহাসভার কর্ণগোচর করিবার অতি অল্পদিবস পর হইতেই আমি সামান্য পদাতিকের পদ হইতে বিনা-পরীক্ষায় উচ্চতর কর্ম্মচারীর পদে উন্নিত হই। এবং ক্রমে ক্রমে দলের নেতৃত্ব পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই। যখন আমি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় হইতেই আমি কিছু অর্থের সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পরিশেষে একটী যুদ্ধে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী অতিশয় সুপ্রসন্ন হয়। সেই যুদ্ধে আমার হস্তে যে পরিমিত অর্থ পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমি একাল পর্য্যন্ত সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া আসিতেছি। যে সময় আমার হস্তে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অল্পদিবস পরেই আমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হই। আমার স্ত্রীর জন্মস্থানও ইয়ুরোপের কোন এক স্থানে। তিনিও একজন সেনাপতির কন্যা। আমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার অতি অল্প দিবস পরেই, কোন একটী যুদ্ধের কিয়ৎ পরিমাণ ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়, এবং সেই স্থানে বাহিনীর সহিত গমন করিতে আমার উপর আদেশ হয়। সেই সময় আমার স্ত্রী অতিশয় পীড়িতা ছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে তখন সেই

অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে আমাকে সেই যুদ্ধে গমন করিতে না হয়, তাহার নিমিত্ত আমি বিশেষরূপ চেষ্টা করি; কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, আমার পীড়িত পত্নীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে সেই যুদ্ধে গমন করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই যুদ্ধে আমাকে অধিক দিবস ব্যাপৃত থাকিতে হয় না; দুই এক মাসের মধ্যেই উহা শেষ হইয়া যায়। আমিও আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হই। যে সময় আমি প্রত্যাগমন করি, সেই সময় পর্য্যন্ত আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইতে পারেন না। আমি যে দিবস যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করি, তাহার পরদিবসেই আমি আপনার চাকরি পরিত্যাগ করিয়া, আজমীরের সন্নিকট একটী স্থানে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া, সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করি। যে স্থানে আমি আমার বাসস্থান সংস্থাপিত করি, সেই স্থান এখন ইংরাজ অধিবাসীবর্গের দ্বারা প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই স্থানে বাস করিবার পর, আমার একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহাকে আমি আমার সাধ্যমত লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করি এবং একটু বড় হইলে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিয়া, তাহাকে ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া লই। ডাক্তারি শিক্ষা করিয়া আমার পুত্র পুনরায় আজমীরে আগমন করে এবং আমার বাড়ীতেই অবস্থিতি পূর্ব্বক ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করে। এখনও তিনি সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন। সেই স্থানের ভদ্র-ইংরাজ সমাজের মধ্যে তাহার এখন বিশেষ রূপ প্রাধান্য হইয়াছে। তিনি বিবাহ করিয়াছেন, দুইটী পুত্রও জন্মিয়াছে।

কিন্তু আমার সহিত তাঁহাদিগের এখন কোনরূপ সংশ্রব নাই, এমন কি পত্রাদি পর্য্যন্তও লেখালেখি হয় না। কেন যে পিতা পুত্রের মধ্যে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাও আমি এই স্থানে বর্ণন করিতেছি। আমার পুত্র ডাক্তার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অতি অল্প দিবস পরেই, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনের গতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। বাল্যকাল হইতে যে রাস্তায় আমি কখন পদার্পণ করি নাই, আমার পদস্খলিত হইয়া ক্রমে সেই রাস্তায় পতিত হয়। আমার বাড়ীর নিকট আর একটী ইংরাজ তাঁহার পত্নীর সহিত বাস করিতেন, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। সেই ইংরাজ-পত্নীর সহিত ক্রমে আমার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়া যায়, এবং কিছু দিবস মধ্যেই ক্রমে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাঁহার পত্নীর সহিত আমি এইরূপ অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তিনি এই অবস্থা অবগত হইতে পারিয়া, তাঁহার পত্নীকে এবং আমাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মনের ভাব অবগত হইতে পারিয়া, এক দিবস তাঁহাকে স্পষ্টই বলেন, "যদি আমার চরিত্রের উপর তোমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আইনের আশ্রয় লইয়া তুমি আমাকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পার।" তাঁহার কথার উত্তরে তাঁহার স্বামী কহেন, "তুমি মনেও করিও না যে, আমি আইনের আশ্রয় লইয়া আমাদিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিব, আর তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া জুবেয়ারের সহিত আমোদ আহ্লাদে লিপ্ত হইবে।

আমি আমার ভাগ্যফল স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তোমাদিগের উভয়ের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়া এই আগ্নেয় অস্ত্রকে ঘরে স্থান প্রদান করিয়াছি এবং এক দিবস স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগের কেবল অনুসন্ধান করিতেছি। আমার বোধ হয় সেই সুযোগ ঘটিবারও আর অধিক বিলম্ব নাই।” এই কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে আরও ভয় হইল, আমরা উভয়ে গোপনে পরামর্শ করিয়া আমার নগদ টাকা কড়ি যাহা ছিল, কেবল মাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া এক রাত্রিতে গুপ্ত বেশে আমরা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলাম। আমি যাহার সহিত প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, এবং যাহার সহিত সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলাম, তাহার একটী দুই বৎসর বয়ঃক্রমের বালিকা ছিল, পলায়ন করিবার সময় তিনি তাহাকেও সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সেই বালিকাই এখন এখানে আমার কন্যা বলিয়া পরিচিত। তাহারই নাম মিস্ মেরি।

পাপের কি ভয়ানক শক্তি, ও অবৈধ প্রণয়ের কি মায়াবিনী ক্ষমতা! আপন প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের বাড়ীর মায়া হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মুখ কালিমা-ময় করিয়া, নিজের মান-সম্ভ্রম, গৌরব অগাধ জলে নিক্ষেপ করিয়া পাপময় রজনীর নিবিড় অন্ধকারের ভিতর অনা-য়াসেই হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলাম! নিজের পত্নীকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার অকপট প্রণয়ের দুর্ভেদ্য গ্রন্থিকে হৃদয় হইতে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেইস্থানে অবিদ্যারূপিণী মায়া-বিনী অপরের পত্নীকে স্থান প্রদান করিলাম! আপন

উপযুক্ত, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও অনুগত পুত্রকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সেইস্থানে ব্যভিচারিণী মাতার গর্ভজাত কন্যাকে সযত্নে হাসিতে হাসিতে স্থান প্রদান করিলাম! আমি সেই সময় বালক ছিলাম না, আমার হিতাহিত জ্ঞান যে সেই সময় জন্মিয়াছিল না—তাহাও নহে; কিন্তু অবৈধ প্রণয়ের বিষম প্রলোভনে সে সমস্তই ভুলিয়া গেলাম! অনবরত যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্বহস্তে রাশি রাশি মনুষ্যের জীবন নষ্ট করিয়া যে হৃদয় ভয়ানক কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কঠিন হৃদয় অবৈধ প্রণয়ে একেবারে গলিয়া গেল! আমি পাগলের ন্যায় আত্মহারা হইয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। পর-পত্নীর সহিত সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া এই কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলাম, ও যে বাড়ীতে এখন বাস করিতেছি, সেই বাড়ীতেই বাসস্থান সংস্থাপিত করিলাম। যে পর্য্যন্ত স্ত্রী বা স্বামী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বামী বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করেন, আমাদিগের বিবাহ-আইন-অনুসারে সেই পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে কেহই পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ হন না। যাহার সহিত আমি অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার স্বামী বর্ত্তমান, অথচ আইন অনুসারে পরস্পরের মধ্যে কেহই পরিত্যক্ত হন নাই; সুতরাং আমার সেই প্রণয়িণীকে বিবাহ করিয়া আইনানুযায়ী তাহাকে আপন বিবাহিতা স্ত্রী রূপে পরিণত করিতে পারিলাম না। কিন্তু উভয়েই স্বামী ও স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলাম। এই কলিকাতার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কেহই অবগত নহেন যে, তিনি আমার স্ত্রী ছিলেন

না। সকলেই জানিত যে, আমরা স্ত্রী পুরুষ। সে যাহা হউক, কিছু দিবস পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই এই স্থানে বাস করিবার পর সেই রমণী আমাকেও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এবার সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এ জগতে অপর কাহার নিকট গমন করিল না, পর জগতে গমন করিল। এখন কেবলমাত্র তাহার সেই কন্যা মেরিই আমার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিল। মেরি অতি শৈশবেই তাহার মাতার সহিত আগমন করিয়াছিল; সুতরাং এই সকল অবস্থা যে সে কিছু অবগত আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। কারণ, আমি এ সকল প্রসঙ্গ কখন তাহার নিকট উত্থাপিত করি নাই। তবে তাহার মাতা তাহাকে কখন কিছু বলিয়াছে কিনা জানি না। মেরি আমাকে তাহার নিজের পিতা বলিয়াই অবগত আছে; এবং সেইরূপ ভাবেই এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। মেরির মাতার মৃত্যু হইবার পরে একবার মনে ভাবিয়াছিলাম, পুনরায় আপনার পুত্রের নিকট আজমীরে গমন করি। কিন্তু লজ্জার ভয়ে সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হই না। বিশেষ মেরি এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, অবিবাহিত অবস্থায় তাহাকেই বা কোথায় রাখিয়া যাই। এই প্রকার নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কলিকাতার বাসস্থান আর পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

৩। আমার স্থাবর বিষয়ের মধ্যে আজমীরের সেই বাড়ী ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহা আমি বহু দিবস হইতে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এবং আমার পুত্র এখন এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন। সেই বাড়ী তাহারই রহিল, তিনি

যেরূপে ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছেন, সেই রূপেই বাস করিবেন ও তাঁহার ইচ্ছামত দান বিক্রয়ও করিতে পারিবেন।

৪। আমার নগদ কিছু অর্থ আছে। উহা সমস্তই কোম্পানীর কাগজে পরিণত করিয়া রাখিয়াছি। ঐ সকল কাগজ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা আছে। ঐ কাগজের যে সকল সুদ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই আমি সংসারের খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। আমার ঐ সকল কাগজ আমি নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করিয়া দিলাম।

৫। আমার যে কাগজ আছে তাহার মূল্য ২,২৫,০০০৲ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে আমার পুত্র পাইবেন ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা, দুইটি পৌত্র ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার, পুত্রবধূ ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার, আর আমার কন্যা বলিয়া পরিচিত মেরি ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা পাইবেন; কিন্তু যদি মেরি বিবাহ না করিয়া চিরকালই অবিবাহিতা থাকেন, তাহা হইলে এক পয়সাও তিনি পাইবেন না। উহাও আমার পুত্রের হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহার মধ্যে আমার ভৃত্যগণ প্রত্যেকে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন। তদ্ব্যতীত আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে যাহা ব্যয় হইয়া যাইবে, তাহা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আমার পুত্রের ইচ্ছামত দরিদ্রদিগকে দান বা অপর কোন সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইবে। আমার ঘরে যে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহা সমস্তই মেরি প্রাপ্ত হইবেন। কেবল লাইব্রেরীর পুস্তক তিনি পাইবেন না। কিন্তু যদি তিনি বিবাহ করেন ও তাহার স্বামী যদি বিদ্যোৎসাহী হন, তাহা হইলে

আমার লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক তিনি ব্যবহার করিতে পারিবেন; কিন্তু বিক্রয় করিতে পারিবেন না। নতুবা আমার পুত্র আমার পুস্তকগুলি গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তিনিও উহা কোন রূপে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। যদি তিনি নিজে ইহার স্থান দিতে অপারক হন, তাহা হইলে কোন সাধারণ লাইব্রেরীতে উহা দান করিবেন।

আমার ব্যবহৃত ঘড়ি ও চেন আমার পুত্রের। আংটী দুইটির মধ্যে একটী মেরির ও একটি আমার পুত্রবধূর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উইল ও চিঠির খসড়া দেখিয়া আমাদিগের বেশ অনুমান হইল যে, ইহার নকল বৃদ্ধ তাঁহার উকীলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। মনে মনে এইরূপ অনুমান করিয়া, আমরা সেই উকীলের নিকট গমন করিলাম ও তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, পূর্ব্বে একবার বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বিষয়ের উইল করা সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হয় ও তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কোন্ বিষয় কাহাকে প্রদান করিবেন, তাহার একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যান।

কিন্তু তাহার পর কোনরূপ কাগজ পত্র আর তাঁহার নিকট হইতে প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং তিনি কোনরূপ উইলও প্রস্তুত করেন নাই।

উকীলের নিকট এই কথা অবগত হইয়া আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার ভাবিলাম,—বৃদ্ধ উইল করিতে মনস্থ করিয়া একটী খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু উকীলের বাড়ীতে উহা পাঠাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আবার ভাবিলাম,—উইল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সেই উইল শেষ না করিয়াই বা তিনি আত্মহত্যা করিলেন কেন? পুনরায় মনে হইল,—মেরি যখন বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন বৃদ্ধের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তিই তিনি প্রাপ্ত হইবার আশা যে না করিয়া থাকেন তাহা নহে, অথচ উইল অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে, বৃদ্ধ তাঁহার সম্পত্তির নিতান্ত সামান্য অংশ মেরিকে প্রদান করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় মেরি যদি ঐ উইলের বিষয় কোনরূপে অবগত হইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ রূপ উইল মেরি যে সহজে করিতে দিবেন তাহা অনুমান হয় না। অথচ বৃদ্ধ যখন তাঁহার উইলের লেখাপড়া শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে চান, তখন তিনিও যে বিলম্ব করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। এরূপ অবস্থায় উকীলের বাড়ীতে উইলের খসড়া প্রেরিত হইল না কেন? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় লাইব্রেরীর মধ্যস্থিত এক খানি পিয়নবুকের উপর হঠাৎ আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। বইখানি হস্তে লইয়া তাহার ভিতর উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে

লাগিলাম। উহারই একস্থানে দেখিতে পাইলাম যে, উইলের খসড়া ও পত্র সেই উকীলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও একজন ইংরাজ উহাতে স্বাক্ষর করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ঐ পিয়ন-বই হস্তে লইয়া পুনরায় সেই উকীলের বাড়ীতে গমন করিলাম ও তাঁহাকে উহা দেখাইলে, তিনি কহিলেন যে, ইহাতে লিখিত পত্র ও উইলের খসড়া তিনি প্রাপ্ত হন নাই, ও উহাতে যে স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাহা তাঁহার আফিসের কাহারও স্বাক্ষর নহে। উকীলের নিকট এই অবস্থা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মনে আরও ভয়ানক সন্দেহের উদয় হইল। পুনরায় বৃদ্ধের বাড়ীতে আগমন করিয়া ঐ বাড়ীর দরোয়ান প্রভৃতি সমস্ত পরিচারকগণকে একত্র করিলাম, ও সকলকে সেই পুস্তক দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে, বৃদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস কোন কাগজ বা পত্রাদির সহিত ঐ পুস্তক বৃদ্ধ কাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিল, ও সেই বা উহা কি করিয়াছে।

প্রত্যেকের নিকট এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন দ্বারবান্ কহিল "খুব বড় একখানি চিঠির সহিত আমার মনিব উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন" দ্বারবানের এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমাকে তিনি কি বলিয়া উহা প্রদান করিয়াছিলেন ?"

দ্বারবান্। আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে যে উকীলের নাম লেখা আছে, সেই উকীলের বাড়ীতে ইহা দিয়া আইস।

আমি। তুমি উহা সেই স্থানে লইয়া গিয়াছিলে ?

দ্বারবান্। না।

আমি। কেন লইয়া যাও নাই ? ঐ পত্র তুমি কি করিলে ?

দ্বারবান্। আমি যখন ঐ পত্র লইয়া যাইতেছিলাম, সেই সময় রাস্তায় মেম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। একখানি টমটমে তিনি ও আর একজন সাহেব আসিতেছিলেন। রাস্তায় আমাকে দেখিয়া তিনি তাঁহার টমটম থামান ও আমাকে ডাকেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলে তিনি আমাকে কহেন, "এই পত্র লইয়া তুমি কোথায় যাইতেছ ?" তাঁহার কথায় আমি কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া পিয়ন বহি সহ ঐ পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করি। তিনি পিয়নবহিখানি দেখিয়া, তাঁহার সহিত যে সাহেবটী ছিলেন তাঁহাকে ইংরাজীতে কি বলিলেন। মেমের কথা শুনিয়া তিনি পিয়নবহিখানি আপন হস্তে লইয়া পড়িয়া দেখিলেন, ও আপন পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিয়া ঐ পুস্তকে সহি করিয়া দিলেন। পরে আমাকে কহিলেন "ইহা আমারই পত্র। আর তোমাকে আমার আফিস পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি পিয়নবহি খানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি উহা লইয়া চলিয়া আসিলাম। পত্রখানি কিন্তু মেম সাহেবের হস্তে রহিয়াছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া পুস্তকখানি আমার মনিবের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি উহা এক বার খুলিয়া দেখিয়া পুনরায় সেই স্থানেই রাখিয়া দিলেন।

আমি। যে সাহেব ঐ পুস্তকে সহি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি চিন কি ?

দ্বারবান্। তাঁহাকে খুব চিনি। দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বদাই তিনি আমার মনিবের বাড়ীতে আসিয়া থাকেন, ও মেম সাহেবের সহিত প্রায় সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ান। তদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যহ রাত্রিতে বৃদ্ধ উপরে গমন করিবার পর আসিয়া থাকেন, ও বৃদ্ধ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পর চলিয়া যান। কোন কোন দিন আবার প্রত্যুষে গমন না করিয়া দিবাভাগেই সর্ব্বসমক্ষে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আর আমি চিনি না।

আমি। তিনি কোথায় থাকেন, তাহা তুমি বলিতে পার?

দ্বারবান্। তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহাকে আমি উত্তমরূপে চিনি, ও বাড়ীর সমস্ত লোকেই তাঁহাকে চিনে। আমার মনিবের মৃত্যুর পর হইতে আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সদা সর্ব্বদা এখানে আসেন না, বা থাকেন না; কেবলমাত্র এক আধবার আসিয়া থাকেন।

এ পর্য্যন্ত আমাদিগের মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, দ্বারবানের কথা শুনিয়া সে সন্দেহ আমাদিগের মন হইতে একটু দূরীভূত হইল। এই উইলই যে বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ, তখন কে যেন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিল। আরও আমাদিগের মনে বিশেষরূপ ধারণা হইল যে, মেরি নিজে বা অপর কাহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাঁহার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

আমরা যে কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই ক্রমে আমার মতের অনুমোদন করিলেন। এখন এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান

করিতে হইলে মিস্ মেরিকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা, বা তাহাকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু এই কার্য্য এদেশীয় কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে; সুতরাং এই অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইংরাজকর্ম্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সহিত কয়েকজন ইংরাজকর্ম্মচারীও নিযুক্ত ছিলেন। এ কথা তাঁহা-দিগকে কহিলে, তাঁহারা হাস্য করিয়া আমাদিগের কথা এক-বারেই উড়াইয়া দিলেন ও কহিলেন "বিলাতীয় মিস্ মেরি তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, এ কথা কি কখন হইতে পারে? এরূপ অস্বাভাবিক অনুসন্ধানে আমরা কিছুতেই হস্ত-ক্ষেপ করিতে সমর্থ নহি।" আমাদিগের সমপদস্থিত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া আমরা আমা-দিগের মনের ভাব আমাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দুই এক জনকে কহিলাম। দেখিলাম তাঁহারাও ইংরাজ-কর্ম্ম-চারিগণের মতের অনুমোদন করিলেন ও আমরা যে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আর কোন কথা কহিলাম না; আস্তে আস্তে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমরা সেই স্থান হইতে ইংরাজ-কর্ম্মচারীর অন্তরালে গমন করিলাম সত্য; কিন্তু আমাদিগের মনের ভাব একবারে পরি-ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদিগের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মচারী কহিলেন "যখন দেখিতেছি যে, আমাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত আমাদিগের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ

করিতেছেন, তখন এই কার্য্য হইতে আমাদিগেরও নিষ্কৃতি হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ এই মোকদ্দমার যদি কিনারা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অনিষ্ট হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই; কিন্তু এই মোকদ্দমার কিনারা করিতে গিয়া যদি মিসের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগের পদে পদে বিপদ ও বিশেষরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।” কেহ কহিলেন “যখন আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কার্য্য মেরির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তখন কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুরোধে আমাদিগকে এই কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, আমরা একবার মিস্‌কে লইয়া অনুসন্ধান করিব ও তাঁহাকে দস্তুরমত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিব যে, তিনি আমাদিগের কথার কিরূপ উত্তর প্রদান করেন।”

এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত সমস্ত দেশীয় কর্ম্মচারীগণ একস্থানে উপবেশন করিয়া এইরূপ পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় আর একজন উর্দ্ধতন ইংরাজ-কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা সকলে একস্থানে বসিয়া কি করিতেছ? এইরূপে একস্থানে বসিয়া থাকিলে কি এই মোকদ্দমার কিনারা হইবে?”

যে ইংরাজ-কর্ম্মচারী আমাদিগকে এই কথা কহিলেন, তাঁহার জন্মস্থান খাস বিলাতে ও তাঁহার বয়ঃক্রমও খুব অধিক নহে। অপরাপর ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই মতের মিল হইত না, অথচ তিনি কখন অপরের মতে মত দিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ভাল হউক বা মন্দ হউক,

নিজের মনে যেমন উদয় হইত, সেইরূপ ভাবে চলিতেন। তাঁহার সমপদস্থ অপরাপর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে পারিতেন না, ও তাঁহাদিগের কোনরূপ পরামর্শে তাঁহাকে ডাকিতেন না। তিনিও তাঁহাদিগের কাহার কোন কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না। যাহা তাঁহার মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন।

এই কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমরা তাঁহাকে কহিলাম, আমরা ত এই মোকদ্দমার কিনারা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আপনারা তাহা চান কই? সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আমরা এইস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া কেবল সময় অতিবাহিত করিতেছি।"

আমাদিগের কথা শুনিয়া তিনিও আমাদিগের সহিত সেই স্থানে উপবেশন করিলেন ও কহিলেন "এই মোকদ্দমার কিরূপ কিনারা করিয়াছ, তাহা সবিশেষ আমাকে কহ। তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব যে, তোমাদিগের অনুমান কতদূর যুক্তিসঙ্গত।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া মিস্ মেরি সম্বন্ধে আমাদিগের মনে যেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, ও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিপক্ষে যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমস্তই একে একে তাঁহাকে কহিলাম। উইল ও পত্রের খসড়া তাঁহাকে দেখাইলাম। দ্বারবানের নিকট হইতে যেরূপে তিনি উহা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম। উইল করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে মেরির কিরূপ স্বার্থ আছে, আমাদিগের কথা শুনিয়া, তাহা তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন ও পরিশেষে আমাদিগের মতের অনুমোদন করিয়া

কহিলেন "এরূপ অবস্থায় মেরিকে ও মেরির যিনি প্রিয়বন্ধু তাঁহাকে ধৃত করিয়া তোমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও নাই কেন?"

আমাদিগের অপরাপর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ এই সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে কহিলাম, ও এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে এই অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারি, তাহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগের কথা শুনিয়া তিনি আমাদিগের উপর একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইংরাজ রাজত্বের কর্ম্মচারীর উপযুক্ত নহ, বা ইংরাজ আইনের অর্থ অবগত হইতে পার নাই। আমাদিগের আইনে শাদা ও কালায় প্রভেদ নাই, বড় ও ছোটর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই; আইন মতে যাহাকে পাইব, রাজা হউন বা দরিদ্র হউন, দেশীয় হউন বা বিদেশীয় হউন, শ্বেতাঙ্গ হউন বা কৃষ্ণাঙ্গ হউন, সকলকেই সমান রূপে দেখিব ও সকলের সহিত সমান ভাবে চলিব। তোমাদিগের সাহসে না কুলায়, আমার সহিত আইস। আমি নিজে এখন এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতেছি।"

সাহেবের কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে এখন আশার উদয় হইল। ভাবিলাম, এখন বোধ হয়, এই মোকদ্দমার কিনারা হইবে। এই ভাবিয়া আমরা সকলেই সেই ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম।

কর্ম্মচারী সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া একবারে উপর উঠিলেন। সেই সময়ে মেম ও তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সাহেব সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একবারেই উভয়কে কহিলেন, "তোমরা এখন প্রকৃত কথা কহিবে কি না? যদি

মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে প্রকৃত কথা কহ। নতুবা তোমাদিগের হস্তে বৃদ্ধের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, আমার হস্তে তোমাদিগেরও সেই অবস্থা ঘটিবে।" কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া তাঁহারা সমস্তই অস্বীকার করিলেন। কিন্তু ঐ কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের কোন কথায় বিশ্বাস না করিয়া, মিস্ মেরি যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘর অনুসন্ধান করিতে আমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আমরা কেবলমাত্র যে আদেশের অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, সেই আদেশ পাইবামাত্রই ঐ ঘর উত্তমরূপে দেখিতে আরম্ভ করিলাম। মেমের দেরাজের ভিতর উইলের খসড়া ও সেই উকীলের পত্র পাওয়া গেল। উহা সেইস্থানে কিরূপে আসিল, মেম সাহেব তাহার কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। এদিকে আর একটী আলমারী হইতে একটী প্রুসিক এসিডের শিশিও বাহির হইল। ঐ শিশির প্রায় এক-চতুর্থ অংশ শূন্য। ঐ ঔষধ কিরূপে তাঁহার ঘরের ভিতর আসিল, তাহাও তিনি আমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক রূপ বলিবার পর শেষে কহিলেন, লাইব্রেরীর ভিতর টেবিলের উপর উহা পড়িয়াছিল, সেইস্থান হইতে তিনি উহা আনিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন। সে যাহা হউক, পরিশেষে উভয়েই ধৃত হইলেন, ও উভয়েই সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন। আমরা যেরূপ অনুসন্ধান পাইয়াছিলাম, বা আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, তাঁহারাও পরিশেষে সেইরূপই কহিলেন। তখন সকলেই জানিতে পারিলেন যে, ঐ উইলই বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ, ও মিস্ মেরিই স্বহস্তে ঐ

বিষ টেবিলস্থিত শূন্য গ্লাসে ঢালিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অন-বধান বশতঃ সেই গ্লাসেই সুরা ঢালিয়া পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মেরির প্রণয়াভিলাষী সেই ইংরাজ যুবক ইহার মধ্যে সংস্পৃষ্ট থাকিলেও, তাঁহার দণ্ড হইতে পারে, এরূপ বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়ায় তিনি অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু মিস্ মেরি বিচারার্থ বিচারকের নিকট প্রেরিত হইলেন। তাঁহারও ভাগ্যে ইংরাজ আইন অনুসারে বিচার-দণ্ড ঘটিল না, ঈশ্বরই তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন। হাজতে থাকিবার কালীন বিশেষ সঙ্কটপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহজীবন ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভাগ হইয়া গেল; কেবল মিস্ মেরির অংশে যাহা পড়িয়াছিল, তাহাও তাঁহার পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। *

সম্পূর্ণ।

সহুরে মেয়ে।

(অর্থাৎ কলিকাতা সহর নিবাসী জনৈক বালিকার অদ্ভুত রহস্য!)
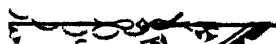
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দশম বর্ষ।] সন ১৩০৮ সাল। [জ্যৈষ্ঠ।

শহুরে মেয়ে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিবস প্রত্যুষে সংবাদ পাইলাম, একটী ভদ্র পল্লীর অধিবাসী জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ধৃত হইয়াছেন। এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানের ভার আমার উপর অর্পিত না হইলেও, নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলাম, হত্যাকারী পুলিসের হস্তে বন্দী। যিনি হত হইয়াছেন, তাঁহার মৃতদেহ রক্তাক্ত কলেবরে এখনও তাঁহার শয্যাগৃহের মধ্যে পতিত রহিয়াছে। তাঁহার নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী যাঁহার স্ত্রী বা যাঁহা কর্ত্তৃক তিনি হতা হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম গোপন করিয়া, আমরা তাঁহাকে রাসবিহারী নামে অভিহিত করিলাম।

রাসবিহারী, এই মহানগরীর মধ্যে সুপরিচিত ও ধনগৌরবে গৌরবান্বিত জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র। এদিকে রাসবিহারীও

নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না, প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। যে সময় রাসবিহারী বি-এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় পর্য্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, বি-এ, পাস না করিলে, তিনি পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবেন না; কারণ একে বড় মানুষের পুত্রের লেখা পড়া হয় না, তাহার উপর পাঠাভ্যাসের সময় তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলে, লেখাপড়া শিখিবার সামান্য আশা থাকিলেও, সে আশা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এই প্রকার অনেক রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাসবিহারী বাবুর পিতা তাঁহার বিবাহের কোন কথা একবারে উল্লেখই করেন না। কন্যা-ভার-পীড়িত কোন ব্যক্তি আসিয়া যদি তাঁহার নিকট রাসবিহারীর বিবাহের কথা পাড়িতেন, "বি-এ, পাস হইলে আপনি আসিবেন" এইরূপ বলিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। পুত্রের বিবাহ দিতে রাসবিহারীর মাতার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, স্বামীর ভয়ে তিনি সে কথা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তথাপি পাকে-প্রকারে যদি তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন, তিনি অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা একবারেই উড়াইয়া দিতেন। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে, রাসবিহারীর বি-এ, পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, "এবার আমি প্রস্তুত হইতে পারি নাই, আগামী বৎসর যাহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, বৎসরের প্রথম হইতেই বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিব।" বলা বাহুল্য, রাসবিহারীর সে চেষ্টা আর

করিতে হইল না, ক্রমে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাড়ীতে আসিয়া বসিলেন।

পিতা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রের লেখা পড়া শেষ হইয়াছে, তখন তাহাকে বিনা-কার্য্যে বাড়ীতে স্থিরভাবে বসাইয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে; কারণ বিনা-কার্য্যে অলসভাবে বসিয়া থাকিলে মনের গতি কুপথে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে কোনরূপ বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সাহায্য করিবে, এই উদ্দেশে তিনি পুত্রের নিমিত্ত কোনরূপ কার্য্যের যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহা নহে।

রাসবিহারীর পিতা যে সময়ে তাহার নিমিত্ত কোন একটী কার্য্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন সওদাগরি আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম খালি হয়। রাসবিহারী বাবুর পিতার সওদাগরি মহলেও একটু নাম ছিল, তিনি পুত্রের নিমিত্ত সেই চাকরির চেষ্টা করিতেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাসবিহারী সেই ৫০৲ টাকা বেতনে উক্ত সওদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। রাসবিহারী যেমন হউক একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; নূতন কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। হারাধন নামক এক ব্যক্তি রাসবিহারীর উপরিতন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার বেতন ছিল ৭৫৲ টাকা। হারাধন রাসবিহারীর উপরিতন কর্ম্মচারী হইলেও রাসবিহারীর সহিত তিনি বিশেষরূপ বন্ধুভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হারাধনের উপর আর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন,

তাঁহার বেতন ছিল ১০০৲ টাকা। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সেই পদ শূন্য হয়। হিসাব মত দেখিতে গেলে হারাধনের সেই পদ প্রাপ্ত হইবার আশা ছিল; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। আফিসের সাহেবেরা রাসবিহারীকে একটু ভাল বাসিতেন বলিয়া, হারাধনকে অতিক্রম পূর্ব্বক রাসবিহারীকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত হারাধন রাসবিহারীর উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। কিসে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন, মনে মনে কেবল তাহারই চিন্তা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার মনের ভাব কোনরূপ প্রকাশ না করিয়া, বাহিরে আরও বন্ধুত্বের ভান করিয়া, রাসবিহারীর সহিত সকল কার্য্যে মিলিতে লাগিলেন।

যে সময় রাসবিহারী সওদাগরি আফিসে কার্য্য করিতেন, সেই সময় বিনোদিনীর সহিত রাসবিহারীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে একটু বিশেষ গোলযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদিনীর পিতা এই বিবাহ প্রথমতঃ হারাধনের সহিত স্থির করেন। হারাধনের বয়ঃক্রম রাসবিহারীর অপেক্ষা যে নিতান্ত অধিক ছিল, তাহা নহে। বিনোদিনীর পিতা ও হারাধনের পিতা উভয়ে এই বিবাহ একরূপ স্থির করিয়া ফেলেন; দেনা পাওনার কথা সমস্ত মিটিয়া যায়, কেবল বাকী থাকে কন্যাটী দেখা। হারাধন তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়া, ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিবেন না। তাঁহার পিতাও ইহাতে সম্মত হইলে, প্রথমতঃ বিবাহের সমস্ত কথা স্থির করিয়া, পরিশেষে বিনোদিনীকে দেখিবার নিমিত্ত হারাধনকে বলিলেন; এবং একটী দিনও স্থির

করিয়া দেন। ঐ স্থিরীকৃত দিবসে হারাধন তাঁহার কয়েকটী বন্ধু বান্ধবের সহিত বিনোদিনীকে দেখিতে যান। যে সকল বন্ধু তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাস-বিহারীও একজন ছিলেন।

এদেশীয় প্রথা অনুসারে কন্যা দেখান হয়, বিনোদিনীর পিতা বিনোদিনীকে আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। হারাধন ও তাঁহার বন্ধুগণ সেই সময় বিনোদিনীকে উত্তম রূপে দেখিয়া লন। বিনোদিনী কুরূপা ছিলেন না, সুরূপাই ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতার অবস্থা খুব ভাল না থাকায়, তিনি এ পর্য্যন্ত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং বিনোদিনী বিবাহের বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া-ছিলেন, এখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের কম নহে। হিন্দুর ঘরে এত বড় কন্যা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু অর্থ না থাকিলে হিন্দু-ললনার আজকাল সহজে বিবাহ হওয়া যে কিরূপ কঠিন, তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। হারাধনের পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, অথচ হারা-ধনের বিবাহের বয়ঃক্রমও প্রায় অতীত হইতে বসিয়াছিল, তাহাতে কন্যাটি সুশ্রী ও তাঁহাদিগের স্বঘরের দেখিয়া তিনি অর্থের বিশেষ-রূপ লোভ না করিয়াই এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বিনোদিনীকে দেখিয়া হারাধনেরও মন টলিল। উহার সহিত যাহাতে তাঁহার বিবাহ হয়, সেইরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিলেন; সুতরাং এ বিবাহে আর কাহারও অনভিমত রহিল না। বিবাহের দিন স্থির হইল, কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা উভয়েই বিবাহের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসবিহারী অবিবাহিত। তিনি তাঁহার বন্ধুর নিমিত্ত কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, কন্যাও তাঁহাকে দেখিয়াছিল। রাসবিহারীর পিতা ও বিনোদিনীর পিতা স্বজাতি হইলেও, সামাজিক নিয়মে রাসবিহারীর পিতা একটু হীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ যথেষ্ট ছিল। হিন্দু-সমাজে কেবল অর্থ থাকিলেই হয় না, সামাজিক মান্যও চাই; এই কারণে রাসবিহারীর পিতা সাহস করিয়া বিনোদিনীর পিতাকে এই বিবাহের কথা কখন বলিতে সাহসী হন নাই। বিনোদিনী বয়ঃস্থা ও সুরূপা, ইহা জানিয়াও রাসবিহারীর পিতা অন্য স্থানে রাসবিহারীর বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন। এদিকে রাসবিহারী বিনোদিনীকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হইলেন; ভাবিলেন, বিনোদিনীর সহিত যদি তাঁহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে তিনি সুখী হইতে পারিতেন।

কলিকাতার স্ত্রীলোকগণ নিতান্ত বেহায়া, একথা পল্লীগ্রামবাসী মাত্রেই কহিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই কথা যে একবারে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। যাঁহারা কলিকাতাবাসীগণের সহিত কোনরূপ বিশেষ সম্বন্ধে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন। যে সকল বালিকা কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ও লেখাপড়া শিখিবার নিমিত্ত যাহারা বাল্যকালে স্কুলে গমনাগমন করিয়াছে, সেই সকল বালিকার অবস্থা আরও ভয়ানক। যে সকল বিষয় পল্লীগ্রামের বালিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহারা লজ্জায় সেইস্থান পরিত্যাগ করে, সেই সকল বিষয় সহরের বালিকাগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা তাহা লইয়া আপন গুরুজনের সম্মুখে তাহার ভাল

মন্দ বিচার করিতে আরম্ভ করে। এরূপ বালিকার দৃষ্টান্ত এই মহানগরীতে সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিনোদিনীও তাহাদের একজন।

হারাধনের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেলে, বিনোদিনী নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া তাহার পিতাকে এক পত্র লিখিল। ঐ পত্র পাঠ করিয়া তাহার পিতার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ঐ পত্রে লেখা ছিল, "আমি জানিতে পারিলাম যে, হারাধন নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার পরিণয় হইবে। আমি এই বিবাহে সম্মত নহি। হারাধনের সহিত আমার বিবাহ স্থির করিবেন না। যদি আমার বিবাহ দিতে চাহেন, তাহা হইলে রাসবিহারী বাবুর সহিত যাহাতে আমার বিবাহ হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করুন। অপর কাহারও সহিত আমি বিবাহিত হইব না। অপরের সহিত যদি আপনি আমার বিবাহের স্থির করেন, তাহা হইলে হয় আমি আত্মহত্যা করিব, না হয় আপনার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে চলিয়া যাইব। ইহাই বিবেচনা করিয়া আপনি যেরূপ ভাল বুঝিবেন, সেইরূপ করিবেন।"

বিনোদিনীর পত্র পাঠ করিয়া তাহার পিতার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-বালিকাগণ যে চরম দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহা এখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন যে তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, তাঁহার কন্যা যাহা বলে বলুক, তাহার কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে। আবার ভাবিলেন,

যে কন্যা লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে অনায়াসে লিখিতে পারে যে, সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, সে পাপীয়সী না পারে এমন কার্য্যই নাই, সে অনায়াসেই কুল পরিত্যাগ করিতে পারে। ভদ্রঘরের কন্যা কুলের বাহির হইয়া যাওয়া অপেক্ষা একটু নীচ ঘরে বিবাহ দেওয়া ভাল। মনে মনে তিনি এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত কথা কহিলেন। উত্তরে তিনি কহিলেন যে, হতভাগিনী লজ্জার মাথা খাইয়া একথা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকেও বলিয়াছিল, কিন্তু লোক-লজ্জা-ভয়ে একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; অথচ বিনোদিনীকে তিনি এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। সে যখন হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তখন তাহার ইচ্ছায় কোন কর্ম্ম হইতে পারে না, একথা তাহাকে বার বার বলিয়াছেন। কিন্তু হতভাগিনী কিছুতেই তাঁহার কথায় সম্মত হয় নাই; অথচ তাহার মাতার মুখের উপর বলিয়াছে যে, যদি তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে সে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে প্রস্তুত, তথাপি সে অপর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিনোদিনীর পিতা একবারে অন্ধকার দেখিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু কি করেন, বয়ঃস্থা কন্যাকে না পারেন বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতে, না পারেন তাহার শরীরে হস্তপ্রদান করিতে। এরূপ অবস্থায় তিনি বিশেষ বিপদে পড়িলেন। বিনোদিনীকে তাঁহার সম্মুখে ডাকাইলেন, তাহাকে মিষ্ট কথায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন ও পরিশেষে রাগভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে

গালাগালি প্রভৃতি দিতেও ক্রটি করিলেন না। কিন্তু বিনোদিনী কিছুতেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, অধিকন্তু সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে তাহার মনের ভাব তাহার পিতার নিকট বলিতে লাগিল। সেই সময় তাহার মুখে লজ্জার রেখা-মাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না।

কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতা তাহাকে আর কোন কথা কহিলেন না, সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কেবল এইমাত্র বলিয়া গেলেন, "যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, ব্রহ্ম অংশে যদি আমার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিস্ আমার কথা অবহেলা করিবার নিমিত্ত তোর কিরূপ কষ্ট ও দুর্গতি হয়। তুই যাহার জন্য এখন এতদূর লালায়িত হইয়াছিস্, দেখিবি তাহাকে লইয়া তুই কখন সুখী হইতে পারিবি না। তোর পরিণাম আমিও দেখিব, অপরেও দেখিবে।"

বিনোদিনী পিতার সমস্ত কথাগুলি স্থিরভাবে শ্রবণ করিল; কিন্তু কোনরূপ উত্তর না করিয়া সেইস্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পিতা তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, পরিশেষে রাসবিহারীর পিতার নিকট গমন করিলেন, ও আপন মনের ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। রাস-বিহারীর পিতার এ সম্বন্ধে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, সুতরাং এই প্রস্তাব তাঁহার নিকট উত্থাপিত হইতে না হইতেই, তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দিবসই সমস্ত কথাবার্তা শেষ হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল।

হারাধনের পিতা যখন এই সংবাদ অবগত হইতে পারিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহার আর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না, তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। হারাধন এই সংবাদে যে কেবল মাত্র দুঃখিত হইলেন, তাহা নহে; সেইদিন হইতে তিনি রাসবিহারীর প্রবল শত্রুরূপে আরও পরিগণিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনীর সহিত রাসবিহারীর শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম ক্রমে অশুভে পরিণত হইতে লাগিল। হারাধন তাঁহার নিম্নপদস্থিত কর্ম্মচারী হইলেও, ক্রমে তাঁহার মনের গতি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হারাধন অতিশয় চতুর লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মনের ভাব সকলের নিকট অপ্রকাশিত থাকিলেও, আমরা কিন্তু তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। বিনোদিনীকে বিবাহ করিবার আশা যে দিবস হারাধনের ভঙ্গ হইয়া গেল, যে দিবস হইতে রাসবিহারী বিনোদিনীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, সেই দিবস হইতে হারাধন, রাসবিহারীর ভয়ানক শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়া পড়িলেন। কিসে তিনি রাসবিহারীর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তিনি বিনোদিনীর

সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সমর্থ হন, রাত্রি দিনই কেবল তিনি তাহার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাস-বিহারী কিন্তু হারাধনের মনের ভাব কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতে তাহার সহিত যেরূপ ব্যব-হার করিয়া আসিতেছিলেন, সেইরূপ ভাবেই চলিতে লাগি-লেন; অধিকন্তু, হারাধন তাহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী হইলেও যাহাতে তিনি সর্ব্বদা তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, সেইরূপ ভাবে হারাধনের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি মনে জানিতেন যে, হারাধন যাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছিলেন, তিনিই তাঁহার সেই পথে কণ্টক-ক্ষেপণ করিয়াছেন। তিনি যদি বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে না চাহি-তেন, তাহা হইলে বিনোদিনীর আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও কি তিনি রাসবিহারীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতেন? বিনোদিনী হিন্দু-কন্যা। তাহার পিতা মাতা যদি জানিতে পারিতেন যে, রাস-বিহারী এই বিবাহ করিতে কোনরূপেই প্রস্তুত নহেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা এই বিবাহে হারাধনকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন? বিনোদিনীও যখন জানিতে পারিতেন যে, রাস-বিহারী তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, তখন তাহাকেও তাহার পিতা মাতার মতে মত দিয়া হারাধনের সহিতই যাহাতে বিবাহ হয়, সেইভাবে অভিমত প্রদান করিতে হইত। এই প্রকার নানারূপ মনে মনে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া ক্রমে হারাধন রাসবিহারীর বিষম গুপ্তশত্রু রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় হইতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারেন, তিনি রাসবিহারী ও বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ

সাধন করিবেন। তিনি মনে মনে বেশ জানিতেন যে, প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা সাধন করিতে হইলে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা কোন রূপেই পূর্ণ হইতে পারিবেন না; সুতরাং, সেই দিন হইতে প্রকাশ্যরূপে তিনি রাসবিহারীর সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার অন্তরে প্রতিহিংসা প্রবল বেগে জ্বলিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে হারাধন রাসবিহারীর বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন না; কিন্তু এখন হইতে তিনি সর্ব্বদা রাসবিহারীর বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, ও দিবা রাত্রি প্রায় সেইস্থানেই অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আফিসে যাইবার পূর্ব্বে তিনি সেইস্থানে গমন করিতেন ও আফিস হইতে আসিবার পরই সেইস্থানে গিয়া উপনীত হই-তেন। কোন কোন দিবস রাসবিহারীর সহিত আফিস হইতেই তাঁহার বাড়ীতে গমন করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত অতি-বাহিত করিয়া আসিতেন। হারাধনের এই অবস্থা দেখিয়া সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন যে, রাসবিহারী তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, সেই নিমিত্তই রাসবিহারীকে সন্তুষ্ট রাখিবার মানসে তিনি সর্ব্বদা সেইস্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

রাসবিহারীর বিবাহ হইবার এক মাস কি দুই মাস পরেই হারাধনের বিবাহ হয়। হারাধন যাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ধনবান্ ব্যক্তির কন্যা না হইলেও রূপ-গৌরবে তিনি দরিদ্রা ছিলেন না। তাঁহার নাম ছিল গোলাপ; প্রকৃতই তিনি গোলাপ ফুলের ন্যায় ঢল ঢল করি-তেন। বিনোদিনী অপেক্ষা তিনি যে সর্ব্ব বিষয়ে সুরূপা ছিলেন, ইহা যে দেখিত, সেই কহিত।

হারাধন ও গোলাপ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে আন্তরিক মিল হইয়াছিল, তাহা কিন্তু অনুমান হয় না। কারণ হারাধনের প্রকৃতি ও গোলাপের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ উপাদানে নির্ম্মিত ছিল। হারাধন মুখে একরূপ বলিতেন, কার্য্যে অন্যরূপ করিতেন। অন্তরে যাহা স্থির করিতেন, প্রকাশ্যে তাহা বলিতেন না। গোলাপের অন্তর ও বাহির সমান ছিল। সে মুখে যাহা বলিত, কার্য্যে তাহা করিত; সত্যকে গোপন করিয়া কখন মিথ্যা কথা কহিত না, সর্ব্বদা ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইত। সুতরাং কোন বিষয়েই উভয়ে কখন একরূপ মতের অনুবর্ত্তী হইতে পারিতেন না, উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পথ আশ্রয় করিয়া সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

হারাধন যেমন সর্ব্বদা রাসবিহারীর বাড়ীতে গমন করিতেন, গোলাপ কিন্তু সর্ব্বদা সেইরূপ বিনোদিনীর নিকট গমন করিতেন না। তবে কোনরূপ প্রয়োজন হইলে বা সেই স্থানে আহারাদি করিবার নিমন্ত্রণ থাকিলে, তিনিও যেমন রাসবিহারীর বাড়ীতে গমন করিতেন, বিনোদিনীও সেইরূপ তাহার বাড়ীতে আগমন করিতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে কিরূপ প্রণয় ছিল, তাহা কিন্তু আমরা অবগত নহি।

রাসবিহারীর বাল্যকাল হইতে গোবর্দ্ধন নামক আর একটী বালক রাসবিহারীর পিতা কর্তৃক প্রতিপালিত হইত। রাসবিহারী যেমন লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন কিন্তু সেইরূপ কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। গোব-

র্দ্ধনের বয়ঃক্রম রাসবিহারী হইতে ২।৩ বৎসর অল্প ছিল, এবং দেখিতে তিনি রাসবিহারী অপেক্ষা সুশ্রীও ছিলেন। রাস-বিহারীর পিতার কোন আত্মীয় তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধনকে শৈশব অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সেই সময় হইতে গোবর্দ্ধন রাসবিহারীর পিতা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। গোবর্দ্ধনকে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাস-বিহারীর পিতা বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প বয়স হইতেই কু-সংসর্গে পতিত হইয়া ও কুপথগামী বালকগণের পরামর্শ মত চলিয়া, পরিশেষে গোবর্দ্ধনও সেই পথ অবলম্বন করেন, ও ক্রমে লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনী মহলে রাত্রিদিন পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। রাসবিহা-রীর পিতা এই অবস্থা জানিতে পারিয়া পরিশেষে যে আফিসে রাসবিহারী কার্য্য করিতেন, সেই আফিসে ২০৲ বেতনে একটী কর্ম্ম করিয়া দেন, ও তাঁহাকেও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার পর হইতেই গোবর্দ্ধন তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্ব সময়েই তিনি রাস-বিহারীর বাড়ীতে আসিতেন, বাড়ীর ভিতর যেস্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে গমন করিতেন ও যাহার সহিত ইচ্ছা, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। ইহার নিকট বিনোদিনীর কোনরূপ কায়দা ছিল না। গোবর্দ্ধন অনায়াসেই বিনোদিনীর সম্মুখে গমন করিতেন, বিনোদিনীও তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতেন, ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। গোবর্দ্ধনের চরিত্র নিতান্ত মন্দ, ইহা সকলে জানিয়াও তাঁহাকে কেহ কিছু

কহিতেন না, সকলেই তাঁহাকে বাড়ীর ছেলের ন্যায় দেখিতেন।

গোবর্দ্ধন ও রাসবিহারী এক আফিসেই কর্ম্ম করিতেন। রাসবিহারীর অধীনে গোবর্দ্ধনকে কর্ম্ম করিতে হইত ও তাঁহার আদেশ গোবর্দ্ধনকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতে হইত। গোবর্দ্ধনের কার্য্যের দোষ গুণের নিমিত্ত আফিসের সাহেবের নিকট রাসবিহারীকেই দায়ী থাকিতে হইত; সুতরাং রাসবিহারীর ইচ্ছার উপরেই গোবর্দ্ধনের চাকরীও নির্ভর করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধনের চরিত্র রাসবিহারীর অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার বিপক্ষে যাহা কিছু বলা যাইবে, তাহা রাসবিহারী অনায়াসেই বিশ্বাস করিবেন, এই ভাবিয়া হারাধন তাঁহার মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার পন্থা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিন কথায় কথায় গোবর্দ্ধনের কথা পাড়িয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথার আভাষ হারাধন রাসবিহারীর কর্ণ-গোচর করিলেন। ইহার ভিতর যে সমস্ত কথাই সত্য ছিল, তাহা নহে; একটু সত্যের উপর রাশি রাশি মিথ্যার সমা-বেশ করিয়া অথচ স্পষ্ট কোন কথা না বলিয়া পাকে প্রকারে

তাহার অনেক কথা কর্ণে উঠাইয়া দিলেন। রাসবিহারীর হিত-কামনা করিয়া হারাধন গোবর্দ্ধনের যে সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন, তাহাতে রাসবিহারীর হৃদয়ে কেমন যেন একরূপ নূতন ভাবের ছায়া পড়িল। হারাধন পাকে প্রকারে অথচ উপদেশচ্ছলে ফের ফার করিয়া কেমন এক রূপ কহিলেন যে, তাহাতে গোবর্দ্ধনের বাড়ীর ভিতর যাওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে, ও বিনোদিনী যেরূপ ভাবে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, তাহাও কোনরূপে কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ ঠিক হইয়া গেল।

হারাধনকে রাসবিহারী বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিতেন; সুতরাং, তাঁহার কথাগুলি রাসবিহারীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ক্রমে স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় তিনি হারাধনকে আর অধিক কোন কথা না বলিয়া আপন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কার্য্যে আর তাঁহার মন বসিল না, হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিয়া ক্রমে তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতে লাগিল।

"হারাধন এত দিবস গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আজ হঠাৎ আমাকে ঐরূপ কথা বলিল কেন? গোবর্দ্ধন আমাদিগের বাড়ীর ভিতর রাত্রি দিন যখন ইচ্ছা, তখনই গমন করিয়া থাকে। আমার বিবাহের পর হইতে সে ত বিনোদিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে; কিন্তু, সেই সম্বন্ধে এত দিবস পর্য্যন্ত ত কোন কথা হয় নাই। এখনই বা হারাধন গোবর্দ্ধনকে বাড়ীর ভিতর যাইতে নিষেধ করে কেন? সে কি তবে কোন কথা শুনিয়াছে বা বিনোদিনীর চরিত্র-

সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছে? কেবল মাত্র সামান্য সন্দেহ হইলে সে কি আমার সম্মুখে আমার স্ত্রীর কথা সহসা বলিতে সাহসী হয়? না, কিছু গুরুতর ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে। হারাধন বিশেষরূপ কিছু অবগত হইতে পারিয়াছে বলিয়াই, সে আমাকে এখন হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। হারাধনের স্ত্রী গোলাপ সময়ে সময়ে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকে ও আমার স্ত্রীর সহিত তাহার একটু ভালবাসাও আছে। সেই কি কোন বিষয় জানিয়া বা কোন রূপ ঘটনা দেখিয়া, তাহার স্বামীকে বলিয়া দিয়াছে। নতুবা হঠাৎ হারাধন আমাকে এরূপ কথা বলিবে কেন? এই সকল বিষয় হারাধনকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কি? আর যদি সে কোন বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইতেই পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কথা সে আমাকে বলিবেই বা কেন? অপ্রীতিকর কথা সহজে কি কেহ কাহাকেও বলিয়া থাকে? বিশেষতঃ, সে আমার একজন বন্ধু ও বিশেষরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী। ওরূপ অবস্থায় প্রকৃত কথা কহিলে আমার মনে সহজে কষ্টের উদ্রেক না হইবে কেন? তবে যেটুকু তাহার কর্ত্তব্য, সেইটুকু সে আমাকে বলিয়াছে; আমার যাহাতে ইষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই সে আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, হারাধনকে আর এক-বার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব। দেখিব, সে যদি আরও কোন কথা বলিতে পারে।"

রাসবিহারীর এই অবস্থা দেখিয়া হারাধন মনে মনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, তিনি রাসবিহারীকে যে ঔষধ প্রদান

করিয়াছেন, তাহার ফল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। এত দিবস পরে বোধ হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

এইরূপে দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। রাস বিহারীও আর কোন কথা হারাধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন না, বা জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত সময় পাইলেন না। হারাধনও আর তাঁহাকে কোন কথা কহিল না। কিন্তু রাসবিহারীর মন সেই দিবস হইতেই দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি আর কোন রূপেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে আরও দুই এক দিবস গত হইয়া যাইবার পর রাস-বিহারী হারাধনকে নির্জ্জনে ডাকিলেন, ও তাহাকে কহিলেন, "হারাধন, আমি তোমাকে আমার বিশেষ বন্ধু বলিয়া জানি, তাহা তুমি বুঝিতে পার কি।"

হারাধন। তাহা আর আমি বুঝিতে পারি না? আমি কি বালক? আপনি কি আমার কেবল বন্ধু, আপনি আমার অন্নদাতা। আপনার উপর আমার যদি এত অনুগ্রহ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কি এত দিবস আমার চাকরী রাখিতে পারিতাম?

রাসবিহারী। সে যাহা হউক, তুমি সে দিবস আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা কি?

হারা। কোন্ কথা?

রাস। গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে।

হারা। এমন বিশেষ কোন কথা নহে। গোবর্দ্ধনের চরিত্র ভাল নহে, একথা সকলেই বলিয়া থাকে, আমরাও অবগত আছি। তাহাকে বাড়ীর ভিতর এরূপ ভাবে এখন গমনা-

গমন করিতে দেওয়া কি কর্ত্তব্য? তাই আপনাকে বলিতে-ছিলাম।

রাস। সে ত বাল্যকাল হইতেই আমাদিগের বাড়ীর ভিতর গমনাগমন করিয়া থাকে।

হারা। এত দিবস বাড়ীতে গমন করিত, সে কথা স্বতন্ত্র। এখন তোমার ভার্য্যা যুবতী, তাহার নিকট কি ঐরূপ চরিত্রের লোকের গমনাগমন করা কর্ত্তব্য বা তাহার সহিত হাসি ঠাট্টা করা কি এখন আর শোভা পায়? আমরা যেন তোমার চরিত্রের বিষয় অবগত আছি, তাই কোন বিষয়ে সন্দেহ কর না; কিন্তু আর একজন শুনিলে সে কি মনে করিবে? এইরূপে নিরর্থক একটি কলঙ্কের কথা মিথ্যা রটনা হওয়া অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া কি কর্ত্তব্য নহে? তাই আমি আপনাকে ঐ কথা বলিতেছিলাম। আপনার স্ত্রীর চরিত্র খুব ভাল, তাহা আমরা জানি বলিয়াই আপনাকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম।

রাস। আমার স্ত্রী যে গোবর্দ্ধনের সহিত হাসি ঠাট্টা করিয়া থাকে, একথা তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে?

হারা। বড় লোকের ঘরের কথা নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া থাকে ও সর্ব্বসাধারণে সেই সকল কথা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে, ইহা কি আপনি জানেন না? আমরা দরিদ্র লোক, আমরা যদি একটী হত্যাও করিয়া ফেলি, বা অনশনে যদি আমাদিগের জীবন বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলেও সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনেন না, শুনিলেও তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া দেখেন না। কিন্তু বড় লোকের একটী

সামান্য কথা যদি কোন গণ্ডিকে বাহির হয়, তাহা হইলে উহা কতরূপ আভরণে আভরিত হইয়া মুখে মুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে, তাহা ত আপনি জানেন। সুতরাং আপনাদিগের ঘরের সামান্য কথা যে কোথায় শুনিলাম, তাহা বোধ হয় আমাকে বলিতে হইবে না।

রূপ। তুমি কি আমার স্ত্রীর চরিত্রের উপর কোনরূপ সন্দেহ কর?

হারা। আপনার স্ত্রী সতী সাধ্বী, তাঁহার উপর কি কোনরূপে সন্দেহ হইতে পারে? তবে কি জানেন, স্ত্রী-লোকের মন অতি সামান্য কারণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আপনার বিবাহের ঘটনাই কেন মনে করিয়া দেখুন না। আমার সহিত বিনোদিনীর বিবাহ তাঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক স্থির হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু, আমা অপেক্ষা আপনি সুপুরুষ, আপনাকে দেখিয়া তাঁহার মন মোহিত হইয়া গেল, মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, যে নিজে জিদ করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আপনাকে তাঁহার স্বামিত্বে বরণ করিলেন। যাঁহার মনের গতি এইরূপ, যিনি এক জনকে দেখিয়া মোহিত হইয়া পিতা মাতার আদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতে পারেন, তিনি আপনার অপেক্ষা অপর কোন সুশ্রী যুবককে দেখিয়া তিনি তাহার উপর আসক্তা হইতে পারেন না, তাহা কি কখন অনুমান করা যায়? আপনি আমার বিশেষ বন্ধু বলিয়াই, আপনাকে আমি এত কথা কহিলাম; নতুবা, এরূপ অনধিকার-চর্চ্চায় আমার কোন রূপ প্রয়োজন ছিল না।

রাস। তুমি আমাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়া ভালই করিলে; বন্ধুর কার্য্যই সম্পাদন করিলে। এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বল দেখি।

হারা। গোবর্দ্ধনকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না দিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

রাস। ইহাত আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব; কারণ, আমার পিতার নিকট আমিও যেমন, গোবর্দ্ধনও সেইরূপ। তাঁহার অনভিমতে আমি ত তাহাকে আমাদিগের বাড়ীতে গমনাগমন করিতে নিষেধ করিতে পারি না।

হারা। তাহা হইলে তোমার পিতাকে বলিয়া তাহার যাতায়াত কি বন্ধ করা যায় না?

রাস। পিতাকে বলিলে হয় ত তিনি তাহার যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহাকে বলি কি প্রকারে? কিরূপে আমি আমার পিতাকে বলি যে, গোবর্দ্ধন আমাদিগের বাড়ীতে আসিলে, আমার স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।

হারা। ইহা কোন রূপেই বলা যাইতে পারে না? যাহা হউক, আপনি উত্তমরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় একটা স্থির করুন। এ বিষয় লইয়া এখন বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করিবার কারণ নাই; কারণ আপনার স্ত্রীর চরিত্র একবারেই নবনী-নির্ম্মিত নহে, যে একটু উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হারাধনের কথা শুনিয়া রাসবিহারী অকূল পাথার ভাবিতে লাগিলেন। কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমার স্ত্রী কি তবে অসতী, এই কথা লোক মুখে কি সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে? নহিলে হারাধন পাকে প্রকারে আমাকে এরূপ বলিবে কেন? মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি আপন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের ভিতর গমন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর দৃশ্য তাঁহার অন্তরে যেন কে বিষ ঢালিয়া দিতে লাগিল। তাহার সহিত আর কথা কহিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, বা তাহার প্রণয় সম্ভাষণ ইত্যাদি তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না। বিনোদিনী আপন স্বামীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহার মনের গতি হঠাৎ আজ এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল কেন? আফিসের কর্ম্ম কার্য্যে কি কোনরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে? নতুবা ইহার মন এরূপ খারাপ দেখিতেছি কেন?

এইরূপে দুই এক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। বিনোদিনী রাসবিহারীর মনের ভাব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহার পূর্ব্বে বিনোদিনীর সহিত তিনি যেরূপ ভাবে আমোদ আহ্লাদ করিতেন, যেরূপ ভাবে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন, এখন আর সেরূপ সেই বিনা-প্রয়োজনে প্রায়ই রাসবিহারী

কথা কহেন না। এক কথা দশবার জিজ্ঞাসা না করিলে, আর তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাওয়া যায় না।

এইরূপে আরও দুই চারি দিবস গত হইলে রাসবিহারী একাদিক্রমে চারি পাঁচ দিবস আফিসে গমন করিলেন না। সাহেবকে লিখিলেন যে, তাঁহার শরীর অসুস্থ। সাহেব তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কথা কহিলেন না, তাঁহার ছুটী মঞ্জুর করিলেন। গোবর্দ্ধন প্রায়ই আফিসে ভালরূপ কর্ম্মকার্য্য করিত না, ও প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিত। কিন্তু রাস-বিহারীর নিমিত্ত প্রায়ই সেই সকল বিষয় সাহেবের কর্ণগোচর হইত না। যে কোন গতিকে হউক, রাসবিহারী বাবু তাহার কার্য্য সমাপন করিয়া লইতেন। রাসবিহারীর অনুপস্থিতিতে গোবর্দ্ধনের সমস্ত বিষয় সাহেবের সম্পূর্ণরূপে কর্ণগোচর হইল। তিনি তাহাকে তাহার কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইয়া গোবর্দ্ধন অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল; তাহার খরচ পত্রের একবারে অনাটন হইয়া পড়িল।

গোবর্দ্ধন কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় হারাধন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার আর এক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এক দিবস তিনি গোবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার দুঃখে নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, "রাসবিহারী বাবু মনে না করিলে, তুমি যে তোমার কর্ম্ম পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না। তোমার আফিসের ব্যবহারে রাসবিহারী বাবুও তোমার উপর বিশেষরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তিনি তোমার বা অপর কাহার কথা শুনিয়া তোমার

নিমিত্ত যে সাহেবকে অনুরোধ করিবেন, তাহা কিন্তু আমার অনুমান হয় না। তবে রাসবিহারী বাবুর স্ত্রী যদি তোমার হইয়া তাঁহাকে দুই চারি কথা বুঝাইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলেই তোমার কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে; নতুবা, আর কোন উপায় আমি দেখিতেছি না। আফিসের সাহেব রাসবিহারী বাবুকে বিশেষরূপ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি তোমার হইয়া কোন কথা বলিলে, সে কথা তিনি একবারে অবহেলা করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় তুমি বিনোদিনীকে গিয়া উত্তম রূপে ধর, ও যাহাতে তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট তোমার হইয়া দুই চারি কথা কহেন, তাহার চেষ্টা দেখ।"

হারাধনের কথাগুলি একবারে অব্যর্থ হইল না। গোবর্দ্ধনও বুঝিলেন যে, রাসবিহারী বাবু একটু মনে করিলেই তিনি তাঁহার চাকরী পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া রাসবিহারী বাবুর অনুপস্থিতিতে গোবর্দ্ধন রাসবিহারী বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। ঐ বাড়ীর ভিতর গোবর্দ্ধনের গমনাগমন করিতে নিষেধ ছিল না। ঘরের ছেলের ন্যায় ইচ্ছামত তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই গোবর্দ্ধন বিনোদিনীকে দেখিতে পাইলেন, ও ক্রমে তিনি তাঁহার নিকট গিয়া উপবেশনপূর্ব্বক নিজের মনের ভাব তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। তাঁহার চাকরী যাওয়ায় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে, পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাকে অনশনে মরিতে হইতেছে, ভালরূপ লেখা পড়া জানেন না, বা কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহার কোনরূপ যশ নাই যে,

যেস্থানে ইচ্ছা সেইস্থানে যে কোন একটী চাকরীর যোগাড় অনায়াসেই করিয়া লইবেন। রাসবিহারী বাবু মনে না করিলে তাঁহার আর কোন উপায় নাই। রাসবিহারী বাবু যদি সাহেব-দিগকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলেই তাঁহার চাকরী হইবে; নতুবা এ কার্য্য আর কাহার দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার হইয়া রাসবিহারী বাবুকে যে বলিতে পারে, এরূপ আর কোন লোক নাই; অথচ তিনি নিজে গিয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারেন না, আর বলিলেই বা তিনি শুনিবেন কেন? এরূপ অবস্থায় বিনোদিনী ভিন্ন আর তাহার উপায় নাই। বিনোদিনী যদি তাঁহার স্বামীকে দুই কথা বুঝাইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলেই গোবর্দ্ধনের চাকরী হয়, নতুবা তাঁহাকে অনশনে মরিতে হইবে। এইরূপ ভাবে যতদূর তিনি বিনোদিনীকে বলিতে পারিলেন বলিলেন। বিনোদিনীও গোবর্দ্ধনের সমস্ত কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলেন, তাঁহার হৃদয়ে দয়ারও উদ্রেক হইল। আপন স্বামীর নিকট অপরের নিমিত্ত দুই কথা বলিলে যদি তাঁহার উপকার হয়, বা যদি তাঁহার দুঃখ দূর হয়, তাহা হইলে এই সামান্য উপকারটুকুই বা তাঁহার দ্বারা না হইবে কেন? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি গোবর্দ্ধনকে কহিলেন "আচ্ছা', আমার দ্বারা যদি তোমার কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, সাধ্যমত আমি তাহার চেষ্টা করিব। বোধ হয়, আফিসের কোন কারণে তাঁহার মন আজ কাল একটু চিন্তিত অবস্থায় দেখিতে পাই। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার মনে যেন কিছুতেই তিনি সুখ পাইতেছেন না, অথচ জিজ্ঞাসা করিলেও

তিনি স্পষ্ট করিয়া কোন কথা কহেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কোন কথা বলিলে এই সময় যে বিশের ফলদায়ক হইবে, তাহা আমার মনে হয় না। তথাপি তোমার বিপদের কথা আমি তাঁহাকে কহিব। তাঁহাকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিলেই তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যতদূর বলিতে হয়, তাহা বলিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিব না। তোমার কথা শুনিয়া তিনি কি বলেন, তাহা দুই একদিবস পরে আসিয়া জানিয়া যাইও।"

বিনোদিনীর এইরূপ বাক্যে গোবর্দ্ধন বিশেষরূপে আশ্বাসিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, তিনি সময় পাইলেই তাঁহার স্বামীর নিকট সমস্ত অবস্থা বলিবেন, ও যাহাতে রাসবিহারী গোবর্দ্ধনের চাকরী পাইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করেন, তাহার যতদূর সম্ভব অনুরোধ করিবেন। গোবর্দ্ধনের এইরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ এই যে, তিনি মনে মনে উত্তমরূপে জানিতেন যে, বিনোদিনী যাহা করিতে প্রতিশ্রুত হন, সাধ্য মতে তিনি তাহার চেষ্টা করিতে কখন বিস্মৃত হন না। তাঁহার মুখে একরূপ ও অন্তরে আর একরূপ থাকে না।

বিনোদিনীর কথায় গোবর্দ্ধন বিশেষরূপ আশ্বাসিত হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন, ও সময়মত হারাধনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিনোদিনীর সহিত তাঁহার যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সমস্ত তাঁহাকে কহিলেন। হারাধন গোবর্দ্ধনের সমস্ত কথা শুনিয়া মনে ভাবিলেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি গোবর্দ্ধনকে কহিলেন, "মনুষ্য-চরিত্র তুমি উত্তমরূপে অব-

গত আছ কি না জানি না, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রকৃত শত্রু হইয়াও প্রত্যহ যদি তাঁহাব বাড়ীতে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ক্রমে তিনি তাহাকে আপন শত্রু বলিয়া ভুলিয়া যান ও ক্রমে ক্রমে তাহাকে পুনরায় তিনি বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। কোন একটি কার্য্যের নিমিত্ত কাহার নিকট যদি প্রত্যহ গমন করা যায়, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয। পরস্পর পরস্পবের নিকট সদা সর্ব্বদা যাতাযাত থাকিলে পরস্পরের মধ্যে ক্রমে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া পড়ে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই নিমিত্তই আমি তোমাকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত তোমার কার্য্য উদ্ধাব না হয়, যে পর্য্যন্ত বাসবিহারী তোমাকে তোমার কার্য্য প্রদান করাইতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি বিনোদিনীর নিকট গমন কবিতে ভুলিও না। বাসবিহারী যেমন আফিসে বাহির হইয়া যাইবেন, অমনি তুমি সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে, ও যে পর্য্যন্ত রাসবিহারীর প্রত্যাগমন করিবার সময় উপস্থিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে না। ছায়ার ন্যায় তুমি সর্ব্বদা বিনোদিনীর নিকট থাকিবে, তাঁহার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ নিয়মে যদি তুমি কিছু দিবস অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, যেরূপ উপায়েই হউক, বিনোদিনী রাসবিহারীকে দিয়া তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন।"

হারাধনের কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন তাহাই করিবেন মনে

মনে স্থির করিয়া সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলেন, ও তাহার পর দিবস হইতে গোবর্দ্ধন প্রত্যহ রাসবিহারী বাবুর বাড়ীতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা বিনোদিনীর নিকট গমন ও যাহাতে তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে কেবল তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অল্পবুদ্ধি গোবর্দ্ধনকে বিনোদিনী যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন, গোবর্দ্ধন সেইরূপ ভাবে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিনোদিনী গোবর্দ্ধনের নিমিত্ত নিজ স্বামীকে যেরূপ অনুরোধ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। সময় মত এক দিবস তিনি গোবর্দ্ধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাসবিহারীকে অনেক কথা কহিলেন; এবং যাহাতে তিনি পুনরায় গোবর্দ্ধনের চাকরি করিয়া দেন, তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন। রাসবিহারী বিনোদিনীর কথাগুলি আগাগোড়া উত্তম রূপে শুনিলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কোন কথা কহিলেন না। বিনোদিনী গোবর্দ্ধনের ভাল করিতে গিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যতগুলি কথা রাসবিহারীকে কহিলেন, তাহাতে গোবর্দ্ধনের কিছু মাত্র উপকার ত হইলই না, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কথায় বিনোদিনীর বিশেষরূপ অনিষ্ট সাধিত হইতে

লাগিল। পূর্ব্ব হইতে রাসবিহারীর হৃদয়ে হারাধন যে মহাঅগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল, বিনোদিনীর মুখ-নিঃসৃত প্রত্যেক কথাতে, সে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল।

বিনোদিনী রাসবিহারীর মনের ভাব এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন না। তিনি জানিতেন, আফিসের কর্ম্ম-কার্য্যের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার মন অস্থির থাকে বলিয়াই, তিনি ভাল করিয়া কথা কন না; এবং সংসারের কোন দিকে ভাল রূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। কার্য্যের গোলযোগ একটু কমিয়া গেলেই, পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে সুখের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, মনে প্রফুল্লতা আসিয়া পুনরায় বিরাজিত হইবে। স্বপ্নেও যদি বিনোদিনী একবার বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়াই রাসবিহারী সর্ব্বদা বিষণ্ণ বদনে দিন অতি-বাহিত করেন; গোবর্দ্ধন তাঁহার প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই মহাভ্রম রাসবিহারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার মস্তক ক্রমে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে; তাহা হইলে কি তিনি সেই গোবর্দ্ধনের ছায়া দর্শন করিতেন, না তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেন? অথবা সেই গোবর্দ্ধনের পক্ষ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া, তাঁহাকে চাকরি করিয়া দিবার নিমিত্ত বার বার অনুরোধ করিতেন? সরলা স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামীর মনের ভাব অবগত হইতে না পারিয়াই, আপন সর্ব্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার নিমিত্ত এই ভয়ানক সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতেছে, যাঁহার নিমিত্ত রাসবিহারী সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন, যাঁহার নিমিত্ত আপনার হৃদয়ের হৃদয়কে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ

করিতে কৃতসংকল্প হইতেছেন, তাঁহারই নিমিত্ত সরলা তাঁহার পতির নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন! ইহা অপেক্ষা বিশেষ সন্দেহের বিষয় আর কি হইতে পারে?

গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে যখন হারাধন অবগত হইতে পারিলেন যে, রাসবিহারীর অবর্ত্তমানে গোবর্দ্ধন প্রায় সর্ব্বদাই বিনোদিনীর নিকট গমনাগমন এবং সেই স্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি যেন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্বযত্ন-রোপিত আশা-বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে; এবং সেই ফল পাকিতেও আর অধিক বিলম্ব নাই।

সেই সময় হারাধন কথায় কথায় আর এক দিবস গোবর্দ্ধনের কথা তুলিলেন। তাঁহার চাকরি যাওয়ায় যে তাঁহার ভালই হইয়াছে, পাকে প্রকারান্তরে এইরূপ প্রকাশ করিলেন। অথচ স্পষ্ট কিছু না বলিয়া, কথায় কথায় রাসবিহারীর মনে এইরূপ এক ভাবের ধারণা করাইয়া দিলেন যে, চাকরি করিয়া গোবর্দ্ধন যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহা হইতে এখন তাঁহার উপার্জ্জন অধিক হইয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী মাসে মাসে এখন তাঁহাকে যেরূপ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহাতে আর তাহার কোনরূপ কষ্টই নাই। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে যে গোবর্দ্ধন প্রায়ই রাসবিহারীর বাটীতে গমন করিত না, সেই গোবর্দ্ধন এখন প্রায় সর্ব্বদাই বিনোদিনীর নিকট থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। রাসবিহারী আফিসে আসিবার পরেই গোবর্দ্ধন সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে; এবং রাসবিহারীর আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

যায়, ইহা বাড়ীর সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু কোন কথা কহিলে পাছে বিনোদিনী অসন্তুষ্টা হন, এই ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হন না।

রাসবিহারী হারাধনের সমস্ত কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলেন, কিন্তু হারাধনকে কোন কথা কহিলেন না। তথাপি হারাধন তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব বিশেষরূপে অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

পর দিবস রাসবিহারী নিয়মিত সময়ে আফিসে আগমন করিলেন; কিন্তু সেই দিবস নিয়মিত সময় পর্যান্ত সেইস্থানে অতিবাহিত করিলেন না। ২।১ ঘণ্টা কর্ম্ম করিবার পর, আফিস হইতে বহির্গত হইয়া নিজ বাড়ীতে গমন করিলেন। মনে মনে যাহা আন্দোলন করিতেছিলেন, সেইস্থানে গিয়া তাহাই দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধন প্রকৃতই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ঘরের মধ্যে বা বিনোদিনীর নিকট নাই, তাঁহার মাতার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছে। রাসবিহারী এই অবস্থা দেখিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না, কোন একটী দ্রব্য লইবার ভান করিয়া আপন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, ও পরক্ষণেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। গোবর্দ্ধনকে বাড়ীতে দেখিতে পাইয়া একবার ভাবিলেন "হারাধন তাহাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা কি তবে প্রকৃত? প্রকৃতই ত। আমার অনুপস্থিতি সময়ে গোবর্দ্ধনকে আমাদিগের বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম। সে আমার মাতার নিকট উপবেশন করিয়া আছে, তাহা হইলে আমার মাতাও কি এই

সকল বিষয় অবগত থাকিয়া এত দিবস পর্য্যন্ত আমার নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছেন? না, তাহা কখন হইতে পারে না। গোবর্দ্ধন পর হইলেও আমাদিগের বাড়ীর পরিবারগণের মধ্যে সে একরূপ পরিগণিত। বিশেষ আমার মাতা জানিয়া শুনিয়া এরূপ কার্য্যে কখনই অনুমোদন করিবেন না, অথচ তাঁহার অভিমতি না থাকিলেও গোবর্দ্ধন কখনই আমাদিগের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু যদি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে যে সময় আমি আমার বাড়ীতে থাকি, সেই সময় গোবর্দ্ধন আমাদিগের বাড়ীতে আসে না,—আমি আফিসে গমন করিলেই সে আসিয়া উপস্থিত হয় কেন? ইহার নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে। আর যদি লোকমুখে কোন কথা প্রচারিতই না হইবে, তাহা হইলে আমার ঘরের কথা আমি জানিতে পারিলাম না, অথচ হারাধন নিতান্ত পর হইয়াও সেই সকল কথা জানিতে পারিল কিরূপে? যাহা হউক এ বিষয়ে আরও একটু বিশেষরূপে অনুসন্ধান না করিয়া ইহার প্রতিবিধানের কোনরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। দেখা যাউক, গোবর্দ্ধন ও বিনোদিনীর বিরুদ্ধে আরও কোন কথা জানিতে পারি কি না।"

এইরূপে আরও দুই এক দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সময় মত হারাধন আসিয়া এক দিবস পুনরায় গোবর্দ্ধনের কথা উঠাইলেন। সেই দিবস হারাধনের মনের প্রকৃত কথা জানিবার নিমিত্ত রাসবিহারী তাঁহাকে কহিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত যাহাতে বিশেষরূপে মনোমালিন্য হয়, এরূপ কোন কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা

কহিয়াছ, তাহার সমস্তই মিথ্যা, তাহার বিন্দুমাত্রও সত্য নহে।" রাসবিহারীর এই সকল কথা শুনিয়া হারাধন একটু ক্রুদ্ধ হই-লেন ও কহিলেন, "আমি আপনাকে এ পর্য্যন্ত আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন কথা কহি নাই। আপনি নিজে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বা আমার নিকট হইতে আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার অনেক কথা আপনাকে গোপন করিয়া দুই একটী আভাস আপনাকে দিয়াছি মাত্র। কিন্তু যদি জানিতাম যে, আপনি ঐ সকল বিষয় জানিতে বা শুনিতে চাহেন না, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহিতাম না। আপনি জানিবেন, আমি মিথ্যা কথা কহি নাই। আমি লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি, সমস্ত লোকে যে কথা লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকে, তাহা যদি আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতাম, তাহা হইলে আপনি যে আমাকে আরও কি বলিতেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি বলিতে চাহেন যে, সরোবরের স্বচ্ছ জল বিনা-বাতাসে কি কখন বিচলিত হয়? বিনা-মেঘে কি কখন বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে? না কারণ বিনা কখন কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়? আপনি আপনার স্ত্রীর চরিত্রে কোনরূপ সন্দেহ না করেন ভালই, আপনি সাধু! আপনি গোবর্দ্ধনকে দেবতাস্থানীয় করিতে চাহেন ভালই, সে আপনার মহত্ব! আপনি বড়লোক, আপনার সকল কার্য্যই শোভা পায়; কিন্তু আমরা দরিদ্র, আমাদিগের ঘরে ওরূপ কার্য্য কখনই শোভা পাইতে পারে না। গোবর্দ্ধন আপনাদিগের উপস্থিতে আপনাদিগের বাড়ী যায় না কেন? আর আপনি যেমন

বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান, অমনি সে আপনাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কাহার নিমিত্ত? তাহার চাকরী নাই, পূর্ব্বের সংগৃহীত অর্থাদি নাই, কোনদিকে অপর কোন রূপ উপার্জ্জন নাই; কিন্তু সে বিনাক্লেশে সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করে কোথা হইতে? শুধুই কি তাহাই, তদ্ব্যতীত তাহার একটী উপপত্নী আছে। তাহা আপনি অবগত আছেন কি না জানি না। সে আপন স্ত্রী অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসে, তাহার নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয় করে। সে সকল অর্থ যে কোথায় পায়, তাহা কিছু আপনি অবগত আছেন কি? যখন আপনি আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহিতে-ছেন শুনুন, আপনার স্ত্রীর একটী সোণার অঙ্গুরী আপনি এক দিবস দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আপনার মনে হয় কি? আর সেই অঙ্গুরী আপনার স্ত্রী আপনাকে দেখাইতে না পারিয়া, আপনাকে এই বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, উহা হারাইয়া গিয়াছে, আর আপনিও তাহাই বুঝিয়া গিয়া-ছিলেন, কেমন বলুন দেখি, আমার এই কথা সত্য কি না। সেই অঙ্গুরী কি হইয়াছে তাহা আপনি কিছু অবগত আছেন কি? আর যদি তাহা আপনি অবগত না থাকেন, ও তাহা যদি জানিতে চাহেন, তবে তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। এই সকল কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যখন আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বিবেচনা করিতেছেন, তখন কাজেই আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। ঐ অঙ্গুরী আপনার সাধ্বী স্ত্রী বিনোদিনী, প্রণয় উপহারের স্বরূপ গোব-র্দ্ধনকে প্রদান করেন, এবং উহা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া

আপনাকে বুঝাইয়া দেন। গোবর্দ্ধন আবার যাহার উপর বিশেষরূপ অনুরক্ত, ও যাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিয়া থাকে, তাহাকেই সে উহা প্রদান করিয়াছে। যে বিনোদিনীকে সে ঐ অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছে, সে এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইচ্ছা করিলে আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন।

রাসবিহারী। ইহা কি প্রকৃত?

হারাধন। আমি কি মিথ্যাকথা কহিতেছি? আপনি আমার সহিত গমন করুন, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব; তাহা হইলেই আপনি জানিতে পারিবেন, আমি সত্য বলিতেছি, কি মিথ্যা বলিতেছি।

রাসবিহারী। সে কে?

হারাধন। সে বেশ্যা।

রাসবিহারী। সে থাকে কোথায়?

হারাধন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে,—থানার সন্নিকটে।

রাসবিহারী। আপনি তাহাকে কখন্ দেখাইতে পারিবেন?

হারাধন। যখন দেখিতে চাহিবেন। অদ্যই সন্ধ্যার পর চলুন, অদ্যই দেখিতে পাইবেন, ও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন, কে তাহাকে ঐ অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছে।

হারাধনের কথা শুনিয়া প্রথম হইতে রাসবিহারীর মনে যে ভয়ানক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, অঙ্গুরীর কথা শুনিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল। বিনোদিনীর একটী অঙ্গুরী হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা রাসবিহারী জানিতেন; সুতরাং হারাধনের সহিত গমন করিয়া সেই অঙ্গুরী

একবার নিজচক্ষুতে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রকৃতই যদি কোন বার-বিলাসিনীর হস্তে সেই অঙ্গুরী দেখিতে পান ও তাহার সহিত গোবর্দ্ধনের যদি প্রণয় থাকে, তাহা হইলে রাসবিহারীর মনে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে আর কোনরূপ সন্দেহ না থাকিবার কারণই রহিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হারাধনের কথা শুনিয়া রাসবিহারী সেই দিবসে সন্ধ্যার পরই তাহার সহিত সেই বার-বিলাসিনীর ঘরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

সন্ধ্যা হইবামাত্রই হারাধন আসিয়া রাসবিহারীবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পর উভয়েই একখানি ঠিকা গাড়ীতে উঠিয়া হারাধনের নির্দ্দেশমত একটী অভাগিনীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসবিহারী এরূপ বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন প্রবেশ করেন নাই। হারাধন তাহার ঘরে গমন করিয়া মৃত্তিকায় উপরিস্থিত বিছানার উপর উপবেশন করিলেন, রাস-বিহারীকেও অনন্যোপায় হইয়া সেইস্থানে উপবেশন করিতে হইল। স্ত্রীলোকটীও তাহাদিগের সন্নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে হারাধন তাহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়ের কথা শুনিয়া অনুমান হইল যে,

উভয়েই অনেক দিবস হইতে উভয়ের নিকট পরিচিত, ও হারাধনের সেইস্থানে গমনাগমন আছে। স্ত্রীলোকটীর অঙ্গুলিতে একটী অঙ্গুরী ছিল, হারাধন সেইদিকে ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাসবিহারীকে ইসারা করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন, ও পরিশেষে সেই স্ত্রীলোকটীকে কহিলেন, "দেখি তোমার অঙ্গুরীয়কটী কেমন।" হারাধনের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী তাহার অঙ্গুলি হইতে সেই অঙ্গুরীটী খুলিয়া হারাধনের হস্তে প্রদান করিল। হারাধন উহা হস্তে লইয়া উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, "এটী কি তোমার সেই অঙ্গুরী? ইহার গঠন অতিশয় মনোহর। এটী তুমি কোথা পাইলে?" এই বলিয়া হারাধন ঐ অঙ্গুরীয়ক রাসবিহারীর হস্তে প্রদান করিলেন। রাসবিহারী উহা উত্তমরূপে দেখিলেন, ও দেখিবামাত্রই তাঁহার সেই অঙ্গুরীয়ক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সেই সময় হারাধন সেই স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এটী কোথা প্রস্তুত করাইয়াছ?" উত্তরে সে কহিল, "আমি উহা কোনস্থানে প্রস্তুত করাই নাই, গোবর্দ্ধন নামক একটি বাবু আমাকে একটু ভালবাসেন, তিনিই ইহা কোথা হইতে আনিয়া আমাকে দিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া রাসবিহারীর মনে আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। হারাধন তথাপি সেই স্ত্রীলোকটিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবর্দ্ধন বাবু এই অঙ্গুরীটী কোথায় প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহা কিছু বলিতে পার কি?" উত্তরে সে কহিল, "তাহা আমি বলিতে পারি না। এক দিবস তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন; তিনি তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছেন, ও

গোবর্দ্ধনবাবু আমাকে ভালবাসেন বলিয়া তিনি স্বহস্তে আমাকে উহা প্রদান করিয়াছেন।"

স্ত্রীলোকের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া রাসবিহারী বাবুর মনে আর কোনরূপ সন্দেহই রহিল না। এখন তাঁহার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, বিনোদিনী অসচ্চরিত্রা ও গোবর্দ্ধনের প্রণয়মুগ্ধা,—এরূপ রমণীর সহিত কোনরূপেই সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নহে। রাসবিহারী সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আপনার বাড়ীতেই গমন করিলেন। কিন্তু হারাধন তাঁহার সহিত কিয়দ্দূর আগমন করিয়া, তাঁহার গাড়ি হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, কোথায় যে গমন করিলেন, তাহা তিনি রাসবিহারীকে বলিয়া গেলেন না। কিন্তু পরিশেষে আমরা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি পুনরায় সেই বার-বিলাসিনীর ঘরেই গমন করিয়াছিলেন।

সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার কালীন রাসবিহারীর হৃদয় বিষম চিন্তায় জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মন অস্থির হইয়া গেল, মস্তিষ্ক ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছামত যে নিজের স্বামী নিজে বাছিয়া লইতে পারে, যৌবনে তাহার দ্বারা না হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যই নাই। যাহা হউক, ঐরূপ স্ত্রীলোকের সহিত একবারে সংস্রব পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কেবল আমার নিজের সংস্রব কেন, এই জগতের সহিত যাহাতে তাহার আর কোনরূপ সংস্রব না থাকে, তাহাই আমি করিব। উঃ! কি ভয়ানক কথা! যাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভাল-

বাসিতাম, আপনার হৃদয় ও মন যাহার হস্তে একবারে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহার চরিত্র এই! হৃদয়ের যে অর্দ্ধভাগিনী, তাহার চরিত্র এই; যাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেও মন সঙ্কুচিত হয়, তাহার চরিত্র এই, এইরূপ চরিত্র-হীনা স্ত্রীর মুখ যে দর্শন করে, তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। যে আপন ঘরে তাহাকে স্থান প্রদান করে, তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে নাই। এরূপ অসতী পত্নীর শিরশ্ছেদ করিয়া চরমদণ্ডে দণ্ডিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়, তথাপি এই ভয়ানক অপযশের কথা লোক-মুখে প্রচারিত হইতে দেওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে।

মনে মনে এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে যখন রাসবিহারী আপন বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। তাঁহার আহারীয় প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আহার না করিয়া নিতান্ত বিচলিতচিত্তে আপন শয়ন-ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আপনার পালঙ্কের সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, বিনোদিনী সেই পালঙ্কোপরে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিতা। বিনোদিনীর এরূপ নিদ্রা রাসবিহারী আর কখন দেখিয়াছেন, বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি একটু স্থিরভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। ভাবিলেন, বিনোদিনী যে নিদ্রায় নিদ্রিতা, সেই নিদ্রাই তাহার চিরনিদ্রায় পরিণত হওয়া কর্ত্তব্য। আবার ভাবিলেন, আমি যে কার্য্য করিতে মনে মনে স্থির করিয়াছি, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে একবার উহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে কি? তাহার বিপক্ষে যে সমস্ত বিষয় আমি দেখিতে পাইতেছি, তাহার সে কি উত্তর করিতে পারে। আবার ভাবিলেন, না—আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

উঁহার সহিত কথা কহিয়া মহাপাপের আর প্রশ্রয় দি কেন? আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। উঁহার কার্য্যের ফল এখন স্বহস্তে প্রদান করি। এই বলিয়া বিঘূর্ণিত নেত্রে তাঁহার সেই শয়নকক্ষের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, সেই ঘরের এক পার্শ্বে একখানি দা, যাহা বহুদিবস হইতে রক্ষিত ছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবে সেই স্থানে রহিয়াছে। রাসবিহারী ধীরে ধীরে সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ দা খানি আপন হস্তে উঠাইয়া লইলেন; কিন্তু উহা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে পতিত হইল। ঐ দা পতন শব্দে বিনোদিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চকিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "তুমি এখানে কি করিতেছ?" রাসবিহারীর কর্ণে সেই কথা প্রবেশ করিল। তিনি সেই দা খানি পুনরায় আপন হস্তে উঠাইয়া লইলেন ও বলিলেন, "তোমার পাপের প্রতিফল দিতে প্রস্তুত হইতেছি;" এই বলিতে বলিতে রাসবিহারী বিনোদিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদিনী সদা সর্ব্বদা রাসবিহারীর যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন, এ সেরূপ মূর্ত্তি নহে। যে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইত, আজ সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভয়ানক ভয়ের উদ্রেক হইতে লাগিল। দা হস্তে রাসবিহারীকে দেখিয়া বিনোদিনী কহিলেন, "তোমার হস্তে দা কেন? আর তোমার এইরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতেছি কেন?"

রাস। তোমার পাপের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত এই দা ধারণ করিয়াছি। মরিতে প্রস্তুত হও।

বিনো। আমার পাপের? আমি এমন কি পাপ করিয়াছি, যে, আপনি আজ আমাকে স্বহস্তে বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?

রাস। ইহা অপেক্ষা জগতে আর পাপ কি আছে? এখন তুমি তোমার প্রণয়াস্পদ গোবৰ্দ্ধনের স্মরণ কর। সেই আসিয়া এখন আমার হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করুক।

বিনো। গোবৰ্দ্ধন, গোবৰ্দ্ধন আমার কে?

রাস। গোবৰ্দ্ধন তোমার কে? গোবৰ্দ্ধন তোমার সর্ব্বস্ব। যাহাকে সখের উপপতি করিয়াছ, সে তোমার কে?

এই বলিতে বলিতে রাসবিহারী সজোরে বিনোদিনীর উপর এক অস্ত্রাঘাত করিলেন। তথাপি বিনোদিনী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "এরূপ মিথ্যা কথা আপনাকে কে বলিল? আমিতো চলিলাম, আপনার হস্তে আমার স্বর্গবাসের রাস্তা হইল. কিন্তু পরে আপনি জানিতে পারিবেন, যে, আমি সতী কি না, আমার স্বামীই আমার জীবনের এক মাত্র অবলম্বন ছিল কি না।"

এই সকল কথা বিনোদিনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই, তাঁহার উপর ক্রমে সেই দা'র প্রবল আঘাত পতিত হইতে লাগিল। বিনোদিনী রক্তাক্ত কলেবরে সেই পালঙ্কের উপর পতিত হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিলেন

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমি যখন গিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময় পর্য্যন্ত বিনোদিনীর মৃতদেহ সেই পালঙ্কের উপরেই পতিত ছিল, ও রাসবিহারী পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সকল ঘটনা ইহার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এই সমস্ত ঘটনাই আমরা সেই সময় রাসবিহারীর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম। তিনি কোন কথা কোন রূপে গোপন না করিয়া, তাঁহার পাঠ্যাবস্থা হইতে সমস্ত অবস্থা একে একে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন। আমরা সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহার কথা কতদূর সত্য, তাহা জানিবার নিমিত্ত এই সকল ঘটনার সংস্পৃষ্ট সমস্ত ব্যক্তিকেই এক স্থানে সমবেত করিলাম। হারাধনকে জিজ্ঞাসা করায়, সে সমস্ত কথা একবারে অস্বীকার করিল, ও কহিল "রাসবিহারী আমার বিপক্ষে যে সমস্ত কথা বলিতেছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা। কেবল নিজের প্রাণ বাচাইবার আশায় এই সকল অভূতপূর্ব্ব মিথ্যা কথার সমাবেশ করিয়া রাসবিহারী আমার উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, বিনোদিনীকে সে আপন মাতার সদৃশ ভক্তি ও মান্য করিত। এক দিবসের নিমিত্তও সে কখন কুভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, বা কোন বার-বিলাসিনীকে সে কখন কোন অঙ্গুরী প্রদান করে নাই।

যে বার-বিলাসিনীর অঙ্গুলিতে রাসবিহারী তাঁহার অঙ্গুরী দর্শন করিয়াছিলেন, সেও সেই স্থানে আনীত হইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে যাহা কহিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন; সে গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া কহিল যে, "ইহাকে ইতিপূর্ব্বে সে আর কখন দেখে নাই। সে তাহার ঘরে কখন গমন করে নাই, বা এই অঙ্গুরীয়ক সে কখন তাহাকে প্রদান করে নাই। আরও কহিল, যে, সে হারাধন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। তাহার যে কোন খরচ পত্র, তাহা সমস্তই হারাধন তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। যে অঙ্গুরী তাহার হস্তে রাসবিহারী দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা গোবর্দ্ধন নামীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদান করে নাই, হারাধনই তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু হারাধন যে উহা কোথায় পাইয়াছিল, তাহা সে বলিতে পারে না। যখন হারাধন তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিল, সেই সময় সে তাহাকে বলিয়া দেয় যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, যে, ঐ অঙ্গুরী সে কোথায় পাইল, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন নামীয় এক ব্যক্তি তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছে, ইহা যেন তাহাকে বলা হয়। হারাধনের সেই নির্দ্দেশ অনুসারেই, সেই অঙ্গুরীয় তিনি গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এই কথা সেই দিবস সে রাসবিহারী বাবুকে বলিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে উহা গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই, হারাধনের শিক্ষা অনুসারেই সে ঐরূপ মিথ্যা কথা কহিয়াছিল।" ঐ বার-বিলাসিনীর কথা শুনিয়া আমাদিগের আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু হারাধন তাহার কথা শুনিয়া কহিল,

"এও দেখিতেছি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা কহিতেছে। আমি এই স্ত্রীলোকটীকে পূর্ব্ব হইতে জানিতাম না, গোবর্দ্ধন আমাকে সঙ্গে করিয়া এক দিবস উহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল। সেই দিবস হইতেই আমি উহাকে চিনিয়াছি। অঙ্গুরীয়ক আমি উহাকে দেই নাই। উহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, গোবর্দ্ধন তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিল। আমি জানি না, সকলেই আমার বিপক্ষে কেন দণ্ডায়মান হইয়া আমার সর্ব্বনাশের এইরূপ চেষ্টায় চেষ্টিত হইতেছে!"

হারাধনের এই কথা শুনিয়া সেই বার-বিলাসিনী ভয়ানক ক্রোধে একবারে ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িল ও হারাধনকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া গালি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় তাহার মুখ দিয়া যে সকল অকথ্য ভাষা বাহির হইযাছিল, তাহা হারাধনের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

পূর্ব্ব হইতেই পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হারাধনের পত্নীর নাম গোলাপ। হারাধনের প্রকৃতি অপেক্ষা তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। বিনোদিনীর সহিত তাহার ভালবাসা ছিল, ও উভয়ে উভয়ের বাড়ীতে গমনাগমন করিতেন, ইহাও পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতে অবগত আছেন। রাসবিহারীর হস্তে বিনোদিনী হত৷ হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া গোলাপ আর কোন্ রূপেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বামীর অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি কেবলমাত্র একটি পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়িতে রাসবিহারীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে কোন্ সময় সেইস্থানে আসিয়া

উপস্থিত হন, তাহা কিন্তু আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। খুনী মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানের নিয়ম অনুসারে আমরা সেই বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সকলেরই জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছিলাম; সেই সময় জানিতে পারিলাম যে, হারাধনের পত্নী গোলাপও সেইস্থানে উপস্থিত আছেন, সুতরাং তাঁহারও জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম। তাঁহার জবানবন্দীর সারমর্ম্ম এই রূপ,—প্রায় পনর দিবস অতীত হইল, বিনোদিনী নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমার বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ কোনস্থানে নিমন্ত্রণে গমন করিলে যেমন তাঁহাদিগের প্রায় সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিয়া যান, বিনোদিনীও সেইরূপ তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিয়া সেই স্থানে গমন করেন, এবং পরিশেষে তাহার প্রায় সমস্ত অলঙ্কার আপন অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া একটি পাত্রে করিয়া আমাকে রাখিবার নিমিত্ত প্রদান করেন। আমি উহা আমার সিন্দুকের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিয়া দেই। সন্ধ্যার পর বিনোদিনী যখন নিজের বাড়ীতে গমন করেন, সেই সময় আমি তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার তাঁহার নিকট আনিয়া দি; কিন্তু তিনি উহা পরিধান না করিয়া একখানি কাপড়ে উহা বাঁধিয়া লন, ও আপন বাড়ীতে চলিয়া যান। বিনোদিনী গমন করিবার পর আমি দেখিতে পাই, যে পাত্রে তাঁহার গহনাগুলি রক্ষিত ছিল, তাহাতে একটি অঙ্গুরী পড়িয়া রহিয়াছে। উহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি যে, বিনোদিনী ভুলক্রমে উহা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি উহা আপনার নিকট রাখিয়া দি, ও পর দিবস রাসবিহারী বাবুকে উহা প্রদান করিবার

মানসে আমি উহা আমার স্বামীর হস্তে প্রদান করি। তিনি যে উহা কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি।

এই সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার পর, আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে, হারাধন তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার মানসেই, কতকগুলি মিথ্যা ঘটনার সমাবেশ করিয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

রাসবিহারী এই খুনি মোকর্দ্দমার আসামী হইলেন, হারাধনকেও এই খুনের সহায়তা করা অপরাধে আসামী করিলাম। কিন্তু বিচারে হারাধনের কিছুই হইল না, রাসবিহারী চিরদিবসের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইলেন। *

সম্পূর্ণ।

আষাঢ় মাসের সংখ্যা,

"বিষম ভ্রম।"

(অর্থাৎ লাস সেনাক্তে বিষম ভ্রম।)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES NO.111. দারোগার দপ্তর ১১১ সংখ্যা

(অর্থাৎ লীস সৈনাক্কে বিষম ভ্রম।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দশম বর্ষ।] সন ১৩০৮ সাল। [আসাঢ।

বিষম ভ্রম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহু দিবস গত হইল, একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে ব্রহ্মদেশে গমন করিতে হয়। সেই প্রদেশের রাজধানী রেঙ্গুন নগরে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য সর্ব্বপ্রধান পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমরা উভয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছি, এমন সময় জনৈক পরিচারক একখানি সংবাদপত্র হস্তে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে উহা প্রদান করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। তিনিও উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, সহসা তাঁহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কোনও কথা না বলিয়া, সেই সংবাদপত্র খানি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমিও বিনা-বাক্য-ব্যয়ে যে স্থানটা তিনি পড়িতেছিলেন, তাহা বিশেষ মনো-

যোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম। উহাতে লেখা ছিল ;—

"ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ! ! !

গত কল্য অপরাহ্নে দুইটী বালক নৌকারোহণে নিকটস্থ নদীতে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়া উপস্থিত হয়। নৌকাখানি সেইস্থানে রাখিয়া তাহারা যখন পর্ব্বতের উপর উঠিতেছিল, সেই সময় সহসা তাহাদিগের দৃষ্টি একটী কৃষ্ণবর্ণ ভাসমান পদার্থের উপর পতিত হইল। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করায়, স্পষ্ট বুঝা গেল, উহা একটী মনুষ্য-মস্তক। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে বালকদ্বয় সাতিশয় ভীত হইয়া পড়ে ও নিকটবর্ত্তী ময়দানে কয়েকজন লোককে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগের নিকট গমন করতঃ সমস্ত বিষয় প্রকাশ করে। উহারাও এই সংবাদপ্রাপ্তে অনতিবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া জানিতে পারে যে, বালকদ্বয় যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই সত্য। উহা সত্য সত্যই একটী মনুষ্য-মস্তক। উহাদিগের মধ্যে একব্যক্তি হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক মস্তক-টীকে তীরে উত্তোলন করে। তখন সকলেই বুঝিতে পারে যে, উহা একটী পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকের দেহান্তরিত মস্তক। কেশাবলী স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। মুখে দুই তিনটি আঘাতের চিহ্ন।

এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা এই প্রদেশে মধ্যে মধ্যে ঘটিতেছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থানীয় পুলিস-কর্ম্মচারিগণের কার্য্যপটুতায় কোনটীরও কিনারা হইতেছে না।"

কাগজখানি দুই তিনবার উত্তমরূপে পাঠ করিয়া, উহা তাঁহার হস্তে পুনরায় প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম "এ সংবাদ কি আপনি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই?"

কর্ম্মচারী। পাইয়াছি সত্য, কিন্তু কি করিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। তাহার কারণ?

কর্ম্মচারী। কারণ আর কিছুই নহে; আমার অধস্তন কর্ম্মচারিগণ একবারে অকর্ম্মণ্য না হইলেও, তাঁহাদিগের দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

এই বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পাঁচ সাত মিনিট পরে বলিলেন "আচ্ছা, আপনি এই স্থানে কত দিবস অবস্থিতি করিবেন?"

আমি। বোধ হয় আট দশ দিবস আমাকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।

কর্ম্ম। তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান-ভার নিজহস্তে গ্রহণ করুন। আর আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা আমি যত শীঘ্র পারি, অপর কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতেছি। ইহাতে আপনি আর কোনও আপত্তি করিবেন না। যদি বলেন, আপনার প্রধান কর্ম্মচারীকেও আমি পত্র লিখিতে পারি।

আমাকে অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে হইল। তিনিও যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আমার হস্তে একখানি পত্র ও পাঁচ শত টাকার নোট প্রদান করিয়া কহিলেন

"আপনার আবশ্যকীয় খরচ পত্র এই পাঁচ শত টাকার দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন। আর কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর সাহায্য আবশ্যক হইলে তাঁহাকে এই পত্রখানি প্রদান করিলে তিনি সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিবেন না।" আমিও তথাস্তু বলিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

[illegible] প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র সমাপন করিয়া বেলা এগারটার সময় যে স্থলে মস্তকটী রক্ষিত হইয়াছে সেই স্থানে গিয়া উপনীত হইলাম। দেখিলাম সেইস্থান একবারে কোনে লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ জনতার ভিতর প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ নহে।

এরূপ অবস্থায় সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব, তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সেই পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি উহা পাঠ করিবামাত্রই আমাকে সঙ্গে করিয়া একটী ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। এবং আমার ইচ্ছানুসারে সংবাদপত্রের জনৈক সংবাদদাতা বলিয়া সকলের নিকট আমার পরিচয় দিলেন।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মধ্যস্থলে একটা টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত একটী পদার্থ রহিয়াছে দেখিলাম। তিনি সেই বস্ত্রখানি উঠাইয়া ফেলিবামাত্র সেই মস্তকটী বাহির হইয়া পড়িল। আমি উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। পরীক্ষা শেষ হইলে উহা পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"যে বালকেরা এই মস্তকটী সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পায়,—তাহারা কোথায়?"

কর্ম্মচারী। এখানেই আছে।

এই বলিয়া তিনি বালকদ্বয়কে আমার সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

আমি তাহাদিগকে একান্তে লইয়া গিয়া তাহাদিগের নিকট সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলাম। পরিশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যখন তোমরা মস্তকটী সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাও, তখন নদীর অবস্থা কিরূপ ছিল? জোয়ার না ভাঁটা।"

বালকদ্বয়। ভাঁটা।

আমি। তোমরা মস্তকটী পর্ব্বতের পাদদেশে দেখিতে পাও?

বালকদ্বয়। হাঁ মহাশয়।

আমি। মস্তক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইয়াছিলে?

বালকদ্বয়। না।

আমি। যে স্থানটীতে মস্তকটী দেখিতে পাও, আমাকে সেই স্থানটী দেখাইয়া দিতে পারিবে?

বালকদ্বয়। হাঁ মহাশয়!

আমি। ভাল, তোমরা এখন আপনাপন বাড়ীতে গমন পুর্ব্বক আহারাদি শেষ করিয়া সেই স্থানে গমন কর। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। আমিও সেই স্থানে থাকিব।

বালকদ্বয় তথাস্তু বলিয়া গমন করিল। এদিকে এক এক করিয়া প্রায় আট দশ জন লোক সেই মস্তকটী দেখিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ও বহির্গত হইয়া গেল। আমি সেই টেবিলের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্তই দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। দিবা পাচটার সময় একটী স্ত্রীলোক বস্ত্রের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর। আমিও বস্ত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। স্ত্রীলোকটী অনিমেষ নয়নে মস্তকটীর প্রতি চাহিয়া রহিল। অতি অল্পক্ষণ পরেই স্ত্রীলোকটী কাঁদিয়া ফেলিল ও দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এরূপ অবস্থায় আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া অন্য একটী ঘরে লইয়া গেলাম, ও মুখে চক্ষে জল প্রদান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটীর চৈতন্য হইল। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, যখন স্ত্রীলোকটী মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হয়, সেই সময় তাহার মস্তকের কাপড় সরিয়া যাওয়ায় তাহার কেশাবলী আমার নয়নপথে পতিত হয়। আমিও উহা দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। কারণ, দেহশূন্য মস্তকটীতে যে চুল দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত এই স্ত্রীলোকটীর চুলের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। উভয় মস্তকেরই কেশদাম একই রংএর এবং একই ধরণের।

স্ত্রীলোকটী সংজ্ঞালাভ করিবার পর আমি ধীরে ধীরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি মস্তকটী চিনিতে পারিয়াছেন ?"

স্ত্রীলোক। নিশ্চয়ই। উহা আমার কন্থার মস্তক।

আমি। তাহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?

স্ত্রী। তাহার চুলে।

আমি। আপনি কি মনে করেন যে, আপনার কন্থাকে হত্যা করিলে কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ?

স্ত্রী। কখনই না।

আমি। আপনার কন্থাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না ?

স্ত্রী। হাঁ, গত আট দশ সপ্তাহ হইতে।

আমি। আপনার কন্থা কি বিবাহিতা ?

স্ত্রী। না।

আমি। তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল ?

স্ত্রী। আমাকে মাপ করিবেন। পারিবারিক-কলঙ্ক কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিব ?

আমি। এরূপ অবস্থায় না করিলে চলিবে না।

স্ত্রী। আমার কন্থার চরিত্র ভাল ছিল না। কোন একটী লোক তাহার চরিত্র নষ্ট করে।

আমি। আচ্ছা, চুল ব্যতীত অপর কোনও অঙ্গের সহিত আপনার কন্থার অঙ্গের সাদৃশ্য আছে কি ?

স্ত্রী। হাঁ, এ মস্তকটী যে আমার কন্থার, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। চুল না থাকিলেও মস্তকটী আমি চিনিতে পারিতাম।

আমি। আপনার কন্যার বয়স কত?

স্ত্রী। কুড়ি বৎসর।

আমি। বোধ হয়, আপনার ভুল হইতেছে। কারণ, এই মস্তকটী দেখিয়া বোধ হইতেছে, উহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসরের অধিক নহে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্ত্রীলোকটী ঘরের বাহিরে আসিয়া এক স্থানে উপবেশন করিল।

স্ত্রীলোকটী বহির্গত হইয়া গেলে, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন,—"রহস্য ত উদঘাটিত হইয়া গেল।"

আমি। না, প্রকৃতপক্ষে উহা আরও গভীর হইয়া আসিল। ঐ স্ত্রীলোকটীর ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

কর্ম্ম। কেন? স্ত্রীলোকটী ত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গেল যে, উহা তাহার কন্যার মস্তক।

আমি। হাঁ। কিন্তু চেষ্টা করিলে ঐরূপ আরও অনেকে আসিয়া বলিতে পারে।

কর্ম্ম। তবে কি স্ত্রীলোকটী আমাদিগের সহিত প্রবঞ্চনা করিল?

আমি। তাহা বলিতে পারা যায় না; পরে দেখিতে পাইবেন।

কর্ম্ম। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

আমি। কোন গতিকে দেহটিকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদিগের প্রধান কার্য্য।

এই বলিয়া আমি সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় প্রত্যাগ[illegible] আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করি-লাম। সেই দেশীয় মাঝিদিগের ন্যায়—কাপড় পরিধানপূর্ব্বক বহির্গত হইলাম। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। পূর্ব্বোক্ত নদীর পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া যে স্থানে মস্তকটী পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম। সেই সময় আমার মনে নিম্ন-লিখিত চিন্তাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"খুব সম্ভবতঃ স্ত্রীলোকটীর ভ্রম হইয়াছে। যাহা হউক, দেহ কিম্বা পরিধেয় বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেই কতকটা রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হইব।"

পূর্ব্বকথিত পাহাড়ের পাদদেশে গমন করিয়া দেখিলাম, একখানি নৌকা সেইস্থানে বাঁধা রহিয়াছে। আমিই ইতিপূর্ব্বে লোক দ্বারা এই নৌকাখানি এই স্থানে রাখাইয়াছিলাম। পাহাড়ের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ জলময় গহ্বর দেখা গেল, আমি নৌকা খানিতে উঠিয়া সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। এইরূপে কিছু-দূর গমন করিবার পর জল অল্প হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে নৌকাখানি শুষ্ক জমিতে এরূপ ভাবে বদ্ধ হইয়া গেল যে, কিছুতেই উহাকে সেইস্থান হইতে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন অনন্যোপায় হইয়া আমার লণ্ঠনটী জ্বালিলাম। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদূর

গমন করিতে না করিতেই সম্মুখে একখানি সোণার চিরুণী আমার নয়নপথে পতিত হইল। উহা উঠাইয়া লইয়া আরও অগ্রসর হইতেছি, এরূপ সময় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নদীতে দাঁড়নিক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইলাম। "একি! আমাকে কি কেহ অনুসরণ করিতেছে?" এই ভাবিয়া লণ্ঠনটীতে ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণপরে বোধ হইল যে, দুইজন মনুষ্য আস্তে আস্তে কথা কহিতেছে। এ অবস্থায় সেখানে আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলাম না। আপন নৌকার নিকট গমন করিবার চেষ্টা দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবার সেই দাঁড়ের শব্দ। আরও কিছুক্ষণ-পরে শেষোক্ত নৌকার উপর একটী ক্ষীণ আলোক দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। নৌকাস্থিত ব্যক্তিদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল, উহারা ইতর লোক।

আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটী পিস্তলের আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটী গুলি শোঁ শোঁ করিয়া আমার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি কালবিলম্ব না করিয়া বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটী গুলি একত্র আমার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই সময় নিম্নলিখিত কথোপকথন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

"আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে, তাহা হইলে সে এতক্ষণ শমন-সদনে গমন করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

"আমি তো তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাহাড়ের পাদ-দেশে কি যেন একটা আছে বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল।"

"এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

"আচ্ছা, কোনও শব্দ শুনা গেল না, ইহার কারণ কি ? পলাইয়া যায় নাই ত ?"

"পলাইতে যে পারে নাই, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবুও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত।"

"ভাল, আমাদের একজন একখানি ছুরি লইয়া অগ্রসর হউক।"

"কে যাইতে প্রস্তুত আছ ?"

"তুমি যাও না।"

বলা বাহুল্য, আমি চুপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন শুনিলাম। ইহার পরক্ষণেই দেখিলাম, এক ব্যক্তি শাণিত ছুরিকা হস্তে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া এই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল।—

"এখানে কোন জন্তুরই মৃতদেহ নাই। ব্যাপার গুরুতর। সকলে সাবধান।" তাহার উত্তর আসিল।—

"আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও।"

লোকটীও আমার দিকে আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় আর চুপ করিয়া থাকা অনুচিত বিবেচনায় আমি উঠিয়া বসিলাম। যখন বুঝিতে পারিলাম, লোকটী অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন সহসা হস্ত দ্বারা তাহার গলদেশ এরূপ সজোরে চাপিয়া ধরিলাম যে, তাহার আর কথা কহিবার উপায় রহিল না। আমি তখন

আস্তে আস্তে তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিলাম ;— "কোনও শব্দ করিও না। যদি কর. তাহা হইলে এই ছুরিকা তোমার হৃদয়ে সজোরে বিদ্ধ করিয়া দিব।"

আমার কথা শুনিয়া লোকটী চুপ করিয়া রহিল। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে হাতকড়ি বাহির করিয়া তাহার হস্তে পরাইয়া দিলাম। মুখে কাপড় জড়াইয়া বাঁধিলাম। তাহার পর তাহার স্বর অনুকরণ করিয়া কহিলাম "তোমাদের একজন শীঘ্র আমার নিকট আইস। মৃতদেহটী প্রাপ্ত হইয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া অপর এক ব্যক্তি আমার দিকে আসিতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকেও আয়ত্বাধীন করিলাম। তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া আমি নৌকার দিকে গমন করিতে লাগিলাম। হামাগুড়ি দিয়া নৌকা পর্য্যন্ত গমন করিলাম। দেখিলাম, একটী লোক বসিয়া আছে। আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহার মস্তকে সজোরে একটী আঘাত করিলাম। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমিও সেই অবকাশে তাহাকে লৌহ শৃঙ্খলের দ্বারা উত্তমরূপে আয়ত্বাধীন করিয়া ফেলিলাম। তখন দেখিলাম, যে পুলিস কর্ম্মচারী পূর্ব্ব হইতে এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, ইনি তিনিই। তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকদিগের উপর আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষরূপ লজ্জিত হইলাম; কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায়ান্তর না থাকায় পূর্ব্বোক্ত লোক দুটীকেও নৌকার উপর আনয়ন করিয়া, এবার সকলে মিলিয়া পুনরায় আপন কার্য্যে যাত্রা করিলাম।

এইরূপে সেই গভীর অন্ধকারে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে প্রায় কুড়ি ফিট গমন করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আমার দক্ষিণ পদ একটী ঠাণ্ডা পদার্থের উপর পতিত হইল। আমি তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলাম। লণ্ঠনের উপর হইতে আবরণটী উন্মুক্ত করিয়া ফেলিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যে, একখানি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত একটী মস্তকহীন দেহ কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। দেহটীকে সেই স্থানে রাখিয়া আমি ইতস্ততঃ উহার পরিধেয় বস্ত্রাদির নিমিত্ত উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু অপর কিছু পাওয়া গেল না।

এরূপ অবস্থায় আর সে স্থানে অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয় বিবেচনায়, আমি মৃতদেহটীকে উঠাইয়া লইয়া নৌকার উপর স্থাপিত করিলাম। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া নৌকাখানি সেই থানে রাখিলাম।

থানায় গমন করিয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন "মৃতদেহটী প্রাপ্ত হইয়াছেন কি!"

"আমার সহিত আগমন করুন।"

এই বলিয়া আমরা উভয়ে যে স্থানে নৌকাখানি রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে

আমরা সেই নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। কর্ম্মচারীও মৃতদেহটী উত্তমরূপে দেখিলেন। তখন মৃতদেহটী স্থানান্তরিত করা হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক, সে মৃতদেহটীর কোন স্থানে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

মৃতদেহটি যে স্থানে পাওয়া গিয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সেইস্থানে গমন করিলাম ; কিন্তু নূতন কোন সূত্র দেখিতে পাইলাম না। এদিকে যে স্ত্রীলোকটি মস্তক দেখিয়া তাহার কন্যার মস্তক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল, তাহাকেও সংবাদ প্রেরণ করা হইল। সে আসিয়া কহিল "এই আমার কন্যার মৃতদেহ।" আবশ্যকমত ডাক্তারের পরীক্ষা হইবার পর, মৃতদেহ ও মস্তক সৎকারের নিমিত্ত তাহাকে প্রদত্ত হইল। সেও উহা লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, যখন ঐ মৃতদেহটি থানায় আনীত হইতেছিল, সেই সময় "বিরাম" নামক একটি লোক আসিয়া উহা দেখিয়া যান। তিনি কেন যে ঐ মৃতদেহ বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার বিশেষ কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে

পারেন না। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উহার উত্তর প্রদান পূর্ব্বক থানা হইতে প্রস্থান করেন।

এই ঘটনার পর এক দিবস পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় একটি সামান্ত লোক একখানি পত্রহস্তে গিয়া উপস্থিত হয়। যে ঘরে "বিয়াম" বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া আগন্তুক তাঁহার হস্তে পত্রখানি প্রদান করে। তিনিও বিনা-বাক্যব্যয়ে পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। এই সময় আগন্তুকের দৃষ্টি একখানি সুবর্ণের চিরুণির উপর পতিত হইল। উহাতে লেখা ছিল।—

"আয়েষা !

প্রণয়োপহার স্বরূপ তোমায় এই চিরুণী খানি দিলাম।

তোমারই,

হোসেন।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমি আয়েষাকে কোনও রূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি। সে আমার অনেকগুলি টাকা কড়ি প্রভৃতি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার ইচ্ছা আছে, তাহাকে পাইলে পুলিসে দিব।"

আগন্তুক। তবে কি আপনি তাহাকে সাহায্য করিতে একবারেই অসম্মত ?

বিয়াম। তবে কি তুমি চিঠিখানি পড়িয়াছ ?

আগ। হাঁ মহাশয় !

বিয়াম। তথাপি আমি তোমাকে পড়িয়া শুনাইতেছি।

এই বলিয়া তিনি পত্রখানি আগন্তুককে শুনাইয়া শুনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"প্রিয়তম!

আমি তোমার নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তদ্ব্যতীত নানারূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন অভাগিনীর ভিক্ষা এই যে, পত্রপাঠ লোক মারফত কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবেন, অথবা আমাকে আপনার নিকট গমন করিতে অনুমতি করিবেন।

তোমার,

আয়েষা।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে "বিয়াম" জিজ্ঞাসা করিলেন "এই স্ত্রীলোকটী এখন কোথায়? তাহাকে চিঠি পত্র লিখিতে হইলে কোন্ ঠিকানায় লিখিতে হইবে?"

আগ। তাহার ঠিকানা বলিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছে ও বলিয়া দিয়াছে, আপনি তাহার ঠিকানা জানেন।

বিয়াম। তুমি কে? থাক কোথায়? তোমাকে পত্র লিখিতে হইলে কোন্ ঠিকানায় লিখিব?

আগ। আমার নাম মহম্মদ আলি। বড় ডাকঘরে আমার নামে চিঠি পাঠাইলে আমি তাহা প্রাপ্ত হইব।

এই সময় বিয়াম হঠাৎ সাতিশয় রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল "তুমি কে বুঝিতে পারিয়াছি।"

আগ। আমিও তোমার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়াছি।

বিয়াম। জাল চিঠির সহিত এরূপ ভাবে আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করার কারণ আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

পারিতেছি না। যাহা হউক, তোমাকে এই নিমিত্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। আমার টাকা কড়ির অভাব নাই।

আগ। দেখ হোসেন! ইহাতে তুমি যে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না।

আগন্তুকের কথা শুনিয়া হঠাৎ বিয়ামের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু নিমেষ মধ্যে উহা গোপন করিয়া বলিয়া উঠিল "আমার নাম হোসেন নয়। অথবা এরূপ নাম-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকেও আমি জানি না।"

আগ। আচ্ছা পরে দেখা যাইবে।

হোসেন। যদি ভাল চাও, তাহা হইলে সাবধান। আমার নিকট আগমন করিও না। তুমি যে এই স্থান হইতে জীবিতাবস্থায় প্রস্থান করিতে সমর্থ হইতেছ, ইহাই যথেষ্ট মনে করিবে।

আগ। হত্যাকারী! তোমাকে একদিন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

হো। দূর হও।

আগ। কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া আমি প্রস্থান করিতেছি। আবশ্যক হইলে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

হো। শীঘ্র দূর হও। নতুবা তোমাকে পুলিসে দিব।

আগ। আমাকে অনায়াসে পুলিসে দিতে পার। কিন্তু যদি তাহা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, আমি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ভাসমান মস্তকের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিব।

শেষোক্ত কথা শুনিয়া হোসেন একবারে হাসিয়া উঠিল। পরে কহিল "তা বেশ। সাধ্যমত চেষ্টা করিতে আপত্তি কি?"

আগন্তুক আর সেইস্থানে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন "আগন্তুকটী কে?" আগন্তুক আর কেহই নহেন। স্বয়ং আমি। বিয়াম বা হোসেন যে কে? কেন যে আমি তাহার নিকট ঐরূপ ভাবে গমন করিয়াছিলাম? ও কিরূপে বা তাহার ঠিকানা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম? তাহার বিবরণ পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবার দুই এক দিবস পরে অন্য স্থানে গমন উপলক্ষে রাত্রি বারটার সময় রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় একটী স্ত্রীলোকের উপর হঠাৎ আমার নয়নদ্বয় পতিত হইল। আমি তাহার মুখ দেখিবামাত্রই একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, যে দিকে ঐ স্ত্রীলোকটী দণ্ডায়মান ছিল, সেই দিকে ছুটিলাম। ইহার কারণ, যে স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ আমরা পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার সহিত এই জীবিতা স্ত্রীলোক-টীর কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। কিছুক্ষণ এইরূপে দৌড়িয়া

গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। এদিকে একখানি গাড়ি রেল ষ্টেসন হইতে ছাড়িয়া দিল, আমি তাড়াতাড়ি ষ্টেসন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ষ্টেসনে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়াছেন কি?"

ষ্টেসন-মাষ্টার। কই না।

আমাদিগের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম। বলা বাহুল্য, ইনিই বলিয়াছিলেন, মৃতদেহ তাঁহার কন্যার। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল।"

আমি। আমিও ভয় পাইয়াছিলাম।

স্ত্রী। আপনি কি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন?

আমি। কিছু পূর্ব্বে অন্ধকারে তোমায় ও তোমার মস্তকের চুল দেখিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, যেন মৃতদেহ কবর হইতে উত্থিত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

স্ত্রী। আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন?

আমি। তবে কি তুমি ইহার পূর্ব্বে এই স্থানে উপস্থিত ছিলে না?

স্ত্রী। আমি এই মাত্র আসিতেছি।

আমি। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে তুমি কি এখানে ছিলে না?

স্ত্রী। না মহাশয়।

আমি। তবেই ত গোলের কথা।

স্ত্রী। আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, আমি অদ্য রাত্রিতে আমার মৃতা কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছি।

আমি। কি! ভূত দেখিয়াছেন?

স্ত্রী। হাঁ মহাশয়।

আমি। কতক্ষণ পূর্ব্বে?

স্ত্রী। দশ মিনিটও গত হয় নাই।

আমি। কোথায়?

স্ত্রী। যখন আমি ষ্টেসনের দরজার নিকট উপস্থিত হই।

আমি। ও কিছু নয়। তোমার মনের আতঙ্ক মাত্র।

স্ত্রী। কথনই নয়।

আমি। আচ্ছা, আমাকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে চল।

স্ত্রীলোকটী তথাস্তু বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিল। অতি অল্পদূর গমন করিতে না করিতেই, বোধ হইল, যেন একটী মনুষ্য আমাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া স্ত্রীলোকটী আমার নিকট সরিয়া আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল "ওই সেই।"

আমি। কি?

স্ত্রী। ভূত।

আমি। তুমি এইস্থানে দণ্ডায়মান থাক। আমি দেখিয়া আসিতেছি—"উহা কি!"

এই বলিয়া আমি ক্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মনুষ্য-আকৃতিও সজোরে চলিতে লাগিল। আমি যতদূর পারিলাম, তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুদূর গমন করিবার পর, আমরা উভয়ে একটী সমাধিক্ষেত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

আকৃতিও তাহাই করিল। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম "দাঁড়াও"। সে আমার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া ক্রমে পলাইতে লাগিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। এইরূপে কিছুদূর গমন করিবার পর, হঠাৎ তাহা অদৃশ্য হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার পকেট হইতে ক্ষুদ্র আলোকটী বাহির করিয়া জ্বালিলাম এবং উহার সাহায্যে উত্তমরূপে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সমাধি মন্দিরের নিকট আগমন করিয়া বোধ হইল, যেন উহার পশ্চাতে কে লুকাইয়া রহিয়াছে। আমিও একবারে উহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন একটি স্ত্রীকণ্ঠে নিম্নলিখিত কথা কয়টী মৃদুভাবে উচ্চারিত হইল।—

"মহাশয়! আপনি কেন আমার অনুসরণ করিতেছেন?"

আমি। আপনিই বা এত রাত্রিতে এখানে কি করিতেছেন?

স্বর। আমি ত কাহারও অনিষ্ট করিতেছি না।

ইহার উত্তরে আমি আরও অগ্রসর হইয়া আলোকটী উহার মুখের উপরে ধরিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলাম। আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, এই স্ত্রীলোকটীর সহিত মৃত-দেহের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি? আয়েষা!"

উত্তর আসিল—"আমার নাম যাহাই হউক, তাহাতে আপনার কি?"

আমি। তোমাকে আমার সহিত গমন করিতে হইবে।

স্ত্রী। আপনার সহিত আমি কেন যাইব? আমি কোনও দোষ করি নাই।

আমি। তোমার মাতার নিকট লইয়া যাইব।

স্ত্রী। আমি মাতার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি না।

আমি। তোমাকে অবশ্য যাইতে হইবে।

স্ত্রী। কখনই না।

আমি। তুমি এখানে আসিয়াছ কেন?

স্ত্রী। বলিতে পারি না।

আমি। অবশ্য কোন কারণ আছে।

স্ত্রী। আপনি চলিয়া যান। আমি এই স্থানে থাকিব।

আমি। তোমাকে আমার সহিত অবশ্য যাইতে হইবে।

আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী সহসা উত্থিত হইল। আমার বোধ হইল, পলাইবার চেষ্টা করিবে। অতএব তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত হাত বাড়াইলাম। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! বালিকা এক খানি ছুরি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল। আমিও বিশেষ কৌশলের সহিত তাহার হস্ত হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইলাম ও বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ধৃত করিলাম। সহসা এই সময় একটী বিকট চীৎকার আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বালিকাও চুপ করিল। পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, "উহা কিসের শব্দ।"

এই কথাটি শেষ হইতে না হইতেই আমার সঙ্গিনী পূর্ব্ব-কথিত স্ত্রীলোকটী সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। বালিকা-টীকে দেখিতে পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল "জীবিতা আছে ত?"

আমি। আছে।

স্ত্রী। এ আমার কন্যা।

আমি। আমারও তাহাই বোধ হয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "মৃতদেহটীর রহস্য ত দেখিতেছি, উদ্ঘাটিত হইল না!"

আমার কথা শুনিয়া বালিকা কহিল, "আমি সমস্ত অবগত আছি।"

আমি। ভাল, নিকটবর্ত্তী ঐ বৃক্ষতলে চল। সেই স্থানে তোমাদিগের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিব।

তখন আমরা সকলে সেই বৃক্ষতলে গমন করিলাম। বলা বাহুল্য, তথায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর প্রবীণা স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিলেন, "আমার নাম হামিদা। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, কোন ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে আমার একমাত্র কন্যা আয়েষাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণে প্রকাশ করি যে, সে মরিয়া গিয়াছে। এদিকে তাহাকে দূরবর্ত্তী একটী স্থানে কোন আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহার এক বৎসর পরে আমার আর একটী কন্যা হয়। তাহাকেও ঐরূপ উপায়ে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ এক দিবস শত্রুগণ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই অবস্থায় বহু দিবস গত হইয়া যায়। তাহার পর আমি আমার বড় কন্যাকে আনয়ন করিয়া তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত নিরাপদে বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একদিন সে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হইলাম না। অবশেষে মৃত-দেহটী দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, সে আর ইহজগতে নাই। আর যে বালিকাটীকে আজ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও আমার দ্বিতীয়া কন্যা মেহেরউন্নিসা।” এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী চুপ করিল।

তাহার পর মেহেরউন্নিসা বলিতে লাগিল, “শৈশবাবস্থার কথা আমার অতি সামান্যই মনে হয়। এইমাত্র মনে আছে যে, এক দিবস বাগানে একাকী বেড়াইতেছি, এমন সময় দুই জন লোক আসিয়া—আমার মুখের উপর একখানি রুমাল ফেলিয়া দেয়। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। তাহার পর আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটে, তাহা আমার মনে হয় না। বহু দিবস পরে আমি কোনও একটী থিয়েটারের দলে অভিনয় করিতেছিলাম। সেই সময় একটী লোক আমাকে তাহার কন্যা বলিয়া পরিচয় দিল।”

আমি। সে লোকটী কে?

বালিকা। যে দুইজন আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসে, এ ব্যক্তি তাহাদিগের একজন। সেও পূর্ব্বোক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিয়া থাকে। তাহার নাম ইস্মাইল।

আমি। যখন তোমার চৈতন্য হয়, তখন তুমি কেবল তাহাকেই দেখিতে পাও?

বালিকা। হাঁ মহাশয়।

আমি। তুমি যাহা যাহা অবগত আছ, বলিয়া যাও।

বা। এক দিবস অভিনয় শেষ হইবার পর আমি বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় “বিয়াম” নামক এক ব্যক্তি আসিয়া আমার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করে।

আমি। কি! "বিয়াম?"

বা। হাঁ, তাহার নাম "বিয়াম।"

আমি। সে সর্ব্ব প্রথম কাহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করে? তুমি না তোমার প্রতিপালক?

বা। আমার প্রতিপালকের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হয়।

আমি। তখন তোমার বয়স কত?

বা। দশ বৎসর।

আমি। তোমার প্রতিপালকের সহিত তাহার যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা তোমার মনে আছে?

বা। সমস্তই মনে আছে।

আমি। বলিয়া যাও।

বালিকা বলিতে লাগিল। "বিয়াম আমার প্রতিপালককে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল "পাপিষ্ঠ! এতদিনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" তাহার পর আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল "আমি বালিকাটীকে চিনিতে পারিয়াছি। আমার সঙ্গে পুলিস-কর্ম্মচারিগণ আসিয়াছেন। এখনই তোমাকে তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিব।"

আমি। ইহার উত্তরে তোমার প্রতিপালক কি বলিলেন?

বা। সে নিতান্ত ভীত হইয়া বলিল "আমি চুরির বিষয় কিছুই অবগত নহি।"

ইহা শুনিয়া বিয়াম বলিল "তুমি মেয়েটীকে আমার হস্তে প্রদান করিবে, কি না?"

"উত্তরে আমার প্রতিপালক বলিল "ইহাতে আমি স্বীকৃত আছি। কিন্তু আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারিবেন না।"

"বিয়াম সম্মত হইল। কিন্তু বলিল "কাপড়গুলিও প্রদান করিতে হইবে।"

আমি। কিসের কাপড় ?

বা। তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, যখন আমাকে চুরি করে, সেই সময় আমার পরিধানে যে সকল কাপড় ছিল, তাহাই।

আমি। তাহার পর ?

বা। তাহার পর বিয়াম, আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল যে, সে আমার মাতুল। আরও কহিল যে, সে আমাকে তাহার সহিত লইয়া যাইবে, এবং আমাকে নিজের কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিবে।

আমি। কার্য্যেও কি উহা পরিণত হয় ?

বা। হাঁ মহাশয়।—আমাকে লইয়া গিয়া তাহার বাড়ীতেই রাখিয়া দেয়।

আমি। তাহার পর।

বা। এইরূপে আট বৎসর অতীত হইয়া যায়। আট বৎসর পরে অর্থাৎ গত বৎসর বিয়াম এক দিবস আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, আমি কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না দেখিয়া সে আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করে। এইরূপে কয়েক দিবস গত হইবার পর, আমি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করি ও সুযোগ পাইয়া এক দিবস সেইস্থান হইতে পলায়ন করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করি। এক ব্যক্তি আমাকে আশ্রয়

প্রদান করে, এ পর্য্যন্ত তাহার আশ্রয়েই বাস করিতেছিলাম। ইহার পর কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নে অতীত হইয়া যায়। অদ্য সন্ধ্যার সময় হঠাৎ বিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিবামাত্রই সে পুনরায় তাহার গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। বলা বাহুল্য, আমি সম্মত হইলাম না দেখিয়া সে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমিও বেগতিক দেখিয়া সেইস্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক এই সমাধিক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

এই বলিয়া মেহেরউন্নিসা চুপ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রত্যূষে স্ত্রীলোকটীকে তাহার কন্যার সহিত বাড়ীতে রাখিয়া আমি বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

সেই দিবস বেলা তিনটার সময় বিয়ামের বাড়ীর নিকট একটী মুসলমান অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, তথাপি সেই মুসলমান সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল না। অবশেষে বেলা সাড়ে চারিটার সময় বিয়াম আপন বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। পূর্ব্বোক্ত মুসলমানটী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষিতভাবে গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়দ্দূরে গমন করিবার পর বিয়াম একটী সরাই-খানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুসলমানটীও তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। যাইয়া দেখিল যে, বিয়াম অপর একটী ইতরলোকের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছে। মুসলমানটী ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই সেই ইতর লোকটী তাহার হস্তস্থিত এক তাড়া নোট পকেটে রাখিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইহা মুসলমানটীর চক্ষু এড়াইতে পারিল না। তিনি ভিতরে গিয়া একটী চুরুট ধরাইয়া লইয়া, পুনরায় বহির্গত হইয়া গেলেন। এদিকে কিয়ৎক্ষণ পরে বিয়ামও বহির্গত হইয়া গেল। তাহার গমন করিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই ইতর লোকটী বাহিরে আগমন পূর্ব্বক যে দিকে বিয়াম গমন করিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিল। মুসলমানটীও তাহার অনুসরণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে গমন করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় সেই ইতর ব্যক্তি একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। মুসলমান-টীও নিকটে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, উহা একটী কাফিখানা। বিনা-বাক্যব্যয়ে তিনিও তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ঘরখানি নিতান্ত অপরিষ্কার। সম্মুখে একখানি টেবিল ও চারি পাঁচখানি চেয়ার। চারি জন নীচবংশসম্ভূত মুসলমান সেইস্থানে বসিয়া তাস খেলা করিতেছে। সেই ইতর ব্যক্তিকে সেই সময় আর দেখিতে পাইলেন না। উহার অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্রতর টেবিল, উহার উপর কতকগুলি কাগজপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে একখানি আয়না। মুসলমানটি আয়না-খানির নিকট গমন পূর্ব্বক সেই সকল কাগজের উপর একখানি

স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া আসিয়া পূর্ব্বকথিত নীচবংশসম্ভূত মুসলমানদিগের সহিত খেলায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, আমাদিগের পরিচিত মুসলমানটি যে ইতর লোকটিকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ ক্রীড়া দর্শন করিবার পর সে পূর্ব্বকথিত আয়নার নিকট গমন করিল ও সেই প্রতিমূর্ত্তিখানির উপর দৃষ্টি পড়াতে উহা উঠাইয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। আমাদিগের পরিচিত মুসলমানটি খেলায় নিযুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল সেই লোকটির উপর। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া আসিয়া সেই লোকটির পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "এই স্ত্রীলোকটি তোমার কে?"

ইতর-ব্যক্তি। তোমার সে কথায় আবশ্যক নাই।

মুসলমান। তুমি প্রতিমূর্ত্তিখানি আপন পকেটের ভিতর রাখিতেছ কেন?

ই-ব্য। উহা আমার।

মুসল। তুমি উহা এইমাত্র আয়নার পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া লইলে।

ই-ব্য। তবে কি উহা তোমার?

মুসল। হইতে পারে। ভাল, প্রতিমূর্ত্তিখানি আমাকে দাও না কেন?

ই-ব্য। তাহা পারিব না।

মুসল। পারিবে না?

ই-ব্য। না।

মুসল। না দেওয়ার কারণ?

ই-ব্য। কিছুই নয়।

এই বলিয়া সেই ইতর ব্যক্তি বহির্গত হইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। মুসলমানটি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাহাকে সজোরে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন "দাঁড়াও। আমার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় যাইতেছ?"

ই-ব্য। আমি উহা টেবিলের উপর পাইয়াছি।

মুসল। তাহা হইলে কি হয়! উহা আমার, আমি টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম।

ই-ব্য। এটি যাহার প্রতিমূর্ত্তি, তাহাকে কি তুমি জান?

মুসল। তাহা না হইলে তাহার প্রতিমূর্ত্তি আমার নিকট থাকিবে কেন?

মুসলমানটির কথা শুনিয়া সে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "ভাল, আমার ঘরে এস। আমি তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব।"

মুসলমান সম্মত হইয়া, সেই অপরিচিত ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার ঘরে গমন করিলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করা হইল।

সেই ইতর ব্যক্তি আপন পকেট হইতে প্রতিমূর্ত্তিখানি বাহির করিয়া কহিল "তুমি কি ইহা টেবিলের উপর রাখিয়াছিলে?"

মুসল। হাঁ।

ই-ব্য। এই স্ত্রীলোকটি এখনও কি জীবিতা আছে?

মুসল। হাঁ।

ই-ব্য। সে এখন কোথায়?

মুসল। তাহা জানিয়া তোমার লাভ কি?

ই-ব্য। দেখ, যদি আমায় তাহাকে দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।

মুসল। আমি বলিব না।

ইহা শুনিয়া সেই ইতর ব্যক্তি ক্রোধে একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল, ও দেখিতে দেখিতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া কহিল "যদি ভাল চাও ত প্রকাশ কর।"

মুসল। আমাকে খুন করিলে তোমায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

ই-ব্য। তাহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।

মুসল। স্ত্রীলোকটি কোথায় থাকিত, তাহা আমি জানি। কিন্তু এখন কোথায় আছে, তাহা অবগত নহি। আচ্ছা, তোমার তাহা জানিয়া কি লাভ?

ই-ব্য। সে আমার কন্যা।

মুসল। দেখিয়া বোধ হয় না।

ই-ব্য। বাস্তবিক সে আমার কন্যা। যখন তাহার বয়স দশ বৎসর, সেই সময় কে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়।

মুসল। আমার ইহা বিশ্বাস হয় না।

ই-ব্য। সাবধান! আমি তোমায় খুন করিব।

এই কথা শুনিয়া মুসলমানটি রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "দেখ সাবধান!"

ই-ব্য। তুমি কে?

মুসল। তাহা কি তুমি জান না?

ই-ব্য। না।

মুসল। আমি তোমাকে জানি।

ই-ব্য। আমাকে?

মুসল। হাঁ।

এই সময় সেই লোকটির হস্ত হইতে সেই ছুরিকাখানি মুসলমানটি সজোরে কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "ইস্মাইল! সাবধান !!"

মুসলমানটির কথা শুনিয়া তাহার মুখ একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল "কি সর্ব্বনাশ! তুমি কে?"

মুসল। আমি যে হই, তাহাতে তোমার কোন লাভ নাই। এখন বল দেখি, অদ্য বিয়ামের নিকট তোমার কি কার্য্য ছিল?

ই-ব্য। "বিয়াম" নামক কোন ব্যক্তিকে আমি চিনি না।

মুসল। আমার নিকট মিথ্যা বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিয়াম যে অদ্য তোমাকে টাকা প্রদান করিয়াছে, তাহা আমি বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি।

ই-বা। না মহাশয়, ধর্ম্মের দোহাই! টাকা কড়ি দেয় নাই।

মুসল। সে যাহা হউক, বালিকাটি এখন কোথায়, তাহা তুমি জান?

ই-ব্য। না মহাশয়—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি জানি না।

মুসল। যে ব্যক্তি মনুষ্য চুরি করে, তাহার শপথ আমি গ্রাহ্য করি না।

ই-ব্য। সর্ব্বনাশ! আপনি তবে সমস্তই অবগত হইতে পারিয়াছেন!

মুসল। দেখ ইস্মাইল! যদি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ কর।

ই-ব্য। মেয়ে চুরি করিলে ফাঁসি হয় না।

মুসল। তাহা সত্য; কিন্তু এরূপ গুরুতর অপরাধ আছে, যাহাতে ফাঁসি হইয়া থাকে।

ই-ব্য। তাহা কি?

মুসল। খুন।

এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি একবারে ভূতলে পতিত হইল এবং বলিতে লাগিল "মহাশয় আমি যথার্থ বলিতেছি, আমার দ্বারা কোন হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় নাই।"

মুসল। বালিকা এখন কোথায়, যদি তুমি উহা না বল, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

ই-ব্য। মহাশয়! বলিতে কি, তাহা যদি আমি জানিতাম, তাহা হইলে বিয়ামের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতে সহজেই সমর্থ হইতাম।

মুসল। তুমি না এই মাত্র বলিলে যে বিয়ামকে জান না?

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

মুসল। বিয়াম তোমাকে কিসের নিমিত্ত টাকা প্রদান করে?

ই-ব্য। অগ্রে আপনি কে, তাহা বলুন!

মুসল। তাহা জানিয়া তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। এখন যদি ভাল চাও, তাহা হইলে আমার কথার উত্তর প্রদান কর।

ই-ব্য। আপনি আমায় কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মুসল। আচ্ছা, আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। বহু-দিবস পূর্ব্বে একটী মেয়ে চুরি করিবার ভার তোমার উপর অর্পিত হয়।

ই-ব্য। উহা মিথ্যা কথা।

মুসল। এবং তুমিও উহা সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র ক্রটী কর না। তাহার পর নিজের অপরাধ গোপন করিবার মানসে অপর একটী বালিকাকে হত্যা করিয়া নদীতীরে ভাসাইয়া দাও।

ই-ব্য। এ সমস্তই মিথ্যা।

মুসল। তুমি থিয়েটারে অভিনয় করিতে। বালিকাকে লইয়া গিয়া তথায় অভিনয় করিতে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ কর।

ই-ব্য। মিথ্যা।

মুসল। তাহার পর বিয়াম আসিয়া উহাকে লইয়া যায়। ইহার পর হইতেই তুমি উহার নিকট হইতে দস্তুরমত উৎকোচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ কর।

ই-ব্য। শেষোক্ত কথাগুলি সত্য হইতে পারে, কিন্তু চুরির সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ।

মুসলমান। ভাল, বিয়াম তোমাকে কত টাকা প্রদান করিয়া থাকে?

ই-ব্য। সামান্য! বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়া অবধি সর্ব্বশুদ্ধ আমাকে ১০০০ সহস্র মুদ্রার অধিক দেয় নাই। কিন্তু বালিকা-টিকে যদি থিয়েটারে রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি উহার দ্বারা অত্যল্পপক্ষে ৩০০০ সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতাম।

মুসল। দেখ, বালিকার অনুসন্ধানে যদি তুমি আমার সহায়তা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ৫০০ শত টাকা প্রদান করিব।

ই-ব্য। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত আছি।

মুসল। আর বালিকাটি তোমার নিকট কিরূপে আগমন করে, তাহা যদি যথাযথ আমার নিকট বল, তাহা হইলে আর ৫০ টাকা প্রদান করিব।

ই-ব্য। আচ্ছা, আমি এখনই বলিতেছি।

মুসল। কিন্তু সাবধান! আমি প্রায় সমস্তই অবগত হইতে পারিয়াছি; সুতরাং আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আমি বুঝিতে পারিব।

ই-ব্য। নুর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি ঐ বালিকাটীকে আমার নিকট আনয়ন করে।

মুসল। সে উহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হয়?

ই-ব্য। তাহা আমি বলিতে পারি না।

মুসল। নুর মহম্মদকে দেখিলে চিনিতে পারিবে?

ই-ব্য। হাঁ মহাশয়।

মুসল। তাহার বয়স কত?

ই-ব্য। সে সময় তাহার বয়স ৩০ বৎসরের কম ছিল না।

মুসল। যখন সে বালিকাটীকে তোমার নিকট আনয়ন করে, তখন উহার অঙ্গে কিরূপ বস্ত্র ছিল? নূতন না পুরাতন?

ই-ব্য। পুরাতন।

মুসল। আর কিছু উহার সঙ্গে ছিল?

ই-ব্য। একটী সুবর্ণের মাদুলি।

মুসল। উহা তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হইলে?

ই-ব্য। আমি ইহা নুর মহম্মদের নিকট হইতে ক্রয় করি।

মুসল। এখনও উহা তোমার নিকট আছে?

ই-ব্য। হাঁ।

মুসল। কোথায়?

ই-ব্য। আমার অঙ্গেই আছে

এই বলিয়া সে আপন অঙ্গ হইতে মাদুলীটি খুলিয়া মুসলমানটীর হস্তে প্রদান করিল। তিনি উহা দেখিয়া বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখ, এখন তোমাকে একটা কার্য্য করিতে হইবে। বিয়ামের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সহিত এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিবে! বলা বাহুল্য, আমিও সেইস্থানে গোপনে উপস্থিত থাকিব।"

তখন সে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। আমিও আপন বাসায় গমন করিলাম। পর দিবস অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই দেখিলাম, হামিদা বিবি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমার নিকট আগমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "গতকল্য বৈকালে আমি ও আমার কন্যা একটা আত্মীয়ের বাড়ীতে গমন করিতে-ছিলাম, এমন সময় আমার সহিত একটী পরিচিত লোকের সাক্ষাৎ হইল। ২।৩ মিনিট কাল তাহার সহিত কথোপ-কথনে অতিবাহিত হইবার পর দেখিলাম, আমার কন্যা সে স্থানে উপস্থিত নাই। মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। বাড়ীতে গিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এই নিমিত্তই আপনার নিকট পুনরায় আগমন করিয়াছি।"

বলা বাহুল্য, আমি তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপ চিন্তিত হইলাম। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া তাহাকে অনেকরূপ আশ্বাস বাক্য প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আমি তাহার কন্যাকে পুনরায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাত্রি দশটার সময় আমি একটী কাপিখানায় গমনপূর্ব্বক একটী ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই বোধ হইল, দুই-জন লোক আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, প্রথম ব্যক্তি বিয়াম এবং দ্বিতীয়টী ইস্‌মাইল। আমিও একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া তাহাদিগের কথাগুলি শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

বি। দেখ, ইসমাইল! আমি তোমার জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হইয়াছি। আর আমি কিছুমাত্র সহ্য করিব না।

ইস। তাহার উপায় আমিও অবগত আছি।

বি। কি?

ইস। বালিকার মাতা এখনও জীবিতা। আর তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও আমি অবগত আছি।

বি। ইহা আমিও পূর্ব্বে জানিতাম।

ইস। এখন আমি তাহার নিকট গমন করিয়া অনায়াসে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতে পারি।

বি। তোমার যাহা ইচ্ছা, করিতে পার। আমি তোমায় আর এক পয়সাও প্রদান করিব না।

ইস। মৃতদেহটী যে তাহার কন্যার, তাহা সে অবগত নহে।

বি। তাহা সে উত্তমরূপে অবগত আছে।

ইস। সে ইহাও অবগত নহে যে, তাহার কন্যা জীবিতা আছে।

বি। তাহা তুমি জান না?

ইস। নিশ্চয়ই জানি।

বি। তবে তুমি আমার সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা কর না?

ইস। না। আমি বোধ হয়—নুর মহম্মদের সহিত মিলিত হইব।

বি। দেখ, ইস্‌মাইল! আমাদিগের মধ্যে বিবাদ হওয়া কি উচিত? বিশেষতঃ ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই।

ইস। বিবাদ যদি হয়, তাহা হইলে উহা তোমার দোষ।

বি। আচ্ছা। শীঘ্রই আমি তোমাকে ২৫০ টাকা প্রদান করিব।

ইস। ভাল।

বি। আচ্ছা, হামিদা ও নুর মহম্মদের বিষয় তুমি কিরূপে অবগত হইতে পারিলে?

ইস। তাহা আমি বলিব না।

বি। দেখ, আমি হামিদার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব তোমায় অনুরোধ করিতেছি, সে কোথায় থাকে, তাহা আমায় বলিয়া দাও। আমি ইহার নিমিত্ত তোমায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

ইস। আচ্ছা, অদ্য নয়।

বি। তা না হয়, নুর মহম্মদ কোথায় থাকে বলিয়া দাও।

ইস। যখন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিবে, তখন আমি বলিব। অগ্রে বলিব না।

বি। আচ্ছা, এই লও ৫০৲ টাকা।

তখন ইসমাইল টাকাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল "বেশ"।

বি। এখন নুর মহম্মদের ঠিকানা আমায় বলিয়া দাও।

ইস। আচ্ছা, বলা যাইবে।

বি। এখনই বল।

ইস। এখন না। ২।৪ দিবস পরে।

বি। আর তামাসা করিতে হইবে না। বলিয়া দাও।

ইস। আমি তামাসা করিতেছি না।

ইহা শুনিয়া বিয়াম ক্রোধে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে একখানি বৃহৎ ছুরিকা বাহির করিয়া ইসমাইলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইসমাইলও ছাড়িবার পাত্র নহেন। সেও এক খানি ছুরি বাহির করিয়া কহিল "সাবধান, আর অগ্রসর হইও না।"

বিয়াম বেগতিক দেখিয়া বসিয়া বলিল "দেখ, ভাই! কেন অনর্থক আমার সহিত বিবাদ করিতেছ? যাহা হইবার হইয়াছে, এখন এস, একটু কাপি পান করা যাউক।"

এই বলিয়া কাপি ওয়ালাকে ২ পেয়ালা কাপি আনিতে আদেশ করিল। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আদেশ প্রতি-পালিত হইল। একটী বালক আসিয়া টেবিলের উপর দুই পেয়ালা কাপি স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এই সময় বিয়াম নিকটস্থ দেওয়ালের উপর ইস্মাইলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল "দেখ কেমন সুন্দর ছবিখানি।" ইহা শুনিয়া ইস্মাইল যেমন সেই দিকে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, অমনি বিয়াম একটী ছোট শিশির মধ্য হইতে ৪।৫ ফোঁটা জলীয় পদার্থ ইস্মাইলের কাপিতে ঢালিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইসমাইল কাপি-পেয়ালাটী হস্তে লইয়া পান করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে, ইসমাইলের হস্তস্থিত কাপির পেয়ালাটী ভূমে পতিত হইল। এদিকে বিয়াম সেস্থান হইতে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল। পরক্ষণেই আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র ইসমাইল বলিয়া উঠিল "পিস্তল কি আপনি ছুড়িয়াছেন?"

আমি। হাঁ।

ইস। কেন?

আমি তোমার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত।

ইস। সে কি?

আমি। কাপিতে বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছিল।

ইস। কাহার দ্বারা।

আমি। বিয়াম যথন দেওয়ালের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা মনে আছে।

ইস। আছে।

আমি। সেই সাবকাশে সে কাপিতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়।

ইস। কি ভয়ানক।

পর দিবস আমি নুর মহম্মদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সহরের প্রান্তস্থিত একটী ভয়ঙ্কর ও বিপদ-সঙ্কুল স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, এই স্থানটী চোর ও হত্যাকারীদিগের দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ। একটী সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একখানি জীর্ণ ও অপরিষ্কার কাঠের বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই সময় আমার বেশভূষা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে পারেন, আমি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান। আমি ঐ বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িতে লাগিলাম। ভিতর হইতে উত্তর আসিল। "ভিতরে এস।"

আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী যুবতী স্ত্রীলোক প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এই স্থানে কোন দাই থাকে ?"

স্ত্রী। হাঁ থাকে!

আমি। আমার একটী ভাল দাইর আবশ্যক।

স্ত্রী। বেশ, আমি আপনার কার্য্য করিব। ঘরের মধ্যে আসুন।

বলা বাহুল্য, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তাপোষের উপর উপবিষ্ট হইলাম। স্ত্রীলোকটী আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। ঠিক এই সময় একটী ষণ্ডাকৃতি লোক একখানি বৃহৎ ছুরিকা হস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল "কি তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার স্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া আছ।"

আমি। না, না। আমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি।

আগ। তাহা হইবে না। আমি তোমাকে হত্যা করিব।

এই বলিয়া সে আমাকে সজোরে ধরিয়া ছোরা দেখাইতে লাগিল।

আমি। আমাকে মাপ করুন।

আগ। না, তাহা হইবে না। আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিব।

আমি। দোহাই তোমার। আমাকে হত্যা করিও না।

এই সময় স্ত্রীলোকটী বলিয়া উঠিল "মহম্মদ, উহাকে খুন করিও না।"

আগ। ইহাকে হত্যা করিবই। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও খুন করিব।

স্ত্রী। আচ্ছা, তাহা হইলে আমাকে উহার সহিত একটী কথা কহিতে দাও।

আগ। শীঘ্র কহিয়া লও। তাহার পর আমি তোমাদিগের উভয়কেই হত্যা করিব।

স্ত্রীলোকটী আমার নিকট আসিয়া বলিল "দেখুন, আমার স্বামী নিতান্ত অসভ্য। উহাকে আপনি টাকা দিতে স্বীকার করুন। তাহা হইলে আপনাকে ছাড়িয়া দিবে।"

আমি। আমার নিকট ত টাকা নাই!

আমার কথা শুনিতে পাইয়া আগন্তুক বলিয়া উঠিল "যদি ২০০৲ টাকা দাও, তবেই ছাড়িয়া দিব। নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

আমি। আমার নিকট টাকা নাই।

আগন্তুক। তাহা হইলে প্রস্তুত হও। এখনই তোমাকে খুন করিব।

আমি। কি? খুন করিবে?

আমার কথা শুনিয়া লোকটী ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমিও একেবারে নিরস্ত্র ছিলাম না। পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলাম "নুর মহম্মদ, সাবধান!" আমার কথা শুনিয়া আগন্তুকের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার হস্ত হইতে ছুরিকা ভূতলে পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটীও চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমি কহিলাম "যদি তোমরা কোনরূপ গোলমাল কর, তাহা হইলে উভয়কেই এই পিস্তলের সাহায্যে শমন-সদনে প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া আমি পকেট হইতে লৌহ

শৃঙ্খল বাহির করিয়া উহা মহম্মদের হস্তে পরাইয়া দিলাম। স্ত্রীলোকটি বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, বালিকাটীকে চুরি করিবার পর কোথায় লইয়া গিয়াছিলে? মিথ্যা কথা বলিও না। ইস্মাইল সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

মহ। কি, ইস্মাইল সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে?

আমি। হাঁ! এক্ষণে তুমি সমস্ত কহিতে বাধ্য হইবে।

মহ। আচ্ছা, যদি আমি সমস্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন?

আমি। তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

মহ। বালিকাটীকে লইয়া আমরা বিয়ামের গৃহে গমন করি।

এই বলিয়া মহম্মদ চুপ করিল। আমি তাহাকে লইয়া থানায় আসিয়া তাহাকে ফাটকে আবদ্ধ করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পর দিবস পুনরায় বাসা হইতে বহির্গত হইয়া বিয়ামের বাড়ীর নিকট একটী দোকানে গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে না করিতেই পূর্ব্বোক্ত গৃহ

হইতে একটী বৃদ্ধ বহির্গত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাকে দেখিয়া কিছুতেই বিয়াম বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমি তাহাকে অনুসরণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে সেই বৃদ্ধ সহরতলীর একটা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহার একটু দূরে একটা বৃক্ষতলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পরে বৃদ্ধ বহির্গত হইয়া গেল। আমি কিন্তু এবার আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন না করিয়া সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দরজার নিকটেই গৃহ-স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

আমি। আপনার জনৈক বন্ধু।

গৃহস্বামী। আমার বন্ধু! এখানে তোমাকে কে লইয়া আসিল?

আমি। আপনি আসিয়াছি।

গৃ-স্বা। আমাকে না বলিয়া এরূপভাবে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার কারণ কি?

আমি। কারণ আর কিছুই নহে। বালিকাটীকে দেখিতে আসিয়াছি।

গৃ-স্বা। কোন্ বালিকা?

আমি। যাহাকে বিয়াম এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছে।

গৃ-স্বা। এই বাড়ীতে কোনও বালিকা নাই।

আমি। দেখ, আবদুল, যদি ভাল চাও, তাহা হইলে মিথ্যা কথা কহিও না; কারণ আমি বিশেষরূপ না জানিয়া তোমার এখানে আসি নাই।

আবদুল। আপনি কে?

আমি। আমি যেই হই না কেন, তুমি ভাল চাহ ত প্রকৃত কথা কহ।

আবদুল। তাহা হইলে, কি আমাকে প্রকৃতই সমস্ত কথা কহিতে হইবে?

আমি। তোমার ইচ্ছা।

আবদুল। আমার এই স্থানে যে বালিকাটী আছে, তাহাকে আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি চলুন।

এই বলিয়া আবদুল আমাকে তাহার বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। দেখিলাম যেরূপ অবয়বের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ অবয়বের একটী বালিকা সেইস্থানে বসিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সে মেহেরুন্নেসা নহে। *

* শ্রাবণ মাসের সংখ্যা,

বিষম ভ্রম।

শেষ অংশ।

(অর্থাৎ লাস সেনাক্তে বিষম ভ্রম।)
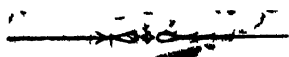
যন্ত্রস্থ।

(অর্থাৎ ল্যাস ব্রেন্নকে বিষম ভ্রম।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দশম বর্ষ।] সন ১৩০৮ সাল। [শ্রাবণ।

বিষম ভ্রম।

দশম পরিচ্ছেদ।

আবদুলের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হামিদার কথা উদিত হইল। মেহেরুন্নেসা অপহৃত হইবার পর, সে তাহার প্রথমা কন্যা আয়েষাকে তাহার বাড়ীতে আনিয়াছিল, ও কিছু দিবস পরে সেই আয়েষাও তাহার বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হয়। আয়েষা ও মেহেরুন্নেসা দেখিতে প্রায় একই প্রকার, একথা আমরা হামিদার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম। মেহেরুন্নেসাকে দেখিতে পাইবার পর, আয়েষাই যে হত হইয়াছে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এখন পর্য্যন্ত আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম। হামিদাও তাহাই আমাদিগকে বলিয়াছিল ও মৃতদেহটী তাহার কন্যার বলিয়া 'সেনাক্ত' করিয়াছিল। আমাদিগের মনে অতঃপর ইহাই স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আয়েষার মৃতদেহ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, বিয়ামই

আয়েষাকে হত্যা করিয়াছে, বা বিয়ামের জ্ঞাতসারে বা তাহার বাড়ীতেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে; নতুবা বিয়ামের ঘরে আয়েষার নামাঙ্কিত সোণার চিরুণী কোথা হইতে আসিবে? এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। তখন আমাদিগের মনে একথা একবারের জন্যও উদিত হয় নাই যে, যাহাকে বিয়াম হত্যা করিবে, তাহার চিরুণী সকলে দেখিতে পায়, এরূপ স্থানে রাখিয়া দিবে কেন?

এখন আবদুলের ঘরে ঐ স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াই আমার বেশ অনুমান হইল, আয়েষাও হত হয় নাই। এই স্ত্রীলোকটী নিশ্চয়ই আয়েষা। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আবদুলকে আমার নিকটে আসিতে কহিলাম। সে আমার নিকটেই ছিল, আরও নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই স্ত্রীলোকটীর নাম আয়েষা নহে?"

আবদুল। হাঁ মহাশয়, ইহার নাম আয়েষা।

আমি। এ কাহার কন্যা?

আবদুল। তাহা আমি জানি না। ইহার পিতার নাম আমি অবগত নহি।

আমি। ইহার মাতার নাম কি জান?

আবদুল। শুনিয়াছি, ইহার মাতার নাম হামিদা।

এই কথা শুনিয়াই আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার শেষ অনুমান সত্য। হামিদার দুইটী কন্যার একটীও হত হয় নাই, উভয়েই জীবিতা আছে।

আমি যখন প্রথম আবদুলের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন কিন্তু আবদুল বুঝিতে পারে নাই যে, আমি

কে। কিন্তু পরিশেষে সে যখন জানিতে পারিল যে, আমি কে, তখন আর সে কোন কথা গোপন করিল না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

আমি। এই স্ত্রীলোকটী তোমার কে হয়?

আবদুল। আমার কেহই নহে।

আমি। তাহা হইলে ইনি তোমার বাড়ীতে বাস করিতেছেন কেন?

আবদুল। আমি ইহাকে চিনিতামও না; কেবল আমার একজন আত্মীয়ের অনুরোধে আমি ইহাকে আমার বাড়ীতে স্থান প্রদান করিয়াছি।

আমি। তোমার সে আত্মীয় কে?

আবদুল। যে বৃদ্ধ অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন, তিনিই আমার আত্মীয়। তাঁহার অনুরোধেই আমি ইহাকে আমার বাড়ীতে স্থান প্রদান করিয়াছি।

আমি। তিনি কি বলিয়া ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া যান?

আবদুল। তিনি কহেন, এই স্ত্রীলোকটী তাঁহার বিশেষ আত্মীয়া। তাঁহার বাড়ীতেই অনেক দিন হইতে থাকিতেন, সম্প্রতি কোন একজন ধনশালী বদমায়েস লোকের নজর ইহার উপর পতিত হইয়াছে। সে কোন গতিকে ইহাকে অপহরণ করিবার চেষ্টায় অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই নিমিত্ত তিনি তাহাকে আপাততঃ তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ ইহাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া যান, ও বলিয়া যান, শীঘ্রই তিনি ইহাকে স্থানান্তরিত

করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। যে কয়েক দিবস তিনি উহার থাকিবার মত স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে না পারিবেন, সেই কয় দিবস ইনি এইস্থানে থাকিবেন। এই বলিয়া তিনি ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি। ঐ বৃদ্ধ কে? বিয়াম নয় ত?

আবদুল। হাঁ বিয়াম।

আমি। আচ্ছা, তুমি ঐ স্ত্রীলোকটীকে কহ, আমি উহাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, উনি যেন তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। যদি সমস্ত কথা প্রকৃত কহেন, তাহা হইলে ইহার কোনরূপ ভয় নাই। আমরা ইহার কথা শুনিয়া এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব, ইনি এই স্থানেই থাকিবেন। আর যদি ইনি মিথ্যা কথা কহেন, তাহা হইলে ইহাকে আমাদিগের সহিত গমন করিতে হইবে। এই বুঝিয়া যেন ইনি আমার কথার উত্তর প্রদান করেন।

আবদুল। ইনি মিথ্যা কথা কহিবেন না। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রাপ্ত হইবেন?

আমি। তোমার নাম কি আয়েষা?

আয়েষা। হাঁ মহাশয়।

আমি। তোমার মাতার নাম কি হামিদা?

আয়েষা। হাঁ।

আমি। তোমার মাতার নিকট হইতে ত তুমি অনেক দিবস চলিয়া আসিয়াছ, এত দিবস তুমি কোথায় ছিলে?

আয়েষা। ইস্মাইল নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে।

আমি। সেইস্থানে তুমি কেন গমন করিয়াছিলে?

আয়েষা। আমাকে অনেক রূপ প্রলোভন দেখাইয়া সে আমার মাতার বাড়ী হইতে আমাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

আমি। সে তোমাকে কোথায় রাখিয়াছিল? তাহার নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিল কি?

আয়েষা। না, সে আমাকে তাহার নিজের বাড়ীতে রাখে নাই। শুনিয়াছি, তাহার নিজের বাড়ীতে তাহার আর একটী স্ত্রীলোক আছে। আমাকে অন্য বাড়ীতে রাখিয়াছিল।

আমি। সেই স্থান হইতে তুমি এখানে আসিলে কেন?

আয়েষা। আর একটী লোক আমাকে এখানে আনিয়াছে।

আমি। সে লোকটী কে?

আয়েষা। তাহার নাম বিয়াম।

আমি। সে তোমাকে এখানে আনিল কেন?

আয়েষা। তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন।

আমি। বিয়াম যে তোমাকে এখানে আনিয়াছে, তাহা ইস্মাইল অবগত আছে?

আয়েষা। সে অবগত না থাকিলে আমাকে আনিবে কি প্রকারে?

আমি। যখন তুমি তাহার রক্ষিতা ছিলে, তখন সে তোমাকে অপরের হস্তে প্রদান করিল কিরূপে?

আয়েষা। অর্থলোভে সে আমাকে অপরের হস্তে প্রদান করিয়াছে। অর্থ পাইলে ইস্মাইল না করিতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যই নাই।

আমি। বিয়াম দেখিতেছি নিতান্ত দরিদ্র লোক নহেন, তাহার অর্থ যথেষ্ট আছে। এরূপ অবস্থায় তিনি অপরের পরিত্যক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কেন?

আয়েষা। শুনিয়াছি, ঠিক আমার মত দেখিতে একটী বালিকাকে তিনি শৈশব হইতে প্রতিপালন করেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করায় সেই স্ত্রীলোকটী তাহাতে অসম্মত হয় ও বিয়ামের বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। বিয়াম তাহাকে অতিশয় ভালবাসিত। সুতরাং তাহার অদর্শনে তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন। পরিশেষে ইস্মাইলকে অর্থ দিয়া আমাকে আনয়ন করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাহার আকৃতি প্রকৃতি আমার আকৃতি প্রকৃতি অপেক্ষা কিছুমাত্র তারতম্য ছিল না। সেইজন্য বিয়াম আমাকে লইয়া তাহার শোক ভুলিতে চাহেন। এই নিমিত্তই তিনি আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন।

আমি। এখন তোমার ইচ্ছা কি? তুমি কি বিয়ামকে বিবাহ করিবে?

আয়েষা। বিশেষ কোন ক্ষতি দেখিতেছি না; কারণ এত দিবস পর্য্যন্ত নিতান্ত নীচভাবে জীবন যাপন করিতেছি, এখন জীবনের অবশিষ্টাংশ যদি কোন ভদ্রলোকের সহবাসে কাটাইতে পারি, তাহা হইলে, নিতান্ত মন্দ হইবে না। বিশেষ বিয়াম দরিদ্র নহেন, তাহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলে আমিও তাঁহার ঐ বিষয়ের কিয়ৎপরিমাণে অধিকারিণী হইতে পারিব।

আয়েষার কথা শুনিয়া আমার আর কোন কথা জানিতে বাকি থাকিল না। এখন বুঝিতে পারিলাম, বিয়ামের ঘরে

আয়েষা-নাম-খোদিত যে সোণার চিরুণীখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার অর্থ কি? প্রণয়োপহার স্বরূপ উহা আয়েষাকে প্রদান করিবার মানসেই যে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মৃতদেহ প্রাপ্ত হইবার পর হামিদা বিবির ছোট কন্যা মেহেরুন্নেসাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখন আবার তাহার প্রথমা কন্যা আয়েষাকেও পাইলাম। সুতরাং ঐ মৃতদেহ তো ইহাদিগের কাহার হইতে পারে না। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঐ মৃতদেহ হামিদা চিনিতে না পারিয়াই আপন কন্যার মৃতদেহ বলিয়া সেনাক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমাদিগের সমস্ত চেষ্টা ও যত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এখন বিরাম কি বলেন, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া কেন দেখা যাউক না।

এবার আর বিরামের বাড়ীতে গুপ্তবেশে গমন করিলাম না। এবার তাহাকে প্রকাশ্যভাবে থানায় ডাকাইয়া আনিলাম, ও তাহাকে কহিলাম "বিরাম! তোমার কিরূপ কাণ্ড-কারখানা, কিছুই তো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

বিরাম। কিসের কাণ্ড-কারখানা?

আমি। চুরি, হত্যা, ও অবরোধ।

বিরাম। মহাশয়! আমি আপনার কথার কোনরূপ অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। খুব বুঝিতে পারিতেছ; তথাপি আমি তোমাকে একে একে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে কি না?

বিরাম। আমি কেন প্রকৃত উত্তর প্রদান করিব না? আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার প্রকৃত উত্তর আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

আমি। তুমি ঠিক কথা কহিবে?

বিরাম। কহিব।

আমি। ঠিক কথা কহিলে যদি তোমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে?

বিরাম। তাহা হইলেও আমি আর কোনরূপ মিথ্যা কথা কহিব না, সমস্তই সত্য কহিব। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক না কেন।

আমি। সত্য বলিয়া তুমি তোমার নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিতে চাহ কেন?

বিরাম। কারণ অপরের জ্বালায় আমি নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াছি, ও নিরর্থক অনেক অর্থ নষ্ট করিয়াছি। অথচ এক দিবসের নিমিত্ত মনে সুখ পাই নাই। এই নিমিত্তই এখন স্থির করিয়াছি যে, আর আমি কোন কথা গোপন করিব না, সমস্তই স্বীকার করিব; ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক।

আমি। যদি তুমি এইরূপ স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে, আর কোন কথা গোপন করিও না, সমস্তই স্বীকার কর। আমরা সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারিলে, তোমার বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও যেরূপে পারি তোমাকে বাঁচাইব।

বিরাম। আমাকে বাঁচান, আর না বাঁচান, আমি আর মিথ্যা কথা কহিব না।

আমি। মেহেরুন্নেসা কে?

বিয়াম। সে হামিদা নাম্নী একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের কন্যা।

আমি। সে এখন কোথায়?

বিয়াম। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। কত দিবস পর্য্যন্ত তুমি তাহার সন্ধান পাও নাই?

বিয়াম। অতি অল্প দিবস।

আমি। তুমি তাহাকে কোথায় পাইয়াছিলে?

বিয়াম। তাহার বাল্যকালে তাহাকে তাহার মাতার নিকট হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছিল।

আমি। কে চুরি করিয়া আনিয়াছিল?

বিয়াম। ইস্মাইল ও হোসেন।

আমি। তাহাকে চুরি করিয়া কোথায় রাখিয়াছিল?

বিয়াম। ইস্মাইল তাহাকে আপনার নিকট রাখিয়াছিল। পরিশেষে আমি তাহাকে অর্থ দিয়া মেহেরুন্নেসাকে আমার বাড়ীতে লইয়া আসি। যাহাতে এই সকল কথা সে গোপন রাখে। তাহার নিমিত্ত ইস্মাইলকে মধ্যে মধ্যে অনেক অর্থ প্রদান করি।

আমি। মেহেরুন্নেসা তাহা হইলে, তোমার বাড়ী হইতে চলিয়া গেল কেন?

বিয়াম। আমি তাহাকে প্রতিপালন করিয়া তাহাকে বড় করি, ও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে আরম্ভ করি, ও পরিশেষে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হই। সে বৃদ্ধের সহিত বিবাহ করিতে সম্মত না হইয়া আমার ঘর হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে।

আমি। তাহার কোনরূপ সন্ধান কর নাই?

বিরাম। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, ও একস্থানে তাহাকে দেখিতেও পাইয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে সে যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা আর কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি। আয়েষাকে তুমি পাইলে কোথায়?

বিরাম। তাহাকেও আমি ইস্মাইলের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি। তাহাকে আনিবার কারণ?

বিরাম। মেহেরুন্নেসা ও আয়েষা দেখিতে প্রায় একই রূপ, যদি তাহাকে লইয়া মেহেরুন্নেসাকে ভুলিতে পারি, এই নিমিত্ত তাহাকে আমি আনিয়াছি।

আমি। তাহাকে ইস্মাইল কোথা হইতে পাইল?

বিরাম। তাহা আমি জানি না, কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত সে তাহার নিকট ছিল, ইহা আমি জানিতাম।

আমি। তুমি আয়েষাকে কি বিবাহ করিবে?

বিরাম। হাঁ, নিকা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমি। তাহাকে তুমি নিজের বাড়ীতে না রাখিয়া আবদুলের বাড়ীতে রাখিয়াছ কেন?

বিরাম। আপনাদিগের যেরূপ গোলযোগ দেখিতেছি, তাহাতে মনে মনে ভয় পাইয়াছিলাম। পাছে আয়েষাকে লইয়াও আপনারা টানাটানি করেন, এই ভয়ে তাহাকে আবদুলের বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছি।

আমি। তুমি যে হোসেনের নাম করিলে, সে কে?

বিরাম। আমাকেই কেহ কেহ সময় সময় হোসেন বলিয়া ডাকিত।

আমি। তাহা হইলে ইস্মাইলের সহিত তুমিই মেহেরু-ন্নেসাকে চুরি করিয়া আনিয়াছিলে?

বিরাম। যাহা বলেন।

আমি। তুমি জান, আয়েষা ও মেহেরুন্নেসার মধ্যে কোনরূপ সংস্রব আছে কি না?

বিরাম। আমি শুনিয়াছি, তাহারা দুই ভগ্নী। উভয়েই হামিদার কন্যা।

আমি। হামিদার কেবল এই দুইটী কন্যা?

বিরাম। শুনিয়াছি, তাহার আর একটী কন্যা ছিল। সে বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি। কি? তাহা হইলে হামিদার তিনটী কন্যা হইয়াছিল?

বিরাম। আমি ত এইরূপই শুনিয়াছি; কিন্তু ঠিক বলিতে পারি না।

আমি। তুমি শুনিয়াছ যে, একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে?

বিরাম। হাঁ শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি।

আমি। সেটী কাহার মৃতদেহ?

বিরাম। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। আয়েষা বা মেহেরুন্নেসার সহিত ঐ মৃতদেহের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমান হয় না?

বিরাম। কতকটা সাদৃশ্য কেন, দেখিতে ঠিক একই প্রকারের।

আমি। তুমি ত মৃতদেহ দেখিয়াছ, কিন্তু উহার বয়স কত তোমার অনুমান হয়?

বিয়াম। উহার বয়ক্রম ২০ বৎসরের কম হইবে না, বরং আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা।

আমি। আমি অনুমান করিতেছিলাম ১৫।১৬ বৎসর।

বিয়াম। না মহাশয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। উহা যাহার মৃতদেহ, তাহা যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার অনুমান সত্য, কি আপনার অনুমান সত্য।

আমি। তুমি আয়েষাকে এখন আপন বাড়ীতে লইয়া যাও। সেইস্থানে উহাকে যত্নের সহিত রাখিয়া দেও, ও তাহাকে বলিয়া দেও যে, তাহার নিকট হইতে যদি কোন কথা আমাদিগের জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, সে যেন প্রকৃত কথা কহে। আরও একটী কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বিয়াম। কি ?

আমি। মেহেরুন্নেসাকে যদি এখন পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তুমি তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ ?

বিয়াম। যাহার জন্য আমার প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহাকে আর আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি ? যাহার শোক নিবারণ করিবার মানসে আয়েষাকে আনিয়া আপন ঘরে স্থান দিতে বসিয়াছি, তাহাকে পাইলে আমি তাহাকে গ্রহণ করিব কিনা, তাহা কি আর আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। সে এখন কোথায়, তাহা কি আপনি অবগত আছেন ?

আমি। সে যে এখন কোথায় আছে, তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু যদি কোন স্থানে তাহার অনুসন্ধান পাই, তাহা হইলে সে সংবাদ আমি তোমাকে প্রদান করিব।

বিয়ামের সহিত এই সকল কথাবার্ত্তা হইবার পর, বিয়াম সে দিবস প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, যখন তাঁহাকে প্রয়োজন হইবে, সংবাদ দিলেই তিনি তখনই আগমন করিবেন ও তাঁহার সাধ্যমত আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

বিয়াম আমাদিগকে তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য করিতে যে কেন ইচ্ছুক হইলেন, তাহার কারণ পাঠকগণ কি কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছেন? যদি না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি বালিকা চুরি প্রভৃতি যে সমস্ত অন্যায় ও আইন-বহির্গত কর্ম্ম করিয়াছেন, আমরা তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে কোনরূপে অভিযুক্ত করিলাম না, অধিকন্তু তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মেহেরুন্নেসার অনুসন্ধান করিয়া দিতে একরূপ প্রতিশ্রুত হইলাম।

বিয়াম থানা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল লোক জনের উপর এই হত্যার সন্দেহ করিয়াছিলাম, বা যাহাদিগকে একরূপ আবদ্ধও করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদিগকেও অব্যাহতি প্রদান করিয়া এই অনুসন্ধানের নূতন পন্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিয়াম্নের সহিত যে দিবস আমার কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর দিবস অতি প্রত্যূষে আমি হামিদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হামিদার বাড়ী আমি পূর্ব্ব হইতেই চিনিতাম, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

হামিদা যে বাড়ীতে থাকে, তাহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী। নিতান্ত নীচ পল্লীর মধ্যে উহা স্থাপিত না হইলেও ভদ্রপল্লীতে উহা স্থাপিত নহে। বাড়ীখানা দোতলা। নীচের তলায় দুইটী ও উপরে বড় গোছের একটী মাত্র ঘর আছে। তৎব্যতীত একটু আলাহিদা রন্ধনের স্থানও আছে।

যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, উহার সেনাক্ত লইয়াই হামিদার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সুতরাং তাহার নিজের বৃত্তান্ত আমি বিশেষ কিছুই অবগত ছিলাম না, বা তাহার বাড়ীর ভিতর এ পর্য্যন্ত কখন প্রবেশও করি নাই। হামিদা আমাকে দেখিবামাত্রই আমাকে তাহার সেই উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। উপরে উঠিবার সময় দেখিলাম, নীচের একটী ঘরে একটী অর্দ্ধ বয়স্ক লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, বা তিনিও আমাকে কিছুই বলিলেন না। আমি হামিদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম। ঐ ব্যক্তি যে কে, তাহার পরিচয় সেই সময় না পাইলেও পরিশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম, উনিই আজকাল

হামিদার একরূপ অবলম্বন স্থল। কিন্তু হামিদা উহার আশ্রিতা কি উনিই হামিদার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে হামিদার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, হামিদার উপর প্রভুত্ব জন্মাইয়া থাকেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। কারণ ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ প্রয়োজন হইয়াছিল না। আমি হামিদার উপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলাম। ঐ ঘরটীর অবস্থা কিরূপ, তাহার পরিচয় বিশেষরূপে প্রদান না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতায় যে সকল বাড়ীতে বাইজীগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহাদিগের "মজুরা"র ঘর যেরূপ, বা যেরূপ উপাদানে প্রায় সজ্জিত থাকে, এই ঘরটীও প্রায় সেইরূপ অনুকরণে সজ্জিত। আমি সেই ঘরের মধ্যস্থিত বিস্তৃত বিছানার উপর উপবেশন করিলে, হামিদা বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এরূপ অসময়ে এখানে আপনার পদার্পণ হইল কেন?"

আমি। বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া।

হামিদা। কি প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারি না কি?

আমি। যদি জানিতেই না পারিবে, তাহা হইলে আর আমি এখানে আসিব কেন? তোমাকে বলিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি।

হামিদা। বলুন।

আমি। তুমি মেহেরুন্নেসার কোনরূপ সন্ধান পাইয়াছ কি?

হামিদা। না মহাশয়, আমি তাহার কিছুই সন্ধান করিতে

উঠিতে পারি নাই। আপনি তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি?

আমি। না, এখনও পাই নাই, কিন্তু পাইবার খুব সম্ভাবনা আছে। যদি আমি তাহার কোনরূপ সন্ধান করিতে পারি, তাহা হইলে তুমি তাহাকে কি করিবে?

হামিদা। আপন কন্যাকে আর কি করিয়া থাকে? আমি তাহাকে আপন বাড়ীতে আনিব।

আমি। তুমি বিয়াম নামক কোন ব্যক্তিকে চিন কি?

হামিদা। না, আমি চিনি না, কিন্তু তাহার নাম শুনিয়াছি। মেহেরুন্নেসাই আমাকে তাহার সমস্ত বিষয় বলিয়াছে।

আমি। যদি মেহেরুন্নেসাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বিয়ামের সহিত তাহার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছ?

হামিদা। আমি প্রস্তুত থাকিলে কিছুই হইবে না। ইহাতে মেহেরুন্নেসার অভিমত চাই। সে আমাকে বলিয়াছে, ও আপনিও তাহা অবগত আছেন যে, সে বিয়ামের সহিত বিবাহ করিতে সম্মত নহে। এই নিমিত্তই সে তাহার ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

আমি। সে যাহা হউক, যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই মৃতদেহ দেখিয়া তোমার প্রথমে কি অনুমান হইয়াছিল?

হামিদা। আমার মনে হইয়াছিল, উহা আমার কন্যা মেহেরুন্নেসার মৃতদেহ।

আমি। আরও তোমার মনে হইয়াছিল, বিয়াম উহাকে হত্যা করিয়াছে?

হামিদা। না, তখন তাহা আমার মনে উদিত হয় নাই;

কারণ আমি সেই সময় অবগত ছিলাম না যে, বিয়ামের দ্বারা সে প্রতিপালিতা হইতেছিল।

আমি। মেহেরুন্নেসা যে মরে নাই, এ সন্দেহ এখন তোমার মিটিয়া গিয়াছে ?

হামিদা। তাহা গিয়াছে বৈকি। মৃতদেহ পাইবার পরে যখন তাহাকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছি, তখন আর কি করিয়া বলিব যে, সে মরিয়া গিয়াছে ?

আমি। তোমার বড় কন্যা কোথায়, তাহা কিছু বলিতে পার ?

হামিদা। কে আয়েষা! না মহাশয়, তাহার কথা আমি কিছুই অবগত নহি। যে পর্য্যন্ত আমি মেহেরুন্নেসাকে দেখিতে পাইয়াছি, সেই পর্য্যন্তই আমাব ইহা দৃঢ় বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে যে, ঐ মৃতদেহ আমার কন্যা আয়েষার।

আমি। আয়েষা ও মেহেরুন্নেসা উভয়েই কি দেখিতে একই প্রকার ?

হামিদা। আমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, তাহারাও দেখিতে ঠিক সেইরূপ। তবে আমার বয়ঃক্রম কিছু অধিক হইয়াছে, আর তাহারা আমরা কন্যা, এই মাত্র প্রভেদ।

আমি। তাহা হইলে, তোমার বিশ্বাস যে, আয়েষারই মৃতদেহ তুমি দেখিয়াছ ?

হামিদা। সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। আর যদি আয়েষা জীবিতা থাকে ?

হামিদা। এরূপ ভাগ্য আমার কি আর হইবে ? আমি কি আর তাহাকে দেখিতে পাইব ?

আমি। পাইবে, সে জীবিতা আছে।

হামিদা। কোথায় মহাশয়?

আমি। যেখানে হউক, সে মরে নাই, সে জীবিতা আছে। গত কল্য আমি তাহাকে দেখিয়াছি।

হামিদা। মহাশয় আপনি আমার সহিত উপহাস করিবেন না, প্রকৃতই কি আমার আয়েষা জীবিতা আছে?

আমি। তোমার সহিত আমি উপহাস করিব কেন? সে প্রকৃতই জীবিতা আছে। আমি তোমার নিকট যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, তাহা যদি আমাকে যথার্থ কহ, তাহা হইলে, আমি আয়েষাকে আনিয়া তোমার হস্তে এখনই সমর্পণ করিব। আর যদি মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে জানিও, আয়েষা বা মেহেরুন্নেসাকে আর দেখিতে পাইবে না।

হামিদা। আমি মিথ্যা কথা কহিব না, আপনি যাহাই কেন জিজ্ঞাসা করুন না, সমস্তই প্রকৃত কথা কহিব।

আমি। দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা আমি এখনই জানিতে পারিব, কারণ তোমার অনেক বিষয় আমি অবগত আছি।

হামিদা। আমি মিথ্যা কহিব কেন?

আমি। তোমার মোট কয়টী কন্যা?

হামিদা। দুইটী; আয়েষা ও মেহেরুন্নেসা, একথা তো আমি আপনাকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়াছি।

আমি। পূর্ব্ব হইতেই আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছ, ও এখনও সেই মিথ্যা কথার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতেছ না।

হামিদা। কেন মহাশয়, আমি কি মিথ্যা কথা কহিলাম?

আমি। তোমার দুইটী কন্যা নহে।

হামিদা। কয়টী?

আমি। সর্ব্ব শুদ্ধ তোমার যে কয়টী কন্যা হইয়াছে, তাহার সঠীক সংবাদ আমি এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তবে এখন যতদূর পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তোমার কন্যা তিনটী।

হামিদা। মিথ্যা কথা। একথা আপনাকে কে বলিল?

আমি। মেহেরুন্নেসা বলিয়াছে, আয়েষা বলিয়াছে, আরও এক ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয় অবগত আছে, সেও বলিয়াছে।

হামিদা। মহাশয়, সে অতিশয় গোপনীয় কথা, আমি সে সকল বিষয় কিরূপে প্রকাশ করি?

আমি। প্রকাশ না করিলে চলিবে না, বিশেষ যখন আমি তোমার প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবগত হইতে পারিয়াছি, তখন তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না।

হামিদা। আপনি যখন সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছেন বলিতেছেন, তখন আমিও আপনার নিকট কোন কথা আর গোপন করিব না। কিন্তু মহাশয় আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, ঐ সকল কথা আপনি কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না।

আমি। দেখ হামিদা, আমি তোমার নিকট কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, অপর কোন ব্যক্তির নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিবার কোনরূপ প্রয়োজন আমি দেখিতেছি না, কিন্তু পরিশেষে প্রয়োজন হইবে কিনা, তাহাও আমি বলিতে পারি না। তবে আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বিনা প্রয়োজনে ঐ সকল কথা আমি কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।

আরও এক কথা তুমি মনে রাখিও, তুমি আমার নিকট তোমার সমস্ত বিষয় যদি অকপটে প্রকাশ না কর, তাহা হইলে, আমিও কোন কথা তোমাকে বলিব না, আয়েষা বা মেহে-রুন্নেসার কোনরূপ অনুসন্ধান তুমি আমার নিকট হইতে কিছুতেই প্রাপ্ত হইবে না। ইহাই বিবেচনা করিয়া তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিতে পার।

হামিদা। আচ্ছা মহাশয়, আমি আর কোন কথা আপনার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিব না। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমি। আচ্ছা, এখন বল, তোমার গর্ভে কয়টী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করে।

হামিদা। তিনটী।

আমি। কে কে?

হামিদা। আয়েষা, মেহেরুন্নেসা ও লুৎফন্নেসা।

আমি। ইহাদিগের মধ্যে সকলের বড় কে?

হামিদা লুৎফন্নেসা।

আমি। সে এখন কোথায়?

হামিদা। তাহা জানিনা।

আমি। তাহার নাম আমার নিকট এ পর্য্যন্ত প্রকাশ কর নাই কেন?

হামিদা। সে অতিশয় গোপনীয় কথা, এই নিমিত্ত উহা আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই। আপনি কেন, এ পর্য্যন্ত আমি অপর কাহার নিকট ঐ কথা বলি নাই। লুৎফন্নেসা নাম্নী যে আমার একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহা দুই একজন ব্যতীত

অপর আর কেহ যে অবগত আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। আমার অপর কন্যাদ্বয় যে তাহা অবগত আছে কি না, তাহাত আমি জানি না।

আমি। বিশেষ গোপনীয় কথা হইলেও তাহা এখন আমার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।

হামিদা। তাহা কাজেই করিব। ঐ সকল কথা বলিতে হইলে, পূর্ব্বে সংক্ষেপে আমার পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

আমি। ভালই, তুমি তোমার সমস্ত পরিচয় আমাকে প্রদান কর। তাহা হইলেই আমি অনায়াসেই সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিব।

হামিদা। মহাশয় আমি আমার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। কিন্তু উহা অতিশয় গোপনীয় কথা, যাহাতে এই সকল বিষয় প্রকাশ না হয়, সে বিষয়ে আপনি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিবেন। আমার নাম হামিদা নহে বা আমি জাতিতে মুসলমানও নহি। আমি কোন সম্ভ্রান্ত ইহুদির কন্যা। আমার পিতার দেশব্যাপী সওদাগরি ব্যবসা আছে। সওদাগর মহলে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ও সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপ মান্য করিয়া থাকেন। আমিই তাঁহার একমাত্র কন্যা। হিন্দুদিগের ন্যায় বাল্যকালেই তিনি আমায় বিবাহ দেন। যাহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তিনি একজন দেশ বিখ্যাত সওদাগরের পুত্র। আমার বিবাহের পর আমি আমার স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে থাকি। সময় মত তাঁহার ঔরসে আমার একটী কন্যা হয়, কিন্তু ঐ কন্যা জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিধবা হই। আমি যে কেবল মাত্র বিধবাই

হই তাহা নহে, বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। অপর একজন ইহুদি যুবক আমাকে আমার ঘরের বাহির করিয়া লইয়া যায়। যে সময় আমি আমার স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করি, সেই সময় আমার প্রথমা কন্যাটী সেই স্থানেই রহিয়া যায়।

যে ইহুদি আমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল। ক্রমে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি জনৈক মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করি ও সেই সময় হইতেই আমি হামিদা বলিয়া অভিহিত হইতে থাকি। সেই সময় ক্রমে ক্রমে আয়েষা ও মেহেরুন্নেসা নাম্নী অপর দুইটী বালিকাও জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর সেই মুসলমানটীকেও আমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্য বার-বনিতার জীবন অবলম্বনে দিন যাপন করিতে আরম্ভ করি। আমার কন্যা-দ্বয়কেও সেইরূপে জীবন যাপন করাইতে মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু মেহেরুন্নেসা বাল্যকাল হইতেই অপহৃত হয় বলিয়া, তাহাকে আর সে পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হই না। আয়েষাকে সেই পথ অবলম্বন করাইয়াছিলাম, ও তাহারই উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া দিন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেও পরিশেষে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের উভয়ের আশাই আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি আপনি আমার উপর কৃপা দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে পুনরায় আমি উভয়কেই যে প্রাপ্ত হইব, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায় ছিল।

হামিদা। এই সহরেই।

আমি। তাহার এখন কে আছেন?

হামিদা। তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ তাহাদিগের কোন সন্ধান আমি রাখি না।

আমি। তোমার প্রথমা কন্যাটী কোথায়?

হামিদা। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। সে জীবিতা আছে কি?

হামিদা। তাহাও আমি জানি না।

আমি। তুমি কত দিবস তাহার কোনরূপ সন্ধান লও নাই?

হামিদা। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর আর আমি তাহার কোনরূপ সন্ধান লই নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসর গত হইল, একবার তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম।

আমি। কিরূপ সন্ধান পাইয়াছিলে?

হামিদা। ঐ বাড়ীর একটী পরিচারিকার সহিত হটাৎ আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই আমি ঐ কন্যাটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আমি। কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

হামিদা। আমার স্বামীর নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাহার সে একটী বালিকা ছিল, সে কত বড় হইয়াছে, ও কেমন আছে।

আমি। তাহাতে সে কি বলে?

হামিদা। তাহাতে সে কহে, সে বড় হইয়াছে, ভাল আছে, ও তাহার বিবাহ হইয়াছে। এখন সে স্বামীর ঘর করিয়া থাকে।

আমি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কোথায় তাহার বিবাহ হইয়াছে?

হামিদা। না।

আমি। কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে ?

হামিদা। তাহাকে আমি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করি না।

আমি। যে পর্য্যন্ত তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, তাহার পর আর তুমি তাহাকে কখন দেখিয়াছ ?

হামিদা। না।

আমি। তাহা হইলে এখন সে দেখিতে কেমন হইয়াছে ও কত বড়টী হইয়াছে, তাহা তুমি বলিতে পার না ?

হামিদা। না।

আমি। তুমি তোমার শ্বশুর বাড়ী আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে ?

হামিদা। তাহা পারি। দিনমানে আমি সেই স্থানে যাইব না, রাত্রিকালে গাড়ীর মধ্যে থাকিয়া ঐ বাড়ী চুপে চুপে আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি।

আমি। আজ রাত্রিতেই তবে তোমাকে আমার সহিত গমন করিতে হইবে।

হামিদা। তাহা যাইব। কিন্তু আমার আয়েষাকে কখন আমি প্রাপ্ত হইব ?

আমি। অদ্য রাত্রিতেই আয়েষার সহিত আমি তোমার সাক্ষাৎ করাইব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস রাত্রিতেই হামিদা আমার সঙ্গে গমন করিয়া তাহার শ্বশুরালয় আমাকে দেখাইয়া দিল। আমি সেই প্রদেশে কেবলমাত্র গমন করিয়াছি, কাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ঐ বাড়ীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল অবগত হইতে পারিব তাহার কিছুই জানি না; সুতরাং আমাকে সেই স্থানের স্থানীয় পুলিসের সাহায্য লইবার আবশ্যক হইয়া পড়িল। আমার নিকট সেই প্রদেশীয় পুলিশের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর এক পত্র ছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। ঐ পত্রসহ আমি সেই থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিলাম ও তাহাকে উহা দেখাইলে, তিনি তাঁহার সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হামিদার সহিত আমি যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই রাত্রিতেই আমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। আয়েষার সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, কিন্তু তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে দিলাম না। কারণ আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে, আয়েষাকে কিয়ৎ-পরিমাণে আমাদিগের হস্তগত করিয়া রাখিতে পারিলে, অনেক প্রকারে হামিদার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিব। হামিদা আয়েষাকে দেখিতে পাইল সত্য, কিন্তু সে যে এখন কাহার আশ্রিতা, তাহা তাহাকে বুঝিতে দিলাম না। সেই থানার যে

ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আমি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া পর দিবস সন্ধ্যার সময় আমাকে একটী বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখাইয়া দিলেন ও কহিলেন, যে ইহুদি বাড়ীর সংবাদ গ্রহণের আবশ্যক, এই বৃদ্ধ মুসলমান অনেক দিবস হইতে সেই বাড়ীতে চাকরী করিতেছে। যে সময় হামিদা ঘরের বাহির হইয়া যায়, সেই সময়ও এই ব্যক্তি ঐ বাড়ীতে চাকরি করিত।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি ঐ বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। দেখিলাম, সে একটী কাপিখানার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই কাপিখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যে স্থানে সেই বৃদ্ধ উপবেশন করিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম। দোকানদার সেই বৃদ্ধকে এক পেয়ালা কাপি আনিয়া দিল। কাপির দাম আমি প্রদান করিলাম। কাপির দাম আমাকে প্রদান করিতে দেখিয়া সেই বৃদ্ধ কহিল "আপনি আমার কাপির দাম প্রদান করিলেন কেন?"

আমি। আমি এই স্থানে প্রায়ই আসিয়া থাকি, ও এইরূপে অনেককেই কাপি খাওয়াইয়া থাকি। এই নিমিত্ত তোমার কাপির দামও আমি প্রদান করিয়াছি। আরও ইচ্ছা কর, ত পান কর, তাহার দামও আমি প্রদান করিব।

বৃদ্ধ। আপনি পান করিলেন না?

আমি। আমার শরীর আজ কিছু গরম বোধ হইতেছে, সেই জন্য আজ আমি আর উহা পান করিব না?

বৃদ্ধ। আপনি কোথায় থাকেন।

আমি। আমি এই সহরেই থাকি। কেন তুমি কি আমাকে চিন না?

বৃদ্ধ। না মহাশয়, আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।

আমি। আমি তোমাকে চিনি।

বৃদ্ধ। আপনি আমাকে চিনেন?

আমি। হাঁ, তুমি ইহুদির বাড়ীতে কর্ম্ম কর।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমি সেই স্থানে কর্ম্ম করিয়া থাকি।

আমি। তোমার নিকট আমি কিয়ৎ পরিমাণে ঋণগ্রস্থ আছি, তাহা তোমার মনে হয় কি?

বৃদ্ধ। না মহাশয়, আপনি আমার নিকট ঋণগ্রস্থ থাকিবেন কেন?

আমি। তোমার মনে নাই, কিন্তু আমি ভুলি নাই। আজ কয়েক মাস হইল, আমি বিশেষ কোন প্রয়োজনবশতঃ তোমার মনিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তোমার মনিব সেই সময় বাহিরে ছিলেন না, অন্দরে ছিলেন। তুমিই গিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান কর ও তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত আমি তোমাকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সময় আমার নিকট টাকা না থাকায়, আমি তোমাকে কিছুই প্রদান করিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম না। তাহার পর তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং আমার কথাও আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। আজ তোমার সহিত হটাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছি ও এত দিবস পরে আমার অঙ্গীকৃত ঋণ হইতেও মুক্তিলাভ করিবার সময় পাইয়াছি।

এই বলিয়া আমি আমার পকেট হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া ঐ বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলাম। ঐ সামান্ত অর্থ পাইয়াই বৃদ্ধ যে কতদূর সন্তুষ্ট হইল, তাহা বলিতে পারি না।

বৃদ্ধ। আপনারা বড়লোক, আপনারা সহজে কোন কথা ভুলেন না, কিন্তু আমরা দরিদ্র লোক, আমরা সহজেই সমস্ত ভুলিয়া যাই।

আমি। তোমার মনিব ভাল আছেন?

বৃদ্ধ। আছেন।

আমি। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার প্রয়োজন আছে। আর এক দিবস আমি তোমাদের বাড়ীতে গমন করিব।

বৃদ্ধ। আপনি যখন গমন করিবেন, তখনই আমি আমার মনিবকে ডাকিয়া দিব। আমি অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে কার্য্য করিতেছি বলিয়া, আমার কোন স্থানে গমন করিতে নিষেধ নাই। এমন কি যখন আমার মনিব শয়ন করিয়া থাকেন, সেই সময়ও আমি তাঁহার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকি।

আমি। তুমি যে অনেক দিবস হইতে ঐ বাড়ীতে আছ, তাহা আমি অবগত আছি। কারণ যে সময় তোমার মনিবের বাড়ী হইতে একটী স্ত্রী বাহির হইয়া যায়, সেই সময় তোমার মনিবের সঙ্গে আমি তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। সেই সময় আমি তোমাকে সেই স্থানেই দেখিয়াছিলাম। সে অনেক দিবসের ঘটনা।

বৃদ্ধ। সে অনেক দিবসের কথা। এত দিবসের কথাও আপনার মনে আছে?

আমি। মনে আর না থাকিবে কেন? ভাল, যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন একটী পুরাতন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে সময় সেই স্ত্রীলোকটী তোমার মনিবের বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় সে তাহার একটী কন্যাকে ফেলিয়া গিয়াছিল। এখন সেই কন্যাটী কত বড় হইয়াছে?

বৃদ্ধ। সে বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে বাস করে।

আমি। তাহার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

বৃদ্ধ। এই নগরেই তাহার শ্বশুরবাড়ী।

আমি। এই নগরের কোন্ স্থানে?

বৃদ্ধ। আমি সেই স্থানের নাম জানি না। তবে যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি ঐ বাড়ী আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি।

আমি। ঐ বাড়ী দেখিবার আমার একটু প্রয়োজন ছিল। যদি তুমি এখন আমাকে ঐ বাড়ী দেখাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতে পারি।

বৃদ্ধ। আপনার কাছে আর পুরস্কার কি লইব? চলুন এখনই আমি ঐ বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি। কিন্তু উহা এখান হইতে অনেক দূরে।

আমি। আমার গাড়ি আছে, যতই দূর হউক না কেন, কতক্ষণ লাগিবে?

এই বলিয়া আরও পাঁচটী টাকা আমি বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলাম। সে উহা গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইল ও কহিল

"তবে আসুন, আমি এখনই গিয়া ঐ বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।"

আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম। রাস্তায় একখানি গাড়ি আমি পূর্ব্ব হই-তেই রাখিয়া দিয়াছিলাম, আমরা উভয়েই ঐ গাড়িতে আরো-হণ করিয়া বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত গমন করিতে লাগিলাম। যাই-বার সময় আমি সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঐ বাড়ীতে তোমার যাতায়াত আছে?"

বৃদ্ধ। আমি প্রায়ই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকি। ঐ বাড়ীতে যাইবার প্রয়োজন হইলে আমার মনিব আমাকেই ঐ স্থানে পাঠাইয়া থাকেন।

আমি। বাড়ীর ভিতর তুমি যাও?

বৃদ্ধ। বাড়ীর ভিতর যাই বৈ কি।

আমি। সেই বালিকার সহিত তোমার দেখা শুনা হয়?

বৃদ্ধ। কেন হইবে না?

আমি। শেষে কত দিবস হইবে তুমি সেইখানে গিয়াছিলে?

বৃদ্ধ। ২০।২২ দিন হইবে, আমি গিয়াছিলাম। তাহার পর আর যাই নাই।

আমি। সেই দিবস সেই বালিকার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

বৃদ্ধ। তাহার নিমিত্ত একটী দ্রব্য লইয়া আমি সেইস্থানে গমন করিয়াছিলাম, ও ঐ দ্রব্য তাহার হস্তে প্রদান করিয়া আসি।

আমি। আমি তোমাকে আর একটী সামান্য কার্য্যের

ভার দিতেছি, তাহা তুমি করিতে পারিবে কি? যদি পার, তাহা হইলে আরও দশটী টাকা আমি তোমাকে প্রদান করিব।

বৃদ্ধ। আমায় কি কার্য্য করিতে হইবে?

আমি। আমি ঐ বাড়ীর একটু দূরে থাকিব। তুমি গাড়ি হইতে নামিয়া যেরূপ ভাবে ঐ বাড়ীতে গমন করিয়া থাক, সেইরূপ ভাবে ঐ বাড়ীর ভিতর গমন করিবে। যদি কেহ তোমাকে বাড়ীর ভিতর গমন করিতে নিষেধ করে, তাহা তুমি শুনিও না।

বৃদ্ধ। বাড়ীর ভিতর গমন করিয়া আমাকে কি করিতে হইবে?

আমি। সেই বালিকাটীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে।

বৃদ্ধ। তাহাকে কিছু বলিতে হইবে, কি না?

আমি। তাহাকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র তুমি নিজ চক্ষে তাহাকে দেখিয়া আসিবে।

বৃদ্ধ। তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ, তাহা হইলে আমি কি বলিব?

আমি। তাহা হইলে এই বলিও যে, আজ কয়েক দিবস তোমার মনিব তাহার সংবাদ পান নাই, এই নিমিত্ত তিনি কেমন আছেন তাহাই জানিবার নিমিত্ত তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তুমি চলিয়া আসিও। কিন্তু বালিকা-টীকে তোমার নিজের চক্ষে দেখিয়া আসা চাই।

বৃদ্ধ। এ অতি সামান্য কথা। ইহা আর আমি পারিব না? আমি এখনই গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া বৃদ্ধ গাড়ি হইতে অবতরণ করিল। আমি দশটী টাকা তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। বলা বাহুল্য, আমিও তাহার অলক্ষিতে ঐ গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, আমিও নিকটবর্ত্তী এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঐ বৃদ্ধ সেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া আমার গাড়ির দিকে গমন করিতে লাগিল। আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সেই গাড়িতে গিয়া আরোহণ করিলাম। বৃদ্ধও আসিয়া সেই গাড়িতে উঠিল।

আমি। কেমন, ঐ বালিকার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইল?

বৃদ্ধ। না।

আমি। কেন?

বৃদ্ধ। সে ঐ বাড়ীতে নাই।

আমি। কোথায় আছে?

বৃদ্ধ। তাহা বলিতে পারি না।

আমি। কি জানিতে পারিলে?

বৃদ্ধ। কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। কেন?

বৃদ্ধ। কেহ কহিল, বিসূচিকা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেহ কহিল, সে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যে ঘরে সে থাকিত, আমি সেই ঘর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে কেহ নাই, তালা বন্ধ আছে।

আমি। যেরূপ অবস্থা দেখিলে, তাহাতে তোমার কি অনু-মান হয়?

বৃদ্ধ। আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিতেছি না। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এখনই গিয়া আমি এই সংবাদ আমার মনিবকে প্রদান করি।

ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, তোমার মনিবকে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আমিও তোমার সঙ্গে গমন কবিব ও তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিব। আমি শুনিয়াছি, সে একস্থানে আছে, তুমি আমার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাকে দেখিয়া লও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, সে মরিয়া গিয়াছে, কি বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে ত?

বৃদ্ধ। আমি তাহাকে দেখিলে আর চিনিতে পারিব না? তাহার ছায়া দেখিলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব।

বৃদ্ধের সহিত এই সকল কথা হইবার পর আমি তাহাকে লইয়া বিয়ামের বাড়ীতে গমন করিলাম ও আয়েষাকে ডাকা-ইয়া বৃদ্ধকে দেখাইলাম। বৃদ্ধ দূর হইতে আয়েষাকে দেখিয়াই কহিল "হাঁ মহাশয়! এই তিনি!"

এই বলিয়া বৃদ্ধ আয়েষার নিকটবর্ত্তী হইল ও তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিয়া কহিল "ইনি দেখিতে ঠিক সেইরূপ, কিন্তু ইনি তিনি নহেন।"

আমি। তুমি বেশ চিনিতে পারিয়াছ যে ইনি তিনি নহেন?

বৃদ্ধ। হাঁ মহাশয়, আমি বেশ চিনিয়াছি। আমি তাহাকে

বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি বলিয়াই, আমি চিনিতে পারিতেছি যে ইনি তিনি নহেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। যাহারা দুই একবার মাত্র দেখিয়াছে, তাহারা কখনই ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিবে না।

আয়েষা যে হামিদার প্রথমা কন্যা নহেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। এখন বৃদ্ধের কথায় বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, হামিদার কন্যা প্রায়ই দেখিতে ঠিক একই প্রকার।

এই অবস্থা অবগত হইতে পারিয়াই আমি সেই বৃদ্ধের সহিত তাহার মনিবের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ আমাকে তাহার মনিবের নিকট লইয়া গেল ও কহিল "এই ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" সেই ইহুদি আমাকে তাঁহার সন্নিকটে বসিবার আসন প্রদান করিলেন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন?"

আমি। হাঁ।

ইহুদি। কি প্রয়োজন বলিতে পারেন? আপনাকে ইতি-পূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আপনি কে?

আমি। আমি একজন সরকারী কর্ম্মচারী।

ইহুদি। সরকারী কর্ম্মচারী—কোন্ আফিসে কর্ম্ম করিয়া থাকেন?

আমি। আমি পুলিস-বিভাগে কার্য্য করি।

ইহুদি। আপনার কি প্রয়োজন?

আমি। একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে,

পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, একথা আপনি শুনিয়াছেন কি?

ইহুদি। হাঁ, একখানি সংবাদপত্রে উহা পাঠ করিয়াছিলাম।

আমি। যে স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে, সে যে কে, তাহা আপনি কিছু শুনিয়াছেন কি?

ইহুদি। না, তাহা আমি অবগত নহি।

আমি। আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

ইহুদি। আপনি অবলীলাক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমি। লুৎফন্নেসা এখন কোথায়?

ইহুদি। আমাদিগের বাড়ীতে এরূপ কোন স্ত্রীলোক ত নাই।

আমি। আছে বৈকি? আমি বিশেষ না জানিয়া আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। কন্যার পিতা, ঐ কন্যার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ইহ-জীবন পরিত্যাগ করেন।

ইহুদি। হাঁ, হইয়াছে। তাহার নাম তো লুৎফন্নেসা নহে, তবে কেহ কেহ আদর করিয়া তাহাকে ঐ মুসলমান নামে অভিহিত করিত বটে। তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

আমি। তিনি এখন জীবিত আছেন কি না, আর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এখন তিনি কোথায় আছেন, কেবল তাহাই আমি জানিতে চাই।

ইহুদি। কারণ?

আমি। কারণ আর কিছুই নহে, কেহ কেহ কহেন, তিনিই হত হইয়াছেন!

ইহুদি। সে কি? ইহা কখন হইতে পারে না। তিনি তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

আমি। তিনি তো সেইস্থানে নাই।

ইহুদি। এ কথা আপনাকে কে বলিল?

আমি। আমি সেইস্থানে গিয়াছিলাম।

ইহুদি। আপনি সেইস্থানে গিয়াছিলেন?

আমি। কেবল আমি নহে, আপনার বৃদ্ধ পরিচারককেও আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন না কেন, তাহা হইলেই তো সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বৃদ্ধ নিকটেই ছিল, সেই ইহুদি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ইহাঁর সহিত কোনস্থানে গিয়াছিলে?

বৃদ্ধ। গিয়াছিলাম, কিন্তু কন্যাকে দেখিতে পাই নাই।

ইহুদি। তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলে?

বৃদ্ধ। করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠিক কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে যে ঘরে তিনি থাকিতেন, সেই ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ দেখিলাম। তিনি কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায়, একজন কহিল, বিসূচিকা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু অপর এক ব্যক্তি কহিল; তিনি ঘরের বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

ইহুদি। এ কথা আমাকে বল নাই কেন?

বৃদ্ধ। এই তো সেইস্থান হইতে আসিতেছি, বলিবার সময় পাই নাই।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সেই ইহুদির মনের ভাব যেন কেমন এক-রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আরও দুই তিন জন ইহুদিকে তিনি

সেইস্থানে ডাকিলেন, তাঁহারা তাহাদিগের নিজের ভাষায় কি কথাবার্ত্তা কহিয়া আমাকে কহিলেন, "আপনার কি অনুমান হইতেছে, যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কি তবে তাহারই দেহ ?"

আমি। আমার তো এইরূপ অনুমান হইতেছে।

ইহুদি। যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনরূপ নিদর্শন আছে কি ?

আমি। অপর কোন নিদর্শন নাই ; কেবল যেস্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেইস্থানে একখানি সোণার চিরুণী পাওয়া গিয়াছে। তৎব্যতীত ঐ মৃতদেহের আমি ফটোগ্রাফ রাখিয়াছি।

এই বলিয়া একখানি ফটোগ্রাফ আমার পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া পরিশেষে কহিলেন, "এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহা লুথুবই ফটোগ্রাফ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবার পর হইতেই যে সকল বিপদে পতিত ও উত্থিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলাম, যেরূপ নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদিগের সংস্রবে থাকিয়া দিন অতিবাহিত

করিয়া আসিতেছিলাম, তাহার অনেক বিবরণ পাঠকগণ অবগত হইতে পারিয়াছেন ; কিন্তু যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার মানসে আমি উহার দিকে একবারের নিমিত্তও দৃষ্টিপাত করি নাই, সেই কার্য্যের কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ক্রমে অগ্রগামী হইতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, একটু গমন করিলেই সেই পন্থা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। মেহেরুন্নেসা হত্যা হইয়াছে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রথমেই পদবিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পদ স্খলিত হইয়া গেল, মেহেরুন্নেসা সশরীরে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর আয়েষার দিকে আমাদিগের লক্ষ্য পড়িল। আয়েষা হত্যা হইয়াছেন ইহাই মনে মনে আমরা একরূপ স্থির করিয়া লইলাম, ও সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলাম। সেবারও আমাদিগের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল, আবদুলের বাড়ীতে সেই আয়েষা মূর্ত্তি আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আবার লুৎফন্নেসার উপর নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছে, দেখি, সেই বা আবার কোথা হইতে উপস্থিত হয়।

যে বাড়ীতে লুৎফন্নেসার বিবাহ হইয়াছিল, আমরা এবারে সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের সহিত সেই ইহুদিও গমন করিলেন। প্রথমতঃ গোপনীয়ভাবে আমি সেই বাড়ীতে সেই ইহুদির সহিত প্রবেশ করিলাম, অর্থাৎ সেই সময় সেই বাড়ীর কেহই আমাকে পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতে পারিল না। সেইস্থানে গমন করিয়া

আমরা যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে আমাদিগের মনে নিতান্ত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে একটী পরিচারকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে লুৎফন্নেসার কথা জিজ্ঞাসা করায় সেই কহে যে, আজ কয়েক দিবস হইল, সে রাত্রিযোগে ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর তাহার আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পরই সেই বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা কহিলেন, হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া আজ কয়েক দিবস হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পীড়িত অবস্থায় তাহার পিত্রালয়ে পর্য্যন্ত সংবাদ দিবার সময় পাওয়া যায় নাই, ও তাহার পর এই শোক সংবাদও প্রদান করিবার কোনরূপ প্রয়োজন হয় নাই।

তাহাদিগের নিকট এইরূপ ভাবের কথা অবগত হইয়া আমাদিগের মনে অতিশয় সন্দেহের উদয় হইল। আমি উহাদিগকে আর কোন কথা না বলিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আমার গাড়ি ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া একেবারে সেই প্রদেশের পুলিস বিভাগের সেই সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাকে সমস্ত কথা কহিলাম, আমার কথা শুনিয়া তাহার মনেও যেন প্রতীতি হইল যে, ঐ মৃতদেহ লুৎফন্নেসার, ও ঐ বাড়িতেই এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের সংঘটন হইয়াছে।

এবং ঐ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানের ভার নিজ হস্তেই একরূপ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া তিনি

আরও কয়েকজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে সেই স্থানে ডাকাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র সকলেই আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় লুৎফন্নেসার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার আর গোপনীয় অনুসন্ধান নহে, এবার প্রকাশ্য অনুসন্ধান; সৈনিক-বিভাগের অনুসন্ধানের ন্যায় অনুসন্ধান। আদেশ হইল, ছোট হউক, বড় হউক, সম্ভ্রমশালী হউক, বা অসম্ভ্রমশালী হউক, চাকর হউক বা দর্শক হউক, যাহাকে সেই বাড়ীতে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগের প্রত্যেককেই ধৃত করিয়া পৃথক পৃথক স্থানে রক্ষিত হউক, আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোকদিগের উপরও ঐরূপ ব্যবহার হইবে। বলাবাহুল্য, আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ সকলেই একরূপ বন্দীরূপে পৃথক পৃথক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কেবল যে ইহুদি আমার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, ও আমাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানেই ছিলেন; কেবল তিনিই বন্দী রূপে পরিগণিত হইলেন না।

এইরূপে সমস্ত ব্যক্তিগণকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিবার এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই অল্পে অল্পে সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। আমার নিকট যে ফটোগ্রাফ খানি ছিল, তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে, উহা লুৎফন্নেসার ফটোগ্রাফ। যে যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে যে সকল কথা সেই সময় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এই ক্ষুদ্র দপ্তরে

নাই। সুতরাং ঐ সকল বিষয় এই স্থান হইতে পরিত্যক্ত হইল। লুৎফন্নেসার স্বামী পরিশেষে যে সকল কথা আমাদিগের নিকট বলিয়াছিল ও যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি সেই সময় আমার পকেট বহিতে লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই এই স্থানে প্রকাশিত হইলেই পাঠক পাঠিকাগণ এই ভয়ানক ঘটনার কতক বিবরণ অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবেন। লুৎফন্নেসার স্বামী বলিয়াছিলেন—"লুৎফন্নেসার মাতা যে দুশ্চরিত্রা ছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, ইহা জানিলে আমি লুৎফন্নেসাকে কখনই আপন হৃদয়ে স্থান প্রদান করিতাম না। আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া এই বিবাহ করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহার যথোপযুক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। আঠার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লুৎফনের চরিত্রে আমি কোনরূপ কালিমা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহার পর হইতেই তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু কোন বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি না। আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে, সে কাহার সহিত প্রণয়ে আশক্তা হইয়াছে, কিন্তু কে যে তাহার প্রণয়াভিলাষী, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। তাহার পরিচারিকাগণের উপর আমার সন্দেহ হয়, তাহাদিগের মধ্যে কাহার না কাহার জ্ঞাতসারে যে এই কার্য্য হইতেছে, তাহাও আমি বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই পরিচারিকা যে কে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া আমি তাহাদিগের সকলকেই আমার বাড়ী হইতে বহির্গত করিয়া দি। এইরূপে যে সকল চাকরাণী কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদিগের মধ্যে পরিশেষে একজন

আসিয়া আমাকে কহে যে, যদি তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় বাড়ীর মধ্যে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জানিতে পারিবে যে কাহার সহিত লুৎফন অবৈধ প্রণয়ে আশক্ত হইয়াছে। ঐ পরিচারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি তাহাকে পুনরায় আমার অন্দরে স্থান প্রদান করি। পাঁচ সাত দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই সেই পরিচারিকা আমাকে কহে, জনৈক মুসলমান যুবকের সহিত লুৎফন প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে। ঐ মুসলমান যুবক যে কে, তাহা সে অবগত নহে; কিন্তু দিবাভাগে প্রায়ই সে বাড়ীর ভিতর আসিয়া থাকে ও লুৎফনকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া প্রায়ই সে দিন অতিবাহিত করে। তাহার কথা শুনিয়া আমি কহিলাম,—"কি? একজন মুসলমান যুবক তাহার প্রণয়ে আশক্ত?"

পরিচারিকা। হাঁ।

আমি। আমার বাড়ীতে আসিয়া সে এই কার্য্য করিয়া থাকে?

পরিচারিকা। হাঁ।

আমি। কোন্ সময়ে সে আমার বাড়ীতে আসে?

পরিচারিকা। দিবা ভাগে।

আমি। মিথ্যা কথা; দিবাভাগে সে আমার বাড়ীতে আগমন করে, আর আমরা তাহার কিছুই অবগত নহি?

পরিচারিকা। না, আমরা সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিয়াও অবগত হইতে পারি নাই, আপনি জানিবেন কি প্রকারে?

আমি। সে কিরূপে আসে?

পরিচারিকা। সর্ব্ব সমক্ষেই আসিয়া থাকে, আপনিও কত দিবস তাহাকে দেখিয়াছেন।

আমি। কি, আমি তাহাকে দেখিয়াছি ?

পরিচারিকা। হাঁ, আপনিও তাহাকে দেখিয়াছেন। একটী স্ত্রীলোক প্রায় মধ্যে মধ্যে পাল্কীতে করিয়া লুৎফনের নিকট আগমন করে, তাহা কি আপনি জানেন না ?

আমি। তাহাতো জানি, কিন্তু সেতো স্ত্রীলোক।

পরিচারিকা। না, সে স্ত্রীলোক নহে; সে পুরুষ মানুষ। স্ত্রীলোকের বেশে সে আসিয়া থাকে, একে ব্রহ্মদেশীয় লোক দেখিতে অনেকটা রমণীর ন্যায়, তাহার উপর গোঁফ দাড়ি নাই, ও দেখিতেও ঠিক স্ত্রীলোকের ন্যায় বলিয়াই আমরা এ পর্য্যন্ত তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। গতকল্য আমার সন্দেহ হয় ও পরিশেষে আমি জানিতেও পারি যে, সে পুরুষ মানুষ।

আমি। তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে যে, সে স্ত্রীলোক নহে ?

পরিচারিকা। এদেশীয় কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরিয়া থাকে। আমার মনে সন্দেহ হওয়ায় আমি কোনরূপ বাহানা করিয়া সকলের সম্মুখেই তাহার লুঙ্গি ধরিয়া টানি ও উহা খুলিয়া যায়। তখন সকলেই দেখিতে পান যে, তিনি স্ত্রীলোক নহে, পুরুষ মানুষ। যেমন এই কথা সকলেই জানিতে পারিলেন, অমনি সে দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেল ও তাহার পাল্কী যাহা বাড়ীর বাহিরে ছিল, তাহাতে উঠিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল।

আমি। যে সময় সে বিবস্ত্র হইয়া পড়ে, সেই সময় সেই স্থানে আর কে ছিল ?

পরিচারিকা। বাড়ীর অনেকেই ছিলেন, অনেকেই উহা দেখিয়াছেন; লুৎফনও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

পরিচারিকার নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া আমি আমার অন্তঃপুরের মধ্যে গমন করিলাম ও জানিতে পারিলাম যে, পরিচারিকা আমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই সত্য।

ইহা জানিতে পারিয়াই আমি আমার ক্রোধ কোনরূপে সম্বরণ করিতে পারিলাম না, প্রথমেই সেই স্ত্রীলোক-বেশী যুবকের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু যখন কোনরূপেই তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না, তখন আমার স্ত্রীকে আমি স্বহস্তে হত্যা করিয়াই তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদান করিলাম। আমা কর্তৃক আমার স্ত্রী হত হইয়াছে, ইহা আমার কর্তৃপক্ষীয়গণ অবগত হইতে পারিয়া যাহাতে ইহা গোপন থাকে ও যাহাতে আমার জীবনরক্ষা হয়, তাহাতে প্রবৃত্ত হন। রাত্রিযোগে ঐ মৃতদেহটী একখানি নৌকায় উঠাইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে একটী গহ্বরের মধ্যে রাখিয়া আসা হয়, ঐ স্থানে লোক গমনাগমন প্রায়ই হয় না, সুতরাং সেই স্থান হইতে ঐ মৃতদেহ বাহির হইবার আর কোনরূপে সম্ভাবনা ছিল না।

আসামীর নিকট হইতে এই সমস্ত কথা অবগত হইবার পর, ঐ মোকর্দ্দমার কিনারা হইতে আর বাকী রহিল না। ইহার পর যাহা কিছু আবশ্যকীয় অনুসন্ধানের আবশ্যক হইল, তাহার সমস্তই সেই প্রদেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সমাপন হইল। আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বপ্রধান পুলিস কর্ম্ম-

চারী সাহেব অপর আর একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা শেষ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সে সম্বন্ধেও আমাকে আর অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয় নাই। আমি সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মেহেরুন্নেসারও অনুসন্ধান পাইয়াছিলাম। হামিদার অনুমতি ক্রমে পরিশেষে বিয়াম মেহেরুন্নেসাকে অনেকরূপে প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত এই মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত বিচার শেষ হইয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত সে বিয়ামের বাড়ীতেই ছিল, এ সংবাদ আমরা রাখিয়া থাকি, কিন্তু তাহার পর যে কি হয়, তাহা আমি জানি না। আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আয়েষাকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলাম।

এই মোকর্দ্দমার আসামী বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি, কিন্তু বিচারকালে ঐ মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে পুনরায় সেই স্থানে গমন করিতে হয়। বিচার সময়ে আসামী সমস্ত কথা অস্বীকার করে। যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা হয়, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বিচারকালে আমার ও অপরাপর সাক্ষীর প্রমুখাৎ বাহির হয়, মেহেরুন্নেসা, আয়েষা, হামিদা প্রভৃতি সকলকেই আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষী প্রদান করিতে হয়। সর্ব্ব প্রথমে মৃতদেহ মেহেরুন্নেসার বলিয়া সেনাক্ত হইয়াছিল; পরিশেষে ইহা যে আয়েষার দেহ তাহাও স্থিরীকৃত হয়। উহাদিগের উভয়কেই প্রাপ্ত হইবার পর, ঐ মৃতদেহ লুৎফ-

নেসার মৃতদেহ ইহা ফটোগ্রাফ দৃষ্টে স্থির হইতেছে, অথচ ঐ ফটোগ্রাফের সহিত মেহেরুন্নেসার ও আয়েষার সাদৃশ্য আছে। এরূপ অবস্থায় যদি পরিশেষে লুৎফন্নেসাও বাহির হইয়া পড়ে ও ঐ আকৃতির অপর কোন স্ত্রীলোক বাহির হয়, তাহা হইলে কি হইবে? বিশেষ বিচারকের সম্মুখে আসামীর বাড়ীর সমস্ত লোকই শপথ করিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলেন, লুৎফনের সহিত ঐ ফটোগ্রাফের কোনরূপ সংস্রব নাই। এই সকল নানা কারণের উপর নির্ভর করিয়া ও মৃতদেহ সেনাক্তের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে দেখিয়া, বিচারক ঐ মোকর্দ্দমা হইতে আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করেন। *

---

*- ভাদ্র মাসের সংখ্যা,

"লাল-পাগড়ি।"

(প্রথম অংশ।)

(অর্থাৎ লাল-পাগড়ি পরিহিতের অদ্ভুত রহস্য!)

যন্ত্রস্থ।